রূপ-সনাতন

(ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক)

—÷—

স্নেহময়ী, উন্মাদিনী, স্বদেশ ও সরমা, মারবার প্রসূন, আর্য্যাধাত্রীবিদ্যা
প্রেমাশ্রু, প্রেমাঞ্জলি, পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি
পুংসবন, সমন্বয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভৃতি
গ্রন্থ রচয়িতা,
ও
আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বি, এ, এল, এম, এস,
প্রণীত

১৯০৯
কলিকাতা।
২৮, নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট সুহৃদ্ প্রেস হইতে
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা
মুদ্রিত।

 [মূল্য এক টাকা মাত্র।
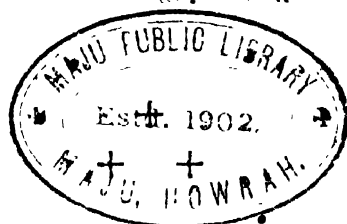
আমার বাল্যজীবনে

যাঁহার উচ্চকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি

আমার হৃদয়ের প্রতি স্তর সুরসিত করিয়া

হরিপ্রেমে তাহাকে অভিষিক্ত করিত,

সেই পরমারাধ্য পদ

পিতৃদেব

৺মনোহর গোস্বামী মহাশয়ের

স্মরণার্থ

এই পুস্তক তাঁহার পবিত্র নামে

উৎসর্গীকৃত হইল।

+

অভিমত।

সুরেন্দ্র,

তোমার পুস্তক কতবার পড়িয়াছি; যখনই পড়িয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, ইহার প্রতি পত্র এমন এক মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, যাহা চির নূতন।

সাধারণ পাঠকের নিকট তোমার পুস্তকগুলি সমাদৃত না হইলেও, ইহা ভাবুকের কণ্ঠহার, ভক্তের উপাস্য কুসুম। তোমার স্নেহময়ী, তোমার উন্মাদিনী, তোমার সরমা,তোমার মীরাবাই, তোমার রূপ-সনাতন, তোমার প্রেমাশ্রু, প্রেমাঞ্জলি, তোমার পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি, সত্য সত্যই বঙ্গসাহিত্যে. নবযুগ আনয়ন করিবার উপযুক্ত, করিয়াছেও। প্রতি অভিলাষের মধ্যকেন্দ্রে ভগবান্‌কে সংস্থাপিত করিয়া স্বদেশহিতৈষণা তোমার লেখায় যেমন. পরিস্ফুট, মাতৃভাষায় লিখিত গ্রন্থে এমন আর কোথাও নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ দেশের রঙ্গমঞ্চ এখন পটকার ফাঁকা ধ্বনিতে উন্মত্ত, তোমার পবিত্র লেখনী বিনিঃসৃত হরিধ্বনি শুনিবার জন্য প্রস্তুত নহে। সেজন্য দুঃখ করিও না; এ দেশে সেই শুভদিন সমুদিত হইতে আর বহু বিলম্ব নাই, যেদিনে ভগবান্‌কে প্রতি অভিলাষের মধ্যকেন্দ্রে

আবার সংস্থাপিত করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে এখানকার লোকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে ; তখন তোমার লিখিত পুস্তকাবলী "শুভসমাচারের" মত বঙ্গের গৃহে গৃহে দৈনিক পাঠ্যতালিকার মধ্যে যে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তাহা কে বলিল ? আমার মনে হয় তুমি যে লিখিয়াছ—

" সাহিত্যের গঙ্গাজলে
প্রেম ভক্তি শতদলে,
পূজে যেই জননীর পবিত্র চরণ ;—
তারই কীর্ত্তি, তারই যশ,
তাহারই কাব্যের রস—
মৃত প্রাণে ঢেলে দেয়
অমৃতের প্রস্রবণ। "

ইহাই তোমার পুস্তকের উপযুক্ত ভূমিকা।

আশীর্ব্বাদক,
নৃপেন্দ্রনাথ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

শ্রীগৌরাঙ্গদেব।	
শ্রীরূপ—ভক্তকবি,	গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী।
শ্রীসনাতন—বৈষ্ণব সাধক,	ঐ
রামানন্দ রায়	শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত।
হরিদাস	ঐ
নিত্যানন্দ	ঐ
জগদানন্দ	ঐ
চন্দ্রশেখর —	ঐ
সুবুদ্ধিরায়	ঐ জমীদার ও সেনাপতি
কানুপ্রিয় (বালক)	ঐ
হোসেন সাহ	গৌড়েশ্বর
পুরন্দর	ঐ বৃদ্ধ মন্ত্রী
কান্ত	ঐ ভ্রাতা
কেশব	ঐ সহচর
সেখ হবু	ঐ কারাধ্যক্ষ
ঈশান	সনাতনের ভৃত্য
শ্রীকান্ত	ঐ ভগিনীপতি

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

আকবর	দিল্লীশ্বর
প্রতাপরুদ্র	উড়িষ্যাধিপতি
অনন্ত সিং	কটকের শাসন কর্ত্তা
ফকির	বৈষ্ণব দরবেশ
বংশী	মুদী
ভুঞা	দস্যু
গণক	ঐ গণক
মোবারেক	সহর কোতোয়াল

পাঠান সৈন্যগণ, উড়িষ্যার সেনাগণ, দরিদ্র বৈষ্ণব, কৃষক, সওদাগর, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মাঝি মাল্লাগণ, দূত, কীর্ত্তনীয়গণ,

রমণী।

উৎফুল্লনিশা	গৌড়েশ্বরী
যশোধারা	চোবের স্ত্রী, মথুরা বাসিনী
সত্যভামা	সত্যভামা গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী

কৃষক পত্নী, নর্ত্তকীগণ, দস্যুকন্যাগণ।

রূপ-সনাতন

— ❋❋❋ —

প্রথম অঙ্ক।

— ❋ —

প্রথম দৃশ্য।

রামকেলি গ্রাম—অদূরে টোল।

রাজপথের ধারে বটবৃক্ষ তলে ছদ্মবেশে গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী বৃদ্ধ পুরন্দর।

পুরন্দর। এইত এসেছি রামকেলি!
বলিলেন গৌড়েশ্বর যাও যাও পুরন্দর,
কিন্তু কি কারণে? কোন্ প্রয়োজনে?

কেন যাব ? কিছু নাহি বলি,
তাড়াতাড়ি গেল চলি ;
শুধাতেও হ'ল না সাহস !
রাজকার্য্য ফেলে
ছুটে গেল অন্দর মহলে,
কি যেন হ'য়েছে ব'লে —
আসিল না সমস্ত দিবস।
সব ভাল, কিন্তু তুঃখ বড়ই চঞ্চল !
বেগম বলিয়া উন্মত্ত—পাগল !
বড় স্ত্রৈণ ! বড় স্ত্রৈণ !
নতুবা সে ধার্ম্মিক সুজন ;
আছে দয়া, আছে মায়া,
আছে আছে কর্ত্তব্য পালন।
হিন্দু মুসলমান, তুইটী সন্তান
ভেদজ্ঞান নাহি করে ;
কি কহিবে ইতিহাস, কি কবে কোরাণ,
কাঁপে সদা এই ডরে।
কি জন্য পাঠালে দিত যদি ব'লে ?

কি নিতে কি নিয়ে যাব—
মন্ত্রা আমি—বড়ই মুস্কিল !
কে আছে যে তাহারে সুধাব ?
বসি এই বৃক্ষমূল, দেখি ভেবে—
হরি যদি দেন কুল !

(বৃক্ষমূলে উপবেশন)

[পড়ুয়া বেশে রূপ ও সনাতনের প্রবেশ]

সনাতন। কোথা হ'তে আগমন মহাশয় ?
রূপ। মুখখানি আহা ! বড়ই বিষাদময় !
সনা। তৃষ্ণার্ত্ত কি ? দিব কি আনিয়া জল ?
হাত মুখ ধুয়ে, বিশ্রাম লভিয়ে,
যাইবেন প্রয়োজনস্থল !
রূপ। কেন বৃক্ষমূলে ?
আসুন না আমাদের টোলে,
ওই যে দাঁড়ায়ে কত ছেলে !
পুর। কে তোমরা ? বড় মিষ্ট কথা !
এস এস কাছে,
মুখ দেখে মনেহয়, দুটি সহোদর ভাই,

মাতা পিতা বেঁচে আছে ?

সনা। যা করিলা অনুমান ঠিক তাই—
মোরা দুই সহোদর ভাই ;
মাতা পিতা আছেন দুজন,
রূপ ছোট এর নাম,
আমি বড় নাম সনাতন।

পুর। সহোদর কিনা বুদ্ধি বিনা যায় জানা !
মুখ দেখে অনুমান সহজেই করি ;
রাজমন্ত্রী আমি—
ক্ষুদ্র এই অনুমানে নাহি বাহাদুরী !

সনা। রাজমন্ত্রী মহাশয় ?

রূপ। তবে কেন বিষণ্ণ হৃদয় ?

পুর। শুনিবে সে কথা ?
আচ্ছা ! সরে এস হেথা,
বস এই থামে, দুই পাশে দুই জনে।

(উভয়ের উপবেশন)

পুর। (স্বগত)
হ'তে পারে এরা ঈশ্বর প্রেরিত,

দয়া করি ভগবান, করি অধিষ্ঠান
এদের হৃদয়ে,
বলাইবে কি মোর প্রার্থিত !
তাই এসেছে উভয়ে।
(প্রকাশ্যে) আসিয়াছি রাজার আদেশে,—
ছদ্মবেশে—

সনা। কেন, কিবা প্রয়োজন ?

পুর। পাঠায়েছে রাজা, বলে নাই কি কারণ;
বলিয়াছে শুধু—
যাও মন্ত্রী রামকেলি গ্রামে—

রূপ। পিতা রামেশ্বর—রাজ কর্ম্মচারী,
হ'তে পারে তাঁহার সন্ধানে।

সনা। না না রূপ ! তাহলে আসিত দূত,
রাজমন্ত্রী স্থানে।

পুর। রামেশ্বরের পুত্র দুই ভাই ?
সম্পর্কেতে নাতি তাই—
(উভয়ের প্রণাম)
বেশ ভাই বেঁচে থাক !

সহস্র বৎসর হ'ক পরমায় !
ঠিক ঠিক বলিয়াছ সনাতন !
রাজ মন্ত্রী পাঠাবার
আছে কোন নিগূঢ় কারণ !

সনা। প্রয়োজন না বলিয়া
পাঠাইয়া দেছে যবে আপনারে মহাশয়,
বুদ্ধির পরীক্ষা হেতু জানিবেন সুনিশ্চয়।

পুর। বেশ ভাই! বেশ ! বেশ !
না হইতে কথা শেষ
বেগম ডেকেছে ব'লে
ছুটে যাওয়া অন্দর মহল্লে,
যা করেছ অনুমান, সব ভাণ! সব ভাণ !
আচ্ছা ভাই দেখ দেখি ভেবে !
রামকেলি কেন বলে তবে ?

রূপ। রামকেলি ক্ষুদ্র গ্রাম পিতার বসতি—
এ ছাড়া ইহাতে কি পারে থাকিতে,
চান যাহা গৌড় অধিপতি ?
আর কি হইতে পারে ?

দেখ দেখি মনে ক'রে !

সনা। বলেছিত ভাই,

পিতার সন্ধান, এ উদ্দেশ্যে নাই—

তাহলে পাঠাত অন্য কারে।

অহো ! ঠিক এই হতে পারে !

রামকেলি সুপ্রসিদ্ধ রাজমিস্ত্রী তরে,

যত ভাল কারিকর রামকেলি ঘর—

রূপ। চান গৌড়েশ্বর—রাজমিস্ত্রী মন্ত্রীবর !

পুর। ভ্যালা মোর ভাই ! নিঃসন্দেহ তাই !

রাজ মিস্ত্রী ঠিক প্রয়োজন !

বেঁচে থাক ভাই মোর রূপ সনাতন !

সনা। যান লয়ে মিস্ত্রী এক জন,

দেখুন না কি বলেন তিনি।

রূপ। ঐ যায় ! ঐ বৃদ্ধ ! মিস্ত্রীর সর্দ্দার !

ঐ ঐ আমি ওকে চিনি।

পুর। যাই তবে, হয় যদি ঠিক অনুমান—

দোঁহে পাবে রাজার সম্মান !

রূপ ও সনা ! প্রণাম। প্রণাম। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোসেন খাঁর রাজপ্রাসাদ—উদ্যান।

[পুরন্দরের প্রবেশ ও প্রণাম]

হোসেন খাঁ।

আসিয়াছ পুরন্দর রামকেলি হ'তে ?
কই কই কি এনেছ সাথে ?
হো হো এই বার হইবে প্রমাণ,
এ বৃদ্ধ বয়সে কেমন করিতে পার
ঠিক অনুমান ?

পুরন্দর। আনিয়াছি রাজমিস্ত্রী
তথাকার যে হয় প্রধান।

হোসেন। সত্য আনিয়াছ ? ঠিক ধরিয়াছ !
যা ভেবেছি তাই !
বড় খুসি রাজমন্ত্রী—এইরূপই চাই !
লহ পুরস্কার এই মুকুতার হার !
(মুক্তা মালা প্রদান)

পুর। দিলেন ত দিন দুই গাছি !

হোসেন। হো হো হোঁ গৃহিনীর কণ্ঠে দিবে
এই অভিরুচি ?
আন তাঁরে রাজ দরবারে—
বুদ্ধিমতী কিনা পরীক্ষার পরে,
স্বহস্তে সে হার, দিব উপহার
কণ্ঠে তাঁর ;
স্বামী যার এত বুদ্ধিমান,
যোগ্যপাত্রী তিনি—
লভিবারে রাজার সম্মান।

পুর। গৃহিণী আমার বুদ্ধিমতী সুনিশ্চয়,—
কিন্তু সে বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ অতি
ন্যায় তর্কে বাগবিতণ্ডায়,
অকারণ অভিমানে, নহে অনুমানে ;
হয় যদি পরাজয়, ঘটায় প্রলয় ;—
ভুলে গিয়ে উপকার
ছুড়ে ফেলে কণ্ঠহার,
করে শতমুখী, ধায় বিধুমুখী

করিতে প্রহার,—
বড় ছোট না ক'রে বিচার।

হোসে। কাজ নাই সে বিষ্ঠা ঘাঁটিয়া আর!
রেখ তারে, মুখে মুখে, বুকে বুকে—
হো হো হো হো—
যোগ্য পাত্র তুমি তাঁর!

উভয়ে। হো হো হো হো—

হোসে। যারা করেছে এ অনুমান,
বল মন্ত্রী কে তাহারা?—কিবা নাম?

পুর। মহারাজ কর অবধান!
কোষাধ্যক্ষ রামেশ্বর
পুত্র তার রূপ সনাতন,
দেখিয়া চিন্তিত মোরে,
অনুমান ক'রে ক'রে,
শেষ বলে দিল প্রয়োজন;—
বলে দিল এই গ্রামে, সুপ্রসিদ্ধ কারিকর,
রাজমিস্ত্রী চান গৌড়েশ্বর।

হোসেন। সত্য কথা ?

পুর। সত্য কথা !

হোসে। লয়ে যাও মুকতার হার—

দুই জনে দুই গাছি দিও পুরস্কার।

নিয়ে এস সঙ্গে ক'রে,

রাজকার্য্যে তাহাদের করিব নিয়োগ--

চাই আমি বুদ্ধিমান লোক !

হিন্দু মুসলমান, যেই কেন নাহি হ'ক !

এখনি পাঠাও দূত শিবিকা সহিত

আনিবারে দুই জনে,—

আজই আমি চাই, রূপ সনাতনে !

বৃদ্ধ তুমি মন্ত্রী,

তারা এলে হইবে দোসর ;

শ্রান্ত তুমি রাজকার্য্যে —

তারা এলে পাবে অবসর ;

কেমন কি বল মন্ত্রীবর ?

(প্রস্থান)

পুর। হিতে হ'ল বিপরীত বিচার বিধির—
সহোদর ভাই থাকিস কোথায়,
খাল কেটে আনিনু কুমীর!

তৃতীয় দৃশ্য।

বেগম মহল—বিলাস ভবন।

গৌড়েশ্বর ও বেগম উৎফুল্লনিশা উপবিষ্ট
সম্মুখে নর্ত্তকীগণের
নৃত্য গীত।

জগৎ বেড়ে উঠ্‌ছে লো সই প্রেমের তুফান্
লতায় পাতায় গাছের শাখায়
ফুলের মাঝে সুখের গান।
শিশুর মুখে সুখের হাসি
তারার বুকে আলোক রাশি,
সোহাগভরা নারীর প্রাণ।
নিশির শিশির পড়ছে ধীরে
ভিজ্‌ছে বয়ান্ প্রেমের নীরে,
চকোর চাঁদে সুধা দান।

প্রাণের আঁশা পাশে ক'রে
ঢুল্‌ছে যারা প্রেমের ঘোরে
আয়না তাদের এম্‌নি ক'রে
এম্‌নি মধুর শুনাই গান।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

উৎফু। কয় দিন হ'তে মনে করি
সুধাব তোমায়—
কিসের এ রেখা পৃষ্ঠে ?
অস্ত্রের আঘাত পৃষ্ঠদেশে ?
নহে তা সম্ভব নরনাথ !
জানি আমি, জয়ী তুমি
গৌড়ের আহবে !
দাসী চাহে জানিবারে—
কৌতূহল তার কর নিবারণ,
ক্ষমা করি হে রাজন্‌ !
গৌড়ে। গৌড়ের এ সিংহাসন
হয় নাই প্রিয়তম !

হস্তগত এক দিনে—একটি সংগ্রামে;
সামান্য সৈনিক হ'তে—
রূপসি! তোমার প্রেম আলিঙ্গন,
লভিবারে এই রত্ন সিংহাসন,
কত বিঘ্ন কত বাধা
একে একে করিতে হ'য়েছে অতিক্রম।
শোনিতের শত নদী দিয়েছি সাঁতার,
ডুবিয়াছি কত, উঠিয়াছি কতবার!
ভাগ্যলক্ষ্মী ধরি ধরি
দূর হ'তে দূরে গিয়াছে সরিয়া,
উৎসাহের মাঝে শত নিরুৎসাহে—
ভেঙ্গে গেছে অবসন্ন হিয়া;
শত জয় পরাজয়! শত ঘাত প্রতিঘাত!
করিলে সন্ধান,
পাইবে দেখিতে প্রিয়ে—
শত চিহ্ন এই দেহে আজও বিদ্যমান।
অতীতের স্মৃতি চিহ্ন যা দেখ্ শরীরে,
এক দিন যদিও তা ছিল দুঃখময়,

কিন্তু মনে জেন প্রিয়ে ঠিক তাহা নহে,
অতীত ও বর্ত্তমান—
ভবিষ্যের উন্নতি সোপান।

উৎফু। দুঃখময় এই চিহ্ন বুঝেছি অন্তরে,
তাইত সুধাই ? কৌতূহলও তাই,—
কি সে দুঃখ ? কি ও চিহ্ন ?
বল নাথ মোরে !

গৌড়ে। অতীতের যাহা অতীত হয়েছে তাহা,
সুদারুণ অগ্নি জ্বালা গিয়াছে নিবিয়া,
ভস্মরাশি আছে মাত্র শুধু অবশেষ !
কি হইবে আর রাণি সে ভস্ম ঘাঁটিয়া ?

উৎফু। ধরি শ্রীচরণ—
দয়া করে বল মোরে
দাসীর এ কৌতূহল কর নিবারণ।

গৌড়েশ্বর। (স্বগত)
রমণীর কৌতূহল
হইলে প্রবল,

যদি তার না হয় পূরণ—
অমৃতের মাঝে ঢালে সুতীব্র গরল,
সুখহারা শান্তিহারা হয় ত্রিভুবন।
উঠিবে দুরন্ত মান—শত ঝঞ্ঝাবাত,
অলঙ্কার যাবে দূরে
বাহু উপাধান—
ক্রোধভরে ধূলি 'পরে রহিবে শয়ান ;
চন্দ্রমুখ বসনে আবৃত—
খুলিবে না—যত টান
দৃঢ় হ'তে হবে দৃঢ় তত।
উপবাস, দীর্ঘ শ্বাস—শেষ সর্ব্বনাশ !
উদ্বন্ধনে, জলমগ্নে হবে প্রাণ গত।
সোণার সংসার কেন করি বিষময় ?
কাজ নাই বলে ফেলি—
চিনি আমি ভাল ক'রে রমণী হৃদয় !

উংফু। বল বল পায়ে ধরি, কেন দেরী কর ?
এই দেখ মন মোর হ'তেছে অস্থির !

বুক মোর করে ধড় ফড় !
এই দেখ প্রাণ যেন হ'তেছে বাহির !
পড়ি ! পড়ি ! ধর ধর ! রাজা !

গৌড়ে। স্থির হও ! স্থির হও রাণি !
বলিব এখনি !
যা দেখিছ পৃষ্ঠদেশে,
নহে ইহা অস্ত্রের আঘাত !

উৎফু। বেত্রাঘাত ?
গৌড়ে। বেত্রাঘাত।
উৎফু। এখনও সে বেঁচে আছে !
গৌড়ে। আছে !

উৎফু। চাই মুণ্ডছিন্ন মুণ্ড এখনি এখনি তার,
এই দণ্ডে এই রাত্রে—ভণ্ড দুরাচার !
পাষণ্ড দুর্ম্মতি! বেত্রাঘাত !
করিব সে শিরে—রুধিরাক্ত শিরে—
শত পদাঘাত !

কে সে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ?

গৌড়ে। পরম হিতৈষী সেই জন,
তাঁহারই কৃপায় এই গৌড় সিংহাসন।

উৎফু। গৌড় সিংহাসন যাক্ যাক্ রসাতল !
চাই মুণ্ড — ছিন্ন মুণ্ড রুধিরাক্ত! রাজা !
উঃ ! ঐ ! ঐ ! ঐ ! আসে !
ওই — বেত্র দণ্ড !
ধর রাজা ! ধর ধর ! আসিছে পামর !

গৌড়ে। স্থির হও ! স্থির হও !
হাতে ধরি প্রিয়ে,
পায়ে পড়ি পায়ে পড়ি—

উৎফু। ছেড়ে দাও হাত !
এই অসি নিজ হস্তে
বসাইব পাপকণ্ঠে তার—
হৃৎপিণ্ড ফেলিব উপাড়ি !
বেত্রাঘাত !

সব তার প্রতিশোধ না হ'তে প্রভাত,
অদাই নিশীথে।
বুঝিয়াছি সে পাপিষ্ঠ নহে অন্য জন,
দুর্বুদ্ধি সুবুদ্ধি রায়—কৃতঘ্ন—অধম,
এখনও জীবিত আছে হিন্দু সয়তান্!
এখনও র'য়েছে পাপিষ্ঠের প্রাণ?

গৌড়ে। অকারণে প্রিয়ে কেন কর রোষ?
নহে সুবুদ্ধির—
আমারই আমারই দোষ।
সৈনিকের কার্য্যে করেছিনু অবহেলা,
প্রাণদণ্ড দণ্ড ছিল সমুচিত—
কিন্তু তাহা নাহি দিলা,
ধার্ম্মিক সুজন তিনি—
কি দোষ তাঁহার?
দয়া করি প্রাণদণ্ড না করি আমার,
করেছেন সেই স্থানে শুধু বেত্রাঘাত।

উৎফু। দয়া করি করেছেন শুধু বেত্রাঘাত?

এখনও তাহার চিহ্ন রয়েছে উজ্জ্বল !
এত দয়া গৌড়েশ্বর প্রতি !
ধিক্ সে দয়ায় ! ধিক্ ধিক্ ধিক্—
বেত্রাঘাত বিনিময়ে উপার্জ্জিত
কুৎসিত এই সিংহাসন !
এক দিকে বেত্রাঘাত
অন্য দিকে মুণ্ড—রুধিরাক্ত মুণ্ড—
বেত্রাঘাত উপার্জ্জিত গৌড় সিংহাসন,
যায় যাক্ রসাতল !
ওহো ! ওকি ভয়ঙ্কর !
কে ? কে ? ওকে ? ওকে আসে ?
ঐ যে ! ঐ যে ! ওই রাজা—

গৌড়ে। কেন পুনরায় হ'তেছ অধীর প্রিয়ে ?
ডাক রূপে কিম্বা ডাক সনাতনে,
ইচ্ছা কর ডাক দুই জনে,
ধার্ম্মিক তাঁহারা—
ভক্তিকর তুমি দোঁহে গুরুর মতন ;

কি বলে তাহারা, করিয়া শ্রবণ,
তার পর যাহা ইচ্ছা ক'র আচরণ।
প্রবল সুবুদ্ধি রায়—
দ্বাদশ সহস্র সৈন্য
প্রাণ দিতে পারে হুকুমে তাহার ;—
নহে সে দুর্ব্বল।

উৎফু। দুর্ব্বল সবল কিনা নাহি বুঝে নারী,
প্রতিহিংসা, প্রতিশোধস্পৃহা
হ'লে বলবতী,
দ্বাদশ সহস্রে ভয় নাহি করি!
নাহি হয় দিব প্রাণ সুখে বিসর্জ্জন!
বেশ—ইচ্ছা হয়, ডাক রূপে
কিম্বা ডাক সনাতনে,
কি বলে তাহারা শুনি—
কিন্তু হে রাজন,
রুধিরাক্ত ছিন্ন মুণ্ড—চাই—চাই—
সর্ব্বস্বের বিনিময়ে,

হয় যদি তাই হ'ক।
অহো! কি দারুণ অপমান!
ডাক দূত—পাঠাও তাহারে,
অবিলম্বে ত্বরা করে আনিতে দুজন!
এস যাই মন্ত্রণা ভবনে!

গৌড়েশ্বর (স্বগত)
কি দুর্দ্দৈব আজ।
ভগবান্ কর রক্ষা বন্ধুর জীবন!
অকৃতজ্ঞ যেন, নাহি কহে ইতিহাস—
স্ত্রৈণ ব'লে কিম্বা উপহাস
যেন নাহি করে প্রজাগণ!
(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।
মন্ত্রী ভবন।
ঝড়, জল অন্ধকার,—আলো হস্তে দূতের প্রবেশ

রূপ। এই ঝড়, এই জল, এই বজ্রপাত!

এত রাত্রে কি খবর ? কেন কষ্ট দূত ?

দূত। এখনি যাইতে হবে জরুরি হুকুম !

বেগম মহলে কি জানি কি গোলযোগ !

রূপ। বেগম মহলে ?

কোথা, কোথা গৌড়েশ্বর ?

দূত। গিয়াছেন মন্ত্রণা আগারে এই মাত্র,

প্রধানা বেগম সঙ্গে ক্রোধান্ধ লোচন।

রূপ। (স্বগত)

এ ঘোর রজনী, বিলাস বাসনা ছাড়ি,

তাড়াতাড়ি আসে যেই নারী

ক্রোধে অন্ধ, মন্ত্রণা ভবনে—

সিংহিনী সে পিপাসার্ত্ত,

রুধিরের তৃষা জাগিয়াছে তার মনে—

গৌড়েশ্বর অসমর্থ তাহার শাসনে।

ভেবেছেন মনে মনে,

পারে যদি তারা করিতে উপায় ;

যাই দেখি স্মরি হরি—

হরি হরি হরি হউন সহায় !
অহো ! বড়ই দুর্দ্দিন !
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ ঘোর বজ্রপাত !
একা আমি যাই,
ঘুমাতেছে সনাতন ডেকে কাজ নাই।

(প্রকাশ্যে) চল দূত তবে !

(পথ চলিতে চলিতে)

হরি হরি হরি হরি মঙ্গল আলয়,
দুর্দ্দিন সুদিন হয় তব নাম নিলে,
ঘন মেঘ কেটে যায় তুমি সাড়া দিলে,
হরি হরি হরি তুমি তুমি প্রেমময়,
বিপদ সমুদ্রে মাঝে তুমি হে অভয়,
অন্ধের নয়ন তুমি দয়াময় হরি—

(পথিপার্শ্বে কৃষকের পর্ণকুটীর হইতে
পতি পত্নীর কথোপকথন)

পতি। এই ঝড়, এই জল, এই অন্ধকার!

কড় কড় কড় কঁড় পড়িতেছে বাজ !
এত রাত্রে ছপ্ ছপ্ পদ শব্দ কার ?
মানুষ ?

পত্নী। মানুষ না বের হবে, থাক্ শত কাজ।

পতি। কুকুর অধম এই কথা স্থির—

পত্নী। গৃহ ছাড়ি সেও কভু হবে না বাহির।

পতি। চাকর ?

পত্নী। ডেকেছে প্রভু, এই সুনিশ্চয় !
অধম তাহার চেয়ে আর কেহ নয় !

রূপ। ঠিক ঠিক ! ঠিক কথা !
চাকর যে ঘৃণিত সে, কুকুরের চেয়ে হীন,
অতি হীন, অতি ঘৃণ্য, জীবন তাহার !
নীচ অশিক্ষিত, তথাপিও বুঝে এরা,
স্বাধীন জীবন কত উচ্চ !
কিন্তু হায় ! বুঝিয়াও বুঝি নাক মোরা।
ধরিয়া দাসের বেশ—হ'ল পক্ক কেশ,
অহর্নিশ ছুটাছুটি জীবনে মরণ—
হরি হরি কেটে দাও এ মোহ বন্ধন !

হরি হরি! হরি হরি! যত শীঘ্র পারি
করিব নিশ্চয়, সমুচিত যাহা হয়।
এই আসিয়াছি রাজপুরী—
স্মরি হরি করি ত প্রবেশ!
শুনি—দেখি কি আদেশ!

তৃতীয় দৃশ্য।

গৌড়েশ্বরের মন্ত্রণা ভবন।

গৌড়ে। আসিয়াছ রূপ! বড়ই বিপদ আজ!
অবিদিত নহে তব—কেন কি কারণ
ঘটিয়াছে বেত্ররেখা এই পৃষ্ঠমাঝ?
সুবুদ্ধির দোষগুণ তাও জান তুমি!
কিন্তু রূপ, গৌড়েশ্বরী
গুরুতর মনে করি—এই অপরাধ—
হইয়া অস্থির, এই রাত্রে চান
তার রুধিরাক্ত শির,
প্রতিহিংসা প্রতিশোধ হেতু,

বিনা দোষে ;
বুঝাইয়া দেখ তাঁরে রূপ
অপরাধী হয় যদি তোমার বিচারে,
কর দণ্ড তার মন্ত্রি—যাহা সমুচিত !
নির্দ্দোষী প্রজার প্রাণদণ্ড অকারণে—
বিনা সুবিচারে, জান তুমি জান রূপ,
আমার হৃদয় ! জান তুমি রাজধর্ম্ম—
জান কিসে, কোন গুণে হন রাজা
ধর্ম্ম অবতার ?

রূপ। জানি আমি গৌড়েশ্বর আপনার মন—
যে করিল বেত্রাঘাত তাকে বন্ধু বলি,
যে পারে করিতে হেসে প্রেম আলিঙ্গন,
নিজ দোষ বুঝিয়া অন্তরে
সে নহে সামান্য নর—
দেবতার শ্রেষ্ঠ তিনি সাধু মহাজন !
কিন্তু রমণী হৃদয় কোমলতাময়
কে তার সমান ?
দেয় আত্মবলিদান অকাতরে—

তুচ্ছ করি স্বার্থ সুখ প্রাণ !
কিন্তু স্বামীর শরীর, আরাধ্য মন্দির
পতিব্রতা নারী পারে না সহিতে কভু,
সে শরীরে—সে.রাধ্য মন্দিরে
একটুও অপমান ।
যে যাতনা বেত্রাঘাতে আপনার দেহে,
শতগুণ তার চেয়ে অধিক যাতনা পেয়ে
মা আমার এসেছেন মন্ত্রগেহে ।
কেমন মা ! বল এই কিনা
রোষের কারণ ?
উৎফু । রূপ ! রূপ ! বড় বাজিয়াছে
বুকে মোর দারুণ সে বেত্রাঘাত !
আহা ! কি যাতনা পেযেছেন দিনরাত !
দেখি নাই পৃষ্ঠদেশ
ছিল নাক কোন ক্লেশ—
কিন্তু যে দিন হইতে দেখিয়াছি ইহা
সেই দিন হ'তে ঘুম নাই চোখে মোর—
অস্থির আকুল প্রাণ !

দিন রাত লয়েছি সন্ধান
কিসের ও রেখা পৃষ্ঠে ?
কিন্তু কি বলিব রূপা !
যেই ক্ষণ করেছি শ্রবণ
সুবুদ্ধির এই কীর্ত্তি—এই বেত্ররেখা,
সেইক্ষণ হতে মনে হয়
যেন দুর্ব্বুদ্ধি সুবুদ্ধি রায়
শত শত বেত্র হস্তে করিছে তাড়ন—
কেড়ে নেবে জোর করে গৌড়সিংহাসন।
যে দিকেতে চাই সব—সব বেত্রময়
রূপ রূপ! ঐ দেখ! ঐ দেখ! ঐ ত [illegible]সে!
ঐ ঐ শত শত বেত্রদণ্ড !
বাঁচাও রাজারে ! রূপ বাঁচাও আমারে !
(মূর্চ্ছিতা)

গৌড়ে। কি করি উপায় ?
উন্মত্ত অধীরা রাণী—
দেখিতেছে বেত্রদণ্ডে ঘেরা চারিদিক,
যেন কে তাহাকে করিছে তাড়না ;

গৌড়সিংহাসন লবে যেন কেড়ে
বেত্রদণ্ড করে—চাহে তাই ছিন্ন মুণ্ড।
কি করিয়া প্রাণদণ্ড করিব তাহার
অপরাধ শূন্য,—
সে যে পরম হিতৈষী মোর!
কি বলিবে ইতিহাস? কি কবে কোরাণ?
বিনা দোষে, বিনা সুবিচারে,
লই যদি সুবুদ্ধির প্রাণ!
ধার্ম্মিক সজ্জন সে যে!
রুধির লালসা বুকে এখনি সিংহিনী
উঠিবে জাগিয়া—কর রূপ! কর কর
না জাগিতে, না উঠিতে, রাক্ষসী পাষাণী
সমুচিত এর প্রতিকার।

রূপ। স্থির হন গৌড়েশ্বর! ভয় নাই আর!
ভগবান্ করিবেন মঙ্গল বিধান।

উৎফু। (মূর্চ্ছাপগমে)
কোথা রূপ কই কোথা—
কোথা গৌড়েশ্বর? এস সরে এস!

বুক দিয়া করি রক্ষা পতিদেহ—
পতিপৃষ্ঠ করি আচ্ছাদন।
উঃ! কি ভয়ঙ্কর!
চলিয়া গিয়াছে সয়তান্!
শত বেত্র হস্তে তার—আরক্ত নয়ান্!
কি দারুণ অপমান!
কেন আর দেরী কর রূপ?
এখনি আসিবে ফিরে—
লও এই খড়গ—
কেটে ফেল এই দণ্ডে শির তার!
ওহো! ঐ যে! ঐ আসে ঐ যে আবার!

রূপ। শুন মাতঃ! কথা, সুবুদ্ধি নাহিক হেথা,
গিয়াছে কটক সাত দিন যুদ্ধ হেতু।

উৎফু। গিয়াছে কটক? নাহি হেথা?
তবে কেন দেখি রূপ চতুর্দ্দিকে তারে?
যেন বেত্রদণ্ড করে—
মরুক সে সয়তান্ দুরন্ত সে রণে!

রূপ। জীবন্ত ফিরিবে বলি নাহি করি আশা;

তবে যদি ফিরে আসে—বীর সে !
যুদ্ধে জয়ী হয়ে কভু—
দিও মুখে তার নিমন্ত্রণ ছলে
মুখস্পৃশ্য করঙ্গের পানী—
যবনের স্পৃশ্য জল মুখেতে লাগিলে
ছাড়িবে সে তুষানলে আপনি পরাণি।
ধিক ধিক জ্বলিবে আগুন—ক্রমে ক্রমে
পদ নখ হইতে ছাইবে শরীর,
ছিন্ন মুণ্ড হতে সে মরণ অতি—
অতি ভয়ঙ্কর !
শত মৃত্যু তাহাতে মাখান !

উৎফু। মরিবে নিশ্চয় ?

রূপ। মরিবে নিশ্চয় রাণি !

উৎফু। সেই বেশ তবে ! ছিন্নমুণ্ড পরিবর্ত্তে
তুষানল—শত-মৃত্যু তাহাতে মাখান—
ধিক ধিক জ্বলিবে আগুন—ক্রমে ক্রমে
পদ নখ হতে ছাইবে শরীর !
বেত্রাঘাত প্রতিশোধে চাই—এই চাই,

তুষানল ! তুষানল !
শত মৃত্যু তাহাতে মাখান !
ধন্যবাদ রূপ ! শত ধন্যবাদ !
গৌড়ে। গিয়াছে ত রোষ ?
হয়েছেত প্রিয়ে মনের সন্তোষ ?
এস তবে যাই ঘরে,
যাও রূপ সাবধানে ! বড়ই দুর্দ্দিন !
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রিভবন—পুষ্পোদ্যান।

(পুষ্পচয়ন করিতে করিতে সনাতনের সঙ্গীত)

গীত।

"আমার হেন দিন কবে হবে।
শ্রীকৃষ্ণ বলিতে অতি হরষিতে
পুলকাঙ্গে অশ্রু ববে।
কবে ব্রজের রজে হয়ে বিভূষিত,
ডাকিব প্রেমে হয়ে পুলকিত,
হরিভক্ত সঙ্গে হরিগুণ প্রসঙ্গে,
মন মত্ত সদা রবে।
কবে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশিয়ে,
মাধুকরি করি উদর পুরিয়ে,
ডাকিব হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়ে,
হেন ভাগ্য কবে হবে।
স্কন্ধে নিব প্রেমানন্দে ভিক্ষার ঝুলি,
বেড়াইব ব্রজবাসীর কুলি কুলি,

হয়ে কুতুহলী রাধাকৃষ্ণ বলি,
ডেকে জীবন শীতল হবে ॥
কতদিনে যাবে বিষয় বাসনা,
কবে হবে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা,
ললিতা বিশাখা সুবলাদি সখা
কবে দয়া প্রকাশিবে।
কবে প্রিয়সখীর অনুগত হয়ে,
রাধাকৃষ্ণের যুগলসেবা নিব চেয়ে,
আমাকে দেখিয়ে যুগলে হাসিয়ে,
সেবার কার্য্যে নিয়োজিবে ॥
কবে আমি যাব রাধাকুণ্ড তীরে,
উদর পূরিব তার শীতল নীরে,
শ্যামকুণ্ডবারি পানে তৃষ্ণা বারি,
তাপিতাঙ্গ শীতল হবে।
কবে মম মন্দ ভাগ্য দূরে রবে,
সাধুর কৃপা হৈলে সখীর কৃপা হবে,
এ দাসের তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে,
সখীভাবে রাস পাবে ॥"

(রূপের প্রবেশ)

সনা। শুন ভাই, কাল রাত্রে দেখেছি স্বপন
অদ্ভুত অপূর্ব্ব কথা! দিলা দরশন

সুন্দর পুরুষ এক, জ্যোতির্ম্ময় দেহ—
সন্ন্যাসীর বেশে, করি মোরে বহু স্নেহ,
হাসি হাসি ধরি কর এই অভাগার,
মুছাইয়া দিয়া ভাই দুঃখ অশ্রুধার,
বলিলেন মৃদুস্বরে, পরিচিত নাম ধরে:
এস এস সনাতন,
হরিনাম—সুধানাম—কর বিতরণ !
সাকর, দবীর খাস
তোরা মোর নিত্য দাস—
ও নামেতে কিবা প্রয়োজন ?
রূপ, বড় ভাগ্য আমাদের—
বিষয়ের বিষ্ঠাকুণ্ড হ'তে
উদ্ধারি মোদের—সন্ত্রাসিত দুটি প্রাণী
দয়াময়—কৃপাময়—হৃদয়ের স্বামী
হাসি হাসি ডাকিল সাদরে,
ভাই বলে সম্বোধন করে—
কি মিষ্ট—সে স্বর !
ওরে রূপ ! ওরে ভাই !

তুলনা কোথায় ?
আঁখি ফুটে এল জল,
প্রাণ মোর হইল বিকল,
কি করুণা ! কি অমৃত প্রত্যেক অক্ষরে !
বুলাইয়া পদ্মহস্ত সর্ব্বাঙ্গে আমার,
কহিলেন কৃপাসিন্ধু গুরু---সারাৎসার—
ওরে ভাই, গুরু মোর -
নবীন সন্ন্যাসী বেশে—
স্মিতমুখ হেসে হেসে
কহিলেন, আর দেরী কেন ?
উন্মোচিত কর্ম্মক্ষেত্র, ডাকে মাতৃভূমি---
ঐ শুন সনাতন ! ঐ উঠে হরিধ্বনি !
চাহে জীব হরিপ্রেম—
হরিনাম করিব প্রচার !
বিলাইব ঘরে ঘরে—
দুঃখী তাপী নারী নরে,
হরিনাম—অমৃত আধার,
আচণ্ডাল—নরনারী—মূর্খ—সুধী

না করি বিচার।
সুধাভরা হরিনাম—সংসারের সার—
পেলে আস্বাদন,
প্রেমানন্দে প্রাণ তার হবে নিমগন!
যে আনন্দে অহর্নিশ মত্ত যোগীজন!
উন্মত্ত অধীর সবে, হরি হরি রবে,
ছুটিয়া আসিবে—
পশুভাব নীচভাব আর নাহি রবে।
ঐ শুন সনাতন!
ঐ দূরে! ঐ ঐ উঠিছে কল্লোল!
ঐ বাজে—ঐ ভেরী!
ধো—ধো—ধো—ধো রব করি,
ঐ ঐ শুন—হরিবোল!
এস দুই ভাই! হও হে সহায়—
হরিনাম করি বিতরণ।
কহিলেন জগন্নাথ, ধরি দুটি হাত!
কেন রূপ? কেন ভাই?
আর দেরী করা?

সন্ন্যাসীর বেশে—নিজে দ্বারে এসে—
ডাকে প্রভু ! চল যাই ত্বরা !

রূপ। কাঁদিও না ভাই !
যা বলিলে ঠিক তাই—
অবতীর্ণ প্রভু মোর—নবদ্বীপ ধামে
শচীর নন্দন নামে—
শুনেছি অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দেহে তাঁর !
হরিনামে নয়নেতে বহে অশ্রুধার !
করে নামের প্রচার।
স্বপ্নে যাঁরে দেখিয়াছ ভাই !
তিনিই সে দয়াল নিমাই !

সনা। এসেছেন যদি—
তবে আর কেন দেরী রূপ ?
কেন তবে মিছা আর বিষয় লালসা !
যাত্রা করি হরিবোলে,
চল সে শীতল কোলে,
সিদ্ধ হবে নরজন্ম—পূর্ণ হবে আশা !
কর্ম্মবদ্ধ দাসত্বের ফাঁস,

ঘুচে যাতে আজ হ'তে
কর তার আয়োজন—
কাজ নাই এ মন্ত্রীত্বে—
কাজ নাই এ দাসত্বে—
ছিঁড়ে ফেল এ কর্ম্মবন্ধন !
দান যজ্ঞ কর রূপ !
কর কর পুরশ্চরণ !
কাট গিয়া ভাই—দুটি জলাশয়—
রামকেলি গ্রামে—আমাদের নামে—
নাম দিও—রূপ-সনাতন !
প্রভুদত্ত সুখের এ নাম,
চিরদিন রবে এই গ্রাম,
চলে গেলে মোরা দুই জন।
আনিয়া ব্রাহ্মণ—সাধু পণ্ডিত—সুজন
অবিলম্বে স্থাপন করহ চতুষ্পাঠি,
রামকেলি গ্রাম—আনন্দের ধাম
হয় যেন পণ্ডিতের বৈষ্ণবের বাটী !
ডেকেছেন আপনি গোঁসাই !

পত্রোত্তর প্রতীক্ষায় আর কাজ নাই !
শুন রূপ কি মধু সঙ্গীত !
(নেপথ্যে গীত ।)
"জপ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ,
লহ গৌরাঙ্গের নাম ।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে,
সেই আমার প্রাণ ।'

(পত্র হস্তে একজন বৈষ্ণবের প্রবেশ এবং রূপের হস্তে হাস্যমুখে পত্র প্রদান এবং উক্ত গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

সনা । লিখেছিলে যেই পত্র
বহুত মিনতি করি,
এল একি রূপ ভাই উত্তর তাহারি ?

রূপ । এসেছে এসেছে সনাতন !
এই লহ এই পত্র শ্রীহস্তে লিখন !

সনা । ধরি শিরে— ধরি শিরে—
সার্থক জীবন !
স্নেহভরা প্রেমভরা একি লেখা রূপ ?

লিখেছেন নিজ হস্তে কর্ণ রসায়ন !
প্রাণভরা, প্রেমভরা—ভাই সম্বোধন !
বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি—এতক্ষণে রূপ !
এই সে স্বরূপ !
এই সেই—এই সেই—প্রভু দয়াময় !
এই সেই জগন্নাথ—এই সে অভয় !
স্বপনে দেখিনু যাঁরে,
বিষয়ের বিষ্ঠাকুণ্ড হতে,
তুলি লতে এ পতিতে—
ঘৃণিত অধম আমি—
বুঝিয়াছি—সেই তুমি—সেই তুমি—
সেই সে হৃদয় স্বামী !
আহা কি মধুর উপদেশ !
হেন উপদেশ কে সমর্থ আর দিতে,
এ জগতে—তোমা ছাড়া হৃদয়েশ ?
বুঝিয়াছি ধরাভার করিতে হরণ,
অবতীর্ণ নদীয়ায়—
তুমি তুমি নন্দের নন্দন !

কি মধুর শ্লোক ?
ঢালে প্রাণে পুণ্যালোক !
"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্"
"পর প্রেমোন্মত্তা নারী—করে গৃহকার্য্য
ভাবে মনে নবসঙ্গ যথা, নিশিদিন,
বিষয়ের মাঝে থাকিয়া ব্যাপৃত নর—
ভাবে যেন ভগবানে
সেইরূপ—সদা সমর্পিয়া মন প্রাণ
সমগ্র অন্তর"

রূপ। ধন্য প্রভো ! ধন্য ধন্য ! ধন্য উপদেশ !
যে কদিন না পারি যাইতে,
সে কদিন যেন পরাসক্ত নারীর মতন,
তব অনুধ্যানে কেটে যায় এ জীবন।

সনা। তারপর তারপর শ্রীচরণে ছায়,
বসাইও দয়াল নিমাই ?
মোদের দুভাই—
এই ভিক্ষা—এই নিবেদন। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজদরবার।

(গৌড়েশ্বর সভাসদ্‌গণ সম্মুখে সিংহাসনে আসীন)

(সহর কোতোয়ালের প্রবেশ ও প্রণাম)

গৌড়ে। কি সংবাদ মোবারেক ?

কোতো। করিয়া আশঙ্কা মনে—

আসিয়াছি দিতে সমাচার ;

এসেছে সন্ন্যাসী এক রামকেলি গ্রামে---

চমৎকার ! অতি চমৎকার !

উদ্দেশ্য কি—জানি না নিশ্চয়—

রাজদ্রোহ করি ভয় !

অসংখ্য অসংখ্য লোক সঙ্গে তার,

হরিপ্রেমে দুনয়নে বহে অশ্রুধার—

নিরন্তর করে সাধু নামসংকীর্ত্তন,

মহা ইন্দ্রজালে যেন মুগ্ধ লোকজন।

হুকুমে তাহার—সব হতে পারে !

গৌড়সিংহাসন—সৈন্য অগণন !

উড়ে যায় একটী ফুৎকারে !

গৌড়ে। বল কিবা তার আচার ব্যভার—
করিও না সঙ্গোপন !
কিবা রূপ—দেখিতে কেমন ?

কোতো। এ জীবনে দেখেছি সন্ন্যাসী—
কতস্থানে—
কিন্তু দেখি নাই—নাথ !
এরূপ অদ্ভূত—কখন নয়নে !
অনুপম সৌন্দর্য্য আধার,
কন্দর্পকে করে পরাজয় !
সুবর্ণ সদৃশ কান্তি তাঁর,
আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় ;
প্রকাণ্ড শরীর—নাভি সুগভীর,
সিংহগ্রীব—স্কন্ধ গজেন্দ্র সমান,
নয়ন যুগল কমলের দল
করে ঢল ঢল—কোটি চন্দ্র বদনেতে
করে অবস্থান ;
রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়, যেন নব কিশলয়

দন্ত যেন মুকুতার পাঁতি ;
হরিনাম মুখে — অশ্রুজল বুকে
মন্দ মন্দ তাঁর গতি ;
চন্দন চর্চ্চিত—সুপীন হৃদয়
অরুণ বসন পরা ;
যে অঙ্গ নিরখি — প্রতি অঙ্গ যেন
কি এক অমৃতে ভরা
দেখিলেই মনে হয় — দেবতা নিশ্চয়—
রাজার তনয় কিম্বা হবে কোন জন !
যেন ছদ্মবেশে, এসেছে এদেশে,
সন্ন্যাসী এ —
এ বিশ্বাস হয় না কখন !

গৌড়ে। আর কি দেখিলে ? অতি সুমধুর !
বল বল শুনি !

কোতো। অতি সুকোমল কলেবর,
সুন্দরী রমণী হতে
সুন্দর — অতীব সুন্দর !
মুহুর্মুহু পড়ে কঠিন ভূতল পরে —

সুকোমল সেই দেহ,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য !
পাষাণ ভাঙ্গিয়া যায় সে আঘাতে—
অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন দেখে নাক কেহ !
অপূর্ব্ব পুলকাবলি প্রতি অঙ্গে তাঁর
দেহ ক্ষণেক্ষণ কাঁপে ঘন ঘন,
ঘোরতর নামে স্বেদধার ;
এত বল কলেবরে
সহস্র মানব পারে না রাখিতে ধরে !
নয়নের বারিধারা নদীস্রোত যেন,
আসিছে নামিয়া—
কভু কাঁদে কভু হাসে
মূর্চ্ছিত বা কভু—ভূতলে পড়িয়া ।
নিশ্বাস প্রশ্বাস হীন
বারি ছাড়া যেন মীন,
নির্নিমেষ স্পন্দহীন আঁখি—
চেতন কি মৃত বুঝিতে পারিনা দেখি !
দুই বাহু তুলে, হরি হরি বলে,

ভোজন শয়ন করে যে কখন
বুঝিতে না পারি অদ্ভুত এমন !

গৌড়ে। বলিহারি ! বলিহারি !

কোতো। আসিতেছে জনস্রোত
চারিদিক হতে,
যে আসে সে ফিরে নাক আর !
লোক লোক---শুধু লোক !
স্থান নাই তিল রাখিবার !
যা দেখেছি হে রাজন্ !
করিলাম নিবেদন।

(প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকি। লোক—লোক শুধু লোক
স্থান নাই তিল রাখিবার !

গৌড়ে। কার কথা দরবেশ ?
দেখেছ কি তাঁরে ? রামকেলি গ্রামে—
গৈরিক বসন প'রে ?

ফকি। দেখিয়াছি নরনাথ ! দেখিয়াছি তাঁরে,

এ মর মরুর পারে—
মানবের কল্পবৃক্ষে ফুটন্ত কুসুম!
কি মধুর উপদেশ! কিবা আচরণ!
জ্ঞানে প্রেমে মাখামাখি
সৌন্দর্য্য সাগরে!
একাধারে এ পূর্ণ বিকাশ,
জানেনাক ইতিহাস,
কোন দিন হেন বিমিশ্রণ,
দেখে নাই কেহ হে রাজন্!
হিন্দু মুসলমান, নাহি ভেদজ্ঞান,
পাপ পুণ্য জ্ঞান শূন্য,
হরিনাম মুখে যে যায় সম্মুখে
দেয় তারে হাসিমুখে প্রেম আলিঙ্গন।
নেহারি শ্রীমুখে শত আশা জাগে বুকে,
মনে হয়, মিলনের মন্ত্র যেন
দাঁড়ায়ে সে মাঝখানে;
কি এক অমৃত ধারা—
হৃদয় উজ্জ্বল করা

ঢেলে দেয় মানবের
সন্তাপিত মৃত প্রাণে।
সহস্র নূতন আশা
জেগে উঠে একে একে ;
সহস্র পুরাণ স্মৃতি
নেমে যায় মাথা থেকে।
ম্লেচ্ছ ও কাফের বলি থাকে না বিদ্বেষ,
মেশামিশি ঘেসাঘিসি
থাকে না ঘৃণার লেশ।
নেহারি শ্রীমুখে বুঝিয়াছি
একই জননীর বুকে
বর্ত্তমানে আমাদের উভয়ের স্থান,
একই স্তন্যে বিবর্দ্ধিত দুইটি সন্তান—
হিন্দু মুসলমান।
বুঝিয়াছি উভয়ের
একই ফুল একই ফল,
উভয়ের এক নদী—
একই পিপাসার জল ;

নিশ্বাসের একই বায়ু—
উভয়ের প্রাণভরা,
উভয়ের রক্তবিন্দু—
একই উপাদানে গড়া !
উভয়ের একই আলো,—
উভয়ের একই আশা,
একই মারে মা বলিয়া—
উভয়ের ভালবাসা !
বুঝিয়াছি এক সব—
একই পাখী একই ভাবে
উভয়ে শুনায় গান ;
একই বটবৃক্ষ করে উভয়েরে ছায়া দান।
ভিক্ষুকের মুখে চেয়ে
উভয়েই আসে ধেয়ে—
দয়া ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে উভয়ে সমান।
উভয়ের একই আশা,
উভয়ের একই ভাষা—
একই জপ উভয়ের একই ভগবান্ ;

একই নামে অভিরতি
একই প্রেম একই প্রীতি
যাঁহার রচিত বেদ
বুঝিয়াছি তাঁহারই কোরাণ।
বুঝিয়াছি সব এক—
একই বৃক্ষে দুটি ফুল
একেরই পূজার তরে,
ফুটিয়াছে পাশাপাশি
চারিদিক আলো করে।
বুঝিয়াছি এ জগতে
যেই খোদা সেই হরি
সহস্র নামের মাঝে
এ নামও দেওয়া তাঁরি।
বুঝিয়াছি ভিন্নস্থানে
মূর্ত্তি এক — ভিন্ন বেশ !
ইল্‌ইল্লল্লা যেই আল্লা —
সেই এক হৃষীকেশ !
চাহিতে সে মুখ পানে

কত কথা এল মনে,
দূর হ'তে গুরু বলে করিতে প্রণাম—
দেখিলাম ধূলি পরে সুন্দর অক্ষরে
লেখা আছে দীন—অতি দীন
অধমের নাম !
ঊর্দ্ধে অধে লেখা তার
কি অদ্ভূত চমৎকার !
"বৈষ্ণব পাঠান"
মিলনের মন্ত্র এই হিন্দু মুসলমানে,
এই মন্ত্র বিলাইব
তাই রাজা ছুটেছি এখানে।

গৌড়ে। যাঁহার কৃপায় সাধু
পেয়েছ এ নাম, "বৈষ্ণব পাঠান,"
দেখা হ'লে তাঁর পদে জানাইও
হোসেনের সহস্র প্রণাম।
যাও সাধু গৃহে গৃহে
এই মন্ত্র করগে প্রচার,
ভারতের ইতিহাসে

দেখ যদি কভু আসে,
ইহারই সাধন বলে—
হিন্দু মুসলমানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে একাকার।
যাও সভাসদগণ যাও দরবেশ।
(গৌড়েশ্বর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

গৌড়ে। (স্বগত) শুনিলাম ফকিরের মুখে
যাঁর কথা, তিনি মহাজন নাহিক অন্যথা।
নহে ছদ্মবেশী নিশ্চিত সন্ন্যাসী
নাহিক সন্দেহ।
নামেরই প্রচার উদ্দেশ্য তাঁহার—
নাহি ইথে রাজদ্রোহ!
আসিছে কেশব—দেখি সুধাইয়া
কি বলে সে? কি এল দেখিয়া?
(কেশবের প্রবেশ ও প্রণাম)

গৌড়ে। এসেছ কেশব?
শুনেছ কি রামকেলি গ্রামে
কে নাকি এসেছে মত্ত হরিনামে?
বহু লোক সঙ্গে তার

উদ্দেশ্য কি ? রাখ সমাচার ?
কশ। (স্বগত) হিন্দুদ্বেষী ম্লেচ্ছ যবন—
কি জানি কি ঘটাবে বিপদ,
কাজ নাই করি সংগোপন।
(প্রকাশ্যে) এসেছে শুনেছি একজন,
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মাত্র—
অন্য কোন নাহি প্রয়োজন।
গৌড়ে। সত্য যাহা, তুমি তাহা
করিছ গোপন।
যা শুনেছি ফকিরের মুখে
বুঝিয়াছি তাহা থেকে
সে সন্ন্যাসী নহে সাধারণ !
আপনার খেয়ে, লোক আসে ধেয়ে,
যায় আজ্ঞা করিতে পালন,
বুঝিয়াছি নররূপে তিনি নারায়ণ !
যে হন সে হন তিনি—
কর এই কাজ এখনি এখনি !
ত্বরা করি যাও, কোতালে জানাও,

কেহ যেন তাঁরে না করে পীড়ন !
আমার রাজ্যেতে জেন এই স্থির !
হিন্দু মুসলমান, উভয়ে সমান—
পাইবে সম্মান সন্ন্যাসী ফকির !

কেশ। যাই গৌড়েশ্বর !

(প্রণাম ও প্রস্থান)

(সনাতনের প্রবেশ)

গৌড়ে। আসিয়াছ সনাতন ?
করেছ কি দরশন
অদ্ভুত সন্ন্যাসী তারে ?
তোমাদের গ্রামে মত্ত হরিনামে
লক্ষ কোটি লোক সঙ্গে সঙ্গে ফিরে ?
কে সে ? কি তোমার মনে হয় ?
ছদ্মবেশী ? রাজদ্রোহী করি ভয় !

সনা। সুধাইয়া দেখ রাজা আপন হৃদয়—
ছদ্মবেশী কি সন্ন্যাসী ?
শুন আগে প্রাণ যাহা কয়।

গৌড়ে। ঠিক কথা বলিয়াছ সনাতন !

লোকে যাহা বলে, পরস্পর না মিলিলে
আপন হৃদয়, যাহা যাহা কয়
সত্য বলি করি মোরা তাহাই গ্রহণ।
নহে এ সামান্য নর, এই মনে লয় ;
হৃদয়কে শুধালেও সেও তাই কয়।
আপনার খেয়ে মন্ত্রীবর,
করে নর নাহার সেবন,
বুঝিয়াছি নর দেহে
ঠিক তিনি—হিন্দু যাঁরে কহে নারায়ণ।

সনা। ধন্য তুমি ! ধন্য গৌড়েশ্বর !
অসঙ্কোচে প্রকাশিলে আপন অন্তর।

হোসে। দেখেছি ভাবিয়া—
হিন্দু শাস্ত্রে যাহা কহে
কিছু যেন মিথ্যা নহে,
হিন্দু শাস্ত্রে এক বাক্যে মানে অবতার
অনন্ত শক্তি যার কি অসাধ্য তাঁর ?
পিতা কেন না আসিতে পারে—
আসে যদি পুত্র পীর প্যাগম্বর !

সনা। "তোমারে যে রাজ্য দিলা
যে তোমার গোঁসাইয়া,
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে
জন্মিল আসিয়া ;
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়,
ইহঁার আশীর্ব্বাদে তোমার
সর্ব্বত্রেতে জয়।
মোরে কেন সুধাও ?
তুমি সুধাও আপন মন,
তুমি নারায়ণ হও বিষ্ণু অংশ সম।
তোমার চিত্তে শ্রীচৈতন্য
যাহা হয় জ্ঞান,
তোমার চিত্তে যেই হয়
সেই ত প্রমাণ।"
হোসে। কি বলিব সনাতন,
উড়িষ্যার শত শত দেব মূর্ত্তি
করেছি চূর্ণন ;—
দেখিয়াছি সহস্র সন্ন্যাসী,

কিন্তু চৈতন্যের নাম কি যে ভালবাসি,
করে যেন চিত্ত মোর সেই মনোচোর
সজোরেতে আকর্ষণ।
মনে বলে এ সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বর—
আমি যেন তাঁহার কিঙ্কর।

সনা। বড় ভাগ্য! বড় ভাগ্য!
তব গৌড়েশ্বর!
বুঝিয়াছ তাঁহারই প্রসাদে—
কে ইনি, তুমি কেন তাঁহার কিঙ্কর।

হোসে। যাও যদি সনাতন
করিবারে তাঁরে কোনদিন দরশন,—
জানাইও শ্রীগৌরাঙ্গে অশেষ প্রণাম,
এন তাঁর আশীর্ব্বাদ,
পূরে যেন মনোসাধ।

সনা। যে আজ্ঞা রাজন্। (প্রস্থান)

হোসে। আমি রাজা কাষ্ঠ সিহাসনে,
রাজা সেই, রাজা যেই মানবের প্রাণে!
(প্রস্থান)

রামকেলি গ্রাম

রূপ সনাতন শায়র তীরে মেলা।

(শ্রীগৌরাঙ্গ পুরঃসর বৈষ্ণবগণের সংকীর্ত্তন)

যদি ডাকবে, তবে ডাক তাঁরে ডাকের মত,
যেমন ডেকেছিল অবিরত
তারা নয়ন ধারায় গোকুলে।
ডাক তাঁরে তেমনি ক'রে
যেমন ডেকেছিল কাতর স্বরে
মাতা যশোমতী দিবা রাতি
মন প্রাণ হৃদয় খুলে।
মা হইয়া ডাক তাঁরে,
পিতা নন্দের মত ব্যাকুল অন্তরে
ক্ষীর সর ল'য়ে করে
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ ব'লে।
যদি সাড়া পেতে চাও হিয়ার ধন সে যে,
তাঁকে হিয়ায় তুলে লও;
সুবলের মত (ও) ডাক তাঁরে অবিরত

ডাক তাঁরে সখা (ও প্রাণ সখা) ব'লে
ডাক তাঁরে ডাক ও ভাই
যেমন ডেকেছিল দুঃখিনী রাই
প্রেম উন্মাদিনী আপন ভুলে —
যমুনার কুলে কুলে ।

শ্রীগৌরাঙ্গ। এসেছে এসেছে তারা
যাদের লাগিয়ে ছাড়িয়া নদীয়া,
আসিয়াছি রামকেলি গ্রামে !
দন্তে তৃণ ল'য়ে এসেছে দু ভাই,
যাও হরিদাস যাও হে নিতাই -
আন ডেকে দুই জনে ।

হরিদাস। যে আজ্ঞা ঠাকুর ।
(গমনোদ্যোগ)

[রূপ ও সনাতনের প্রবেশ]

রূপ ও সনাতন। দয়া কর দয়াময় !
ধর মাথে শ্রীচরণ,

অধম পতিত মোরা প্রেমহীন অকিঞ্চন !
মোরা প্রেম হীন অকিঞ্চন —
ওগো মোরা — ওগো মোরা —(ক্রন্দন)

শ্রীগৌরাঙ্গ । কর দৈন্য ত্যাগ রূপ সনাতন,
দেখিয়া দুভাই বুক ফেটে যায় —
শুনিয়া ও কাতর ক্রন্দন ।
উঠ উঠ ছাড়িয়া চরণ !
দাও আলিঙ্গন !

সনা । "জয় জয় শ্রীচৈতন্য দয়াময় ।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ ।
তোমার আগে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥
পতিত তারিতে প্রভো তোমার অবতার ।
আমা বই জগতে পতিত নাই আর ॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার ।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নাহিল তোমার ॥
ব্রাহ্মণ জাতিতে তারা নবদ্বীপে ঘর ।

নীচ সেবা নাহি করে, নহে নীচের কুর্পর ॥
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥
তোমার নাম লয়ে করে তোমার নিন্দন
সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ ॥
জগাই মাধাই হইতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী মোরা দুই জন ॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিত পাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে যে সফল ॥
সত্য এক কথা বলি শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয় ॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল

অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥
আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাও ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে যায় করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উপজে অন্তরে॥
ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ॥" (পাদস্পর্শ)

রূপ। "ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ,
প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিক-নিত্য-কিঙ্করঃ,
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথ জীবিতম্॥"(পাদস্পর্শ)

শ্রীচৈতন্য। (উভয়কে উঠাইয়া)
"সাকর মল্লিক শুন শুন দবীরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হ'তে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥

দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বার বার।
সেই পত্রদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রী দ্বারে।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক কহি বারে বারে॥
গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহে দেখিতে মোর হেথা আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে॥
ভাল হইল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার॥"
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর॥
আশীর্ব্বাদ কর মোর রূপ সনাতনে।
সবে কৃপা করি উদ্ধার দুইজনে॥

(দুই ভ্রাতার শিরস্পর্শ)

(ভক্তগণের চরণে রূপ সনাতনের প্রণাম)

হরিদাস। তুমি যারে ক'রেছ করুণা,
তাহার উদ্ধারে প্রভো আছে কি ভাবনা?
শ্রীবাস। ধন্য রূপ সনাতন ধন্য দুই ভাই!
বহু পুণ্য ফলে আজ পাইলে গোঁসাই।
গদাধর। সবে হরিধ্বনি কর আনন্দিত মনে,
প্রভুর করুণা আজ রূপ সনাতনে।
(হরিধ্বনি)

রূপ। যাই তবে যাই ঘরে,
মনে যেন থাকে এ কিঙ্করে।
সনা। (প্রভুকে সম্বোধন করিয়া জোড়হস্তে)
দাসের এ সকাতর নিবেদন
এখানে এ ভাবে থাকা নাহি প্রয়োজন
সুবুদ্ধির মুখে দিতে পারে যারা
অস্পৃশ্য উচ্ছিষ্ট জল!
তাহাদের হতে দূরে থাকা
নিশ্চয় মঙ্গল।
"ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥

তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥"
শ্রীচৈতন্য। ঠিক কথা বলিয়াছ সনাতন!
যে উদ্দেশ্যে হেথা আসা
হয়েছে পূরণ,
কালই আমি হেথা হ'তে করিব গমন।
(সকলকে প্রণাম করিয়া রূপ ও সনাতনের প্রস্থান)

— ❋❋❋ —

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশী—দশাশ্বমেধ ঘাট।

সুবুদ্ধিরায়।

জীবন ত্যজিতে পারি অবহেলে—
গঙ্গাজলে,
কিন্তু যবনের জল লাগিয়াছে মুখে,
প্রায়শ্চিত্ত করা চাই এ মহাপাপের।
উচ্ছিষ্ট সে জল নিশ্চয়ই লেগেছে গায়ে
ইচ্ছা ক'রে দিল কি ছিটায়ে?
তাই হবে ঠিক! কি কাজ সন্দেহে?
অহো! অভক্ষ্য আহার করে তারা—
করুক তা যাহার যা অভিরুচি;
কিন্তু গাভীমাতা—
ভারতের—আর্য্য ঋষিদের ধন রত্ন,
দরিদ্রের এক মাত্র ত্রাতা—

আমাদের শৈশবের প্রতিপালয়িতা,
এক মুষ্টি তৃণ পেয়ে তাতেই সন্তোষ!
দেবী ভগবতী, কিছুতেই নাহি রোষ,—
তার মাংস করিয়া ভোজন
হয় যারা আনন্দে বিহ্বল,
তাহাদের মুখস্পৃষ্ট অপবিত্র জল
আনিয়াছে মুখে, দুষ্ট যেই কর্ম্ম ফল
সেই কর্ম্মফলভোগ্য এ পাপ শরীর
চাহে প্রায়শ্চিত্ত,
প্রায়শ্চিত্ত করা চাই—এ মহাপাপের!
কিন্তু কি সে বিধি কাহারে সুধাই?
কোথায় বা যাই?
আসিছেন অধ্যাপক বিজ্ঞজন—
স্নান পূজা করি সমাপন;
ইঁহাদের ক'রে দেখি নিবেদন।

(ব্রাহ্মণ গণের প্রবেশ)

ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট জল লাগিয়াছে মুখে,
বলুন বিচারি,

দয়াকরি আপনারা মহাশয়,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাহা হয় !
ঘুরিয়াছি দেশে দেশে
কত শত তীর্থে—
শান্তিহারা চিত্তে—
কিন্তু হল একি দায় !
কিছুতেই ঘুচে না সংশয় !

১ম। ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট জল লাগিয়াছে মুখে ?
সর্ব্বনাশ ! লাগিবে বাতাস !
দূর হও ! এস না সম্মুখে !
(সুবুদ্ধির পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়ান)
(ব্রাহ্মণগণের মুখ ফিরান)
ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট জল লাগিয়াছে মুখে
বলেছিত এসনা সম্মুখে।

(পুনঃ পুনঃ এইরূপ করা শেষে সুবুদ্ধির প্রণামি স্বরূপ কিছু কিছু ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেকের হস্তে দেওয়া ব্রাহ্মণগণ মুখ চাওয়া চাহি করিয়া হাসিয়া)

১ম। বেশ ! বেশ !
এস কাছে, কি নাম তোমার ভাই ?

সুবুদ্ধি। হতভাগ্য অধম সুবুদ্ধি রায়।
১ম। কি বলিলে রায়?
সুবু। ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট জল লাগিয়াছে মুখে--
১ম। বেশ কথা!
প্রাণত্যাগ করে ফেল কোন ভয় নাই--
প্রাণত্যাগ হলে পরে পাইবে নিষ্কৃতি।
২য়। তুষানল করে মরা শাস্ত্রের যুকৃতি।
৩য়। তপ্ত ঘৃত পান করা হবে সুখকর।
৪র্থ। কাঞ্চনের বিনিময়ে রাখ কলেবর—
আনা দুই সোনা·তুমি
দাও যদি মোরে—
প্রায়শ্চিত্ত করে দিব মনুর বিচারে।
৫ম। স্বর্ণদান এই বেশ—এই কথা শেষ—
১ম। ধন রত্ন দাসদাসী
আনিয়া এ বারাণসী
কন্যা পরিবার
সুবুদ্ধি তোমার
দান করি একে একে এই কয়জনে—

পণ্ডিত ব্রাহ্মণে—
কে কি লবে বল এ সময় !
কোন কথা রেখ নাক মনে !
১ম। আমি লব পরিবার—
২য়। কন্যা আমি তার—
৩য়। তপ্ত ঘৃত আগুনের মত
পান করে দফা রফা
ব্যবস্থা আমার !
কন্যা দিব—ছাই দিব !
১ম। নাহি দাও দাও পরিবার !
৪র্থ। কিছুই দিব না মূর্খ, সব লব আমি তার !
স্বর্ণদান জান নাকি ব্যবস্থা আমার ?
২য়। বেঁচে থাকে যদি রায়
কন্যা পাবে চু চু পাবে,
চু চু পাবে পাবে ভস্ম ছাই।
তাইতে ত তুষানল—
২য়। তাইতে ত তপ্ত ঘৃত—
৪র্থ। তাইত ! তাইত ! মরে যদি পরিবার ?

সতীদাহ রয়েছে প্রচার—
লব আমি ধন রত্ন সব—
লব আমি কন্যা লব আমি দাসী
৫ম [illegible]না না ভাই কেন কর ভুয়ো তর্ক—
এক জন কেন হবে সর্ব্বগ্রাসী ?
ভাগাভাগি কর সব
চুল চিড়ে কর ভাগ—
কন্যা পরিবার দাস দাসী
ধন রত্ন রাশি রাশি
১ম। বেশ কথা—
তবে বল পুনরায় থুরি থুরি
ধন রত্ন কন্যা পরিবার দাস দাসী
যাহা আছে—
চুল চিড়ে ভাগাভাগি করি একে একে
দান কর এই কয় জনে—
দরিদ্র ব্রাহ্মণে—
২য়। বড় পুণ্য হবে রায়
দেশ ছাড়ি যাও তুমি পরিয়া কৌপীন

হিল্লী দিল্লী মক্কা যথা অভিরুচি হবে,
যায় নিয়ে যে দিকে নয়ন,
মর গিয়া যেখানে সেখানে,
স্বাধীন জীবন তব স্বাধীন মরণ—
বাধা বিঘ্ন কেহ নাহি দিবে।

৩য়। চল রায়—
বিলম্বেন কিং প্রয়োজন ?

একত্রে। চল—চল—শীঘ্র চল

(টানিয়া লইয়া যাওয়া)

সুবু। উহু ! ছেড়ে দিন ! ছেড়ে দিন !
হাত গেল ! হাত গেল !

(হাত ছাড়িয়া দেওয়া)

আসিছেন গৌর গুণমণি
সুধাব এখনি কি বলেন তিনি,
দান যজ্ঞ হবে তার পরে
আসিবেন আপনারা অস্ত্র শস্ত্র করে !

একত্রে। গৌর গুণমণি ?

তাইত তাইত হে এসে পল এ সময়ে !
টানাটানি হবে শেষ প্রাণ নিয়ে !
কি কাজ হেথায় ? চল সরে যাই
চৈতন্য গোঁসাই—
তার সমকক্ষ নাই—
পণ্ডিতের শিরোমণি !

১ম। প্রবোধের—না না প্রকাশের
২য়। না না প্রবোধের না না—
৩য়। কেন কর ভুয়ো তর্ক উভয়ের।
২য়। উভয়ের সেই বেশ !
৩য়। প্রবোধের প্রকাশের
৫ম। উভয়ের উভয়ের
একত্রে। কুপোকাৎ করেছেন তিনি।

(প্রস্থান)

(শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবেশ)

প্রণাম করিয়া

সুবু। ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট জল লাগিয়াছে মুখে—
শ্রীগৌরাঙ্গ। পাইয়াছি এ সংবাদ

রামকেলি গ্রামে, সনাতন স্থানে

(স্মিতমুখে) বলিয়াছে সনাতন

করেছ কল্পনা তুষানলে ত্যজিবে জীবন।

সুবু। প্রভো ! প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হবে।

হিন্দু আমি—আর্য্যবংশোদ্ভব

প্রাণত্যাগে করি নাক ভয় ;

অচ্ছেদ্য অভেদ্য মানবাত্মা

জানি আমি ইহাও নিশ্চয় ;

জানি আমি জীর্ণ বস্ত্র মানব শরীর ;

প্রভো ! প্রভো ! কি করি কি করি !

প্রাণ মোর বড়ই অস্থির !

যেই কর্ম্মফলে এ দুর্গতি ঘোর.

ঘটিয়াছে মোর

ঘৃণ্য এই কলেবরে,

প্রভো ! প্রভো ! ঘৃণ্য এই কলেবরে

ঘৃণ্য ঘৃণ্য (ক্রন্দন)

শ্রীগৌরাঙ্গ। "বিলাপ সম্বর রায়,

যাও বৃন্দাবন।

নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তব সব দোষ যাবে।
আর নাম করিতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে ॥”
এ সংসারে কৃষ্ণ নাম অমৃত সমান
বাঁচে মরা—শুষ্ক তরু হয় ফলবান্।
পেয়েছ দুর্লভ জন্ম নরজন্ম রায়
সহস্র কর্ত্তব্য তব মুখ পানে চায়;
বিষয়ের মদে হরিধনে ছিলে ভুলে,
হরির চরণ দুটি লও আজ বুকে তুলে।
বিবেকের তুষানল জ্বালি দাও বাসনায়,
পরিতাপ তপ্ত ঘৃত ঢেলে দাও রসনায়,
কর্ত্তব্যের যুপকাষ্ঠে দাও স্বার্থ বলিদান,
“তবাস্মি” এ পূত মন্ত্র
আজ হ’তে কর ধ্যান;
সেবার কাঙ্গাল হয়ে
কার্য্যক্ষেত্র বেছে লও
হরি হরি হরি বলে,
বিপন্নের মুখে চাও!

করি পরিত্যাগ স্বসুখ বাসনা,
কর রায় প্রাণপণে মাতৃভূমি আরাধনা
নর সেবা—পশু সেবা—দেব উপাসনা
প্রায়শ্চিত্ত এর নাম—
এক মাত্র ইহাতেই হয় নর পূর্ণকাম।
সুবু। প্রভো! প্রভো! কর আশীর্ব্বাদ!
বলে দাও দয়া করে
কোথায় যাইলে পরে
পূরে চির তরে অধমের মনোসাধ?
শ্রীগৌরাঙ্গ।
মথুরার পথে গিয়া
কর রায় অবস্থান—
ভাঙ্গা হাড়ি দিয়ে—মনে জেন
মার যজ্ঞ হয় সমাধান।
তুচ্ছ নহে, ঘৃণ্য নহে. মানব জীবন
এ জগতে দীন যারা—
ঘৃণ্য নহে কভু তারা
তারা মহাজন!

আর্য্যদেশে আর্য্য ধর্ম্ম নহে শুধু
পণ্ডিতের তরে—
বেদান্ত, পুরাণ, ন্যায় সাংখ্য বেদগান
কয় জন জানে ? কয় জন পড়ে ?
পড়ে নাক যারা মলিন বসন পরা
অগণ্য অসংখ্য তারা
ভারতের—স্বদেশের প্রাণ—
দাঁড়াইয়া আছে দূরে
ঘৃণ্য তুচ্ছ নীচ চাষা,
শূদ্র ব'লে কিম্বা যারা চিরদিন হতমান।
তাদের সেবায়—দিয়েছি সঁপিয়া কায়
লয়েছি সন্ন্যাস—
তুমি রায় কর সে সেবায়
আজ হ'তে যোগদান !
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও জন্মভূমি পাশ !
দুঃখী নর নারী যত—যে যেখানে আছে,
তোমার কর্ত্তব্য রায়
আজ হ'তে তাহাদের কাছে।

দীন হীন সেবা ভরি নিজ স্কন্ধে লবে,
অমানী হইয়া রায় সবে মান দিবে।
"গ্রাম্যকথা না কহিবে,
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে,
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।"
যাও রায় মথুরার পথে গিয়ে
কর অবস্থান—
ভাঙ্গা হাড়ি দিয়ে
মনে রেখ মার যজ্ঞ হয় সমাধান।

সুবু। শ্রীচরণে দিও স্থান চলিনু বিদায়
লভিয়া এ প্রাণস্পর্শী
উপদেশ মধুময়।

শ্রীগৌরাঙ্গ। যাও রায় হইবে কল্যাণ।

সুবু। সংসারের পরিত্যক্ত
ভাঙ্গা হাড়ি দিয়ে—দেখ প্রভো!
মার যজ্ঞ হয় যেন সমাধান!

(প্রণাম ও প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রিভবন—উদ্যান।

(পদচারণ করিতে করিতে)

রূপ। আর দেরী কেন ?
দাসত্বেতে দিয়া জলাঞ্জলি
আজই রাত্রে হইব বাহির—
প্রাণ মোর বড়ই অস্থির !
"চাকর যে ঘৃণিত সে !
কুকুরের চেয়ে হীন—অতি হীন !"
যে দিন হইতে শুনিয়াছি কাণে,
সেই দিন হ'তে শান্তি নাহি প্রাণে !
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ নেত্রে নিরখিব,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম রসনায় লব !
হরি হরি হরি তুমি বড় দয়াময় !
সংসার বন্ধন মোর কর প্রভো ক্ষয় !
ধন রত্ন দাস দাসী পুত্র পরিবার
দিয়াছ ত দয়াময় যা চাহে সংসার !

কিন্তু আত্মা কেন মোর
ফেলে দীর্ঘশ্বাস ?
কেন আসে এ হৃদয়ে এমন নিরাশ ?
সুবর্ণ শৃঙ্খলে পড়িয়াছি গলে
নিজহস্তে—সাধ করে—
নবাবের হাতে নিজহস্তে দিছি তার মূল—
জানিতেছি যাইতে চাহিলে,
সুদৃঢ় সে ফাঁস টানিবে সবলে !
কারাগারে রাখিবে সে ধরে !
আজ রাত্রে যাব আমি
যা থাকে কপালে !
কর দয়া কর দয়া গুরু কৃপাময়—
গিয়াছ শুনেছি বারাণসী
আমি আজ যাইব নিশ্চয় ।
সনাতন আছে রামকেলি—
তার সাথ হবে না সাক্ষাৎ ;
রেখে যাব মুদিস্থানে
দশ সহস্রক টাকা অতীব গোপনে—

সনাতনে, বন্ধন মোচনে,
হবে ইহা বিশেষ সহায়।
আবশ্যক হ'লে দিবে টাকা গুলি তায়
হরি হরি মঙ্গল আলয়,
দুর্দ্দিন সুদিন হয় তব নাম নিলে
ঘন মেঘ কেটে যায় তুমি সাড়া দিলে
তুমি প্রভো একমাত্র বিপদে সহায়।
ডাকিছেন আপনি গোঁসাই
আর দেরী কেন—যাই যাই।
(রূপের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মথুরার রাজপথ।

(কাষ্ঠের বোঝা মস্তকে সুবুদ্ধিরায়)

সুবু। সেই একদিন—আর এই একদিন !
দ্বাদশ হাজার সৈন্য হুকুমে আমার
থাকিত প্রস্তুত সদা—

পারিত ঢালিয়া দিতে আপনার প্রাণে
সামান্য ইঙ্গিতে মোর, চাহি মুখপানে।
গৌড়ের সিংহাসন
ভাঙ্গা গড়া ছিল হাত;
ধন রত্ন রাশি রাশি
হাতী ঘোড়া দাস দাসী
সেবিত আমারে দিনরাত;
কিন্তু সেই একদিন আর এই একদিন!
কাষ্ঠ-বোঝা শিরে করি,
রাজপথে করি ফেরি—
সহস্র মুদ্রার স্থানে, গুরুতর পরিশ্রমে,
এক আনা দেড় আনা করি উপার্জ্জন—
এক পয়সার চানা কোনদিন খাই,
কোন দিন, তাও নাই!
কিন্তু কোথা হ'তে এত বল—
এ শরীরে করে আগমন?
কোথা হ'তে এ উৎসাহ—
সুখের এ প্রস্রবণ?

লক্ষাধিক মুদ্রা করি বিতরণ
যে আনন্দ হয় নাই, কোন দিন মোর—
একি চমৎকার! পাঁচ পয়সার
দীন সেবা করে মোরে
আনন্দে বিভোর!
দুগ্ধ ঘৃত সেবা করে
হয়নি যা এ শরীরে—
কেন হয় ইহা?
কোথা হ'তে আসে এত বল?
কর্ত্তব্যের নামে—কোথা হ'তে নামে
তড়িৎ প্রবাহ প্রাণে অবিরল?
দ্বাদশ সহস্র সৈন্য খাটিত হুকুমে—
কোটি কোটি রক্তবিন্দু সেই স্থানে—
সৈনিকের বেশে
ছুটে আসে, কর্ত্তব্যের নামে!
যে ভার লয়েছি স্কন্ধে
করিব তা অবশ্য পূরণ!
যায় দেহ যাক্! থাকে দেহ থাক্!

মূলমন্ত্র নিরম্ভ সেবন !
তোমারি এ খেলা বুঝিয়াছি ভগবান্ !
সংসারের পরিত্যক্ত
ভাঙ্গা হাড়ি জড় করে,
কর তুমি কর তুমি প্রভো !
মহাযজ্ঞ—মাতৃপূজা—
দেশহিত সমাধান !

গীত।

জপ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে
সেই আমার প্রাণ ॥

সুবু। কে তুমি পথের ধারে
ঘুমাতেছ অকাতরে ঘুম নহে—
আহা ! আহা ! পীড়িত !
বঙ্গীয় বৈষ্ণব—আহা পদতল
কি ক্ষত বিক্ষত !

জপ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি

এস পৃষ্ঠে মোর নিয়ে যাই
গৌরাঙ্গ নিবাস—
কাষ্ঠ বোঝা শিরে দেখে
কর নাক কোন ত্রাস !
জপ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি
ধর গলা দুই হাত দিয়ে—
দুই মণ কাষ্ঠ যেতে পারি নিয়ে
যাব নিয়ে হেসে হেসে
এই শুষ্ক দেহ, তাতে কি সন্দেহ ?
এই দেখ নিয়ে যাই অনায়াসে !
(পথিককে পৃষ্ঠে করিয়া)
জপ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি
রূপ। কে তুমি সন্ন্যাসী সদাশয় ?
দেহ পরিচয়, সুবুদ্ধির মত যেন
গলা লাগে চেন চেন—
সুবুদ্ধি কি বেঁচে আছে ?
তপ্ত ঘৃত পান, করিয়া সে প্রাণ
শুনিয়াছি ছেড়ে গেছে।

সুবু। কে তুমি বৈষ্ণব ? চেন কি তাহারে ?
রূপ। চিনিয়াছি ভাই ! তুমিই সুবুদ্ধি রায় !
চিনিয়াছি সুমধুর কণ্ঠস্বরে।
সুবু। রূপ ! রূপ ! ভাই !
থাক পৃষ্ঠে নেমে কাজ নাই !
কেন এই বৈরাগ্যের বেশ ?
নেম না—নেম না—এই আসিয়াছি
ওই শেষ !
শোয়াইয়া দিই এই শয্যাপরে—
ধুয়ে দিই পদতল !
রূপ। দাও ভাই ! দাও ভাই !
উঠিব যে নাই বল।
সুবু। বংশী ! বংশী !
শীঘ্র করে নিয়ে এস ঈষদুষ্ণ জল
বংশী। যাই—প্রভো !
সুবু। একটু গরম দুধ—
(নেপথ্যে) দুধ ছাড়া—
রাখিয়াছি সকলই প্রস্তুত।

(বংশীর প্রবেশ)

বংশী। এই আনিয়াছি ঈষদুষ্ণ জল—
আমিই দিতেছি ধুয়ে পদতল।

(উভয়ে পদতল ধৌত করা)

সুবু। চল নিয়ে আসি দুধ
আর দেখি পাই যদি কিছু ফল!
ভজ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে

(প্রস্থান)

বংশী। (স্বগত)
দুই দিন হয়নি আহার,
মুখ খানি হয়েছে মলিন—
লয়ে সেবা ভার
আহা! ছুটাছুটি নিশি দিন
ধন্য সাধু জীবন তোমার!
ধন্য গুরু এ আদেশ যাঁর
নরসেবা জীবসেবা বড়ই কঠিন!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য ।

গৌরাঙ্গ নিবাস ।

(সুবুদ্ধি ও রূপ)

রূপ । চরণের ক্ষত গিয়াছে শুকায়ে
দেহ মোর হয়েছে সুস্থির
আর কেন দেরী করি
নিরখিয়া ব্রজপুরী,
প্রভুর দর্শনে হইব বাহির ।
আসে যদি সনাতন দেখাইও বৃন্দাবন
বল তারে মোর বিবরণ ;
বিশেষতঃ এই পত্রখানি
করিয়া গোপন—ঈশানের কাছে
যত শীঘ্র পার করিও প্রেরণ ।
আমি আসিয়াছি আগে,
পত্র পেলে আসিবেক সনাতন ।
সুবু । সকলেই আসে যদি সন্ন্যাস লইয়া

কে দেখিবে পরিজন রূপ ?
রাজকার্য্য যাইবে বহিয়া !

রূপ। রাজকার্য্য দাসত্বের ফাঁস
মানুষের করে সর্ব্বনাশ !

সুবু। না না—রাজকার্য্য সেত রূপ !
আমাদেরই স্বদেশের কাজ !
নামে রাজা গৌড়েশ্বর —
নামমাত্র আমরা কিঙ্কর
আমাদেরই এ হিন্দু সমাজ !
আমরাই ভাই ভাই—
আগুলিয়া সব ঠাঁই,
দেশের শাসন, সৈনিক চালন,
শিক্ষা, শিল্প, সন্ধি, আয়, ব্যয়, কর,
মোদের উপর সকলই নির্ভর—
রাজা সেত নামমাত্র—
ফুলের মত মাতৃভূমি সাজাবার তরে ;
আইন্ কানন, নামে ভাঙ্গে গড়ে ;
প্রকৃত যা করে,. বিলাসের ক্রোড়ে,

অকাতরে নাসিকা গর্জ্জন।
আমরাই করি বিচার আচার,
আমরাই সব নিদ্রিত রাজার—
আমি আসিয়াছি চলে,
তোমরাও এলে,
হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুনারী, হিন্দু দেবতার,
কে লবে রক্ষার ভার?
বৈরাগ্যের ধর্ম্ম নহে সবাকার
এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
ধর্ম্মে ধর্ম্মে — এই সংঘর্ষণে!
এই দুরন্ত তুফানে
তোমাদের মত, পরিপক্ক, চাই কর্ণধার!
রূপ! সনাতনে আসিতে লিখনা আর।
রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড চাহে রাণী
তুমি দিলা উপদেশ
মুখে দিলা করঙ্গের পানি,
চাহিলাম প্রায়শ্চিত্ত,
দেখাইল তপ্ত ঘৃত,

ত্যজিব পরাণি,
এমন সময় এই অসময়—
এল গৌর গুণমণি,
পণ্ডিতের শিরোমণি,
কৃপাসিন্ধু গুরু মোর—
হরিনাম দিলা উপদেশ,
কর্ত্তব্যের পথে করিনু প্রবেশ।
বিস্তৃত এ কর্ম্মক্ষেত্র—
করিলাম নয়ন গোচর ;
চাহি মাতৃভূমি মুখে,
নরসেবা লয়ে বুকে,
আজ আমি ভাসি সুখে,
পাইয়াছি তোমা হ'তে, তাঁহা হ'তে,
নূতন আলোক।
তাই বলে চাই মন্ত্রী, চাই কর্ম্মচারী,
স্বদেশ প্রেমিক—নর নারী,
তোমাদের মত বুদ্ধিমান
প্রধান প্রধান—রাজকার্য্যে

ধার্ম্মিক স্বদেশহিতৈষী লোক।
তার সঙ্গে—চাই গুরু—
গৌরাঙ্গের মত!
এ ঘোর দুর্দ্দিনে, যার শিক্ষা গুণে—
নিষ্ক্রিয় এ দেশ হবে জাগরিত!

রূপ। তুমি ভাই পাইয়াছ যে কর্ত্তব্য ভার
প্রাণ চাহে—লভিবারে
এই মর মরু পারে—
সেই সেই কৃপাবিন্দু—
সেই অমৃতের সিন্ধু—
কর্ত্তব্যের সেই—সেই শুভ সমাচার।
কোটি কোটি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী—
ধ্রুবতারা ভারত আকাশে,
মধ্যকেন্দ্রে তার অমৃত আধার
শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণিমার শশী—
হরিনাম মুখে, জীবসেবা বুকে,
ডাঙ্গা ডহর একাকার!
হিন্দু মুসলমান নাহি ভেদজ্ঞান,

দ্বিজ শূদ্র সম ব্যবহার ;
মাতৃভূমি—বিশাল ভারত
চান যাহা ঠিক ইহা,
এই যুগধর্ম্মে, এই সেবা কর্ম্মে—
যোগদানে কেন অন্য মত ?
ভারতের রাজা দুই জন—
আইনের রাজা গৌড়েশ্বর—
কিম্বা আকব্বর—
শোণিতে শাস্তিতে মিশায় শাসন—
হৃদয়ের রাজা গৌরাঙ্গ সুন্দর
শোণিতের স্থানে, প্রেমামৃত দানে,
শান্তিময় করে ত্রিভুবন।

সুবু। তবে যাও ভাই—কোন বাধা নাই !
যেখানে রাখেন তিনি—
বুঝিয়াছি তোমাদের
আছে অন্য কাজ—
রূপ সনাতনে চান মাতৃভূমি !

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্ত্রিভবন।

সনা। একি পত্র লিখিয়াছে রূপ
হেঁয়ালি ভাষায়—
'যরী রলা ইয়ং নয়'
এ শ্লোক কোথায়!
'যরী রলা ইয়ং নয়'
অর্থ নাহি এর—
বুঝিয়াছি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ইহা
আছে ঘোর ফের।
হয় যদি সাঙ্কেতিক,
কি এ হতে পারে?
ওহো! ঠিক! ঠিক!
আদ্যবর্ণে শেষবর্ণে এই সাঙ্কেতিক।
'যরী রলা ইয়ং নয়' চারিটি চরণ—
কোন্ শ্লোকে হয় না স্মরণ!
হাঁ হাঁ পড়িয়াছে মনে

আছে শ্লোক চারিটি চরণে—
"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোঽত্তর কোশলা
ইত্থং বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ।"
কোথা সেই যদুপতি
সেবিত মথুরাপুরী ?
কোথা গেল রঘুপতি
প্রিয় অযোধ্যা নগরী ?
সকলি চলিয়া যায় কাল সিন্ধুনীরে ;
অনিত্য আশ্রয় করি
কেন আর ডুবে মরি
স্মরি হরি—যাই তাঁর ক্রোড়ে ।
ঠিক কথা ! ঠিক কথা !
লিখিয়াছ ভাই !
পদ্ম পত্র জল জীবন চঞ্চল
আজ আছি কাল নাই !
যাই আর বিলম্বে কি আছে প্রয়োজন ?

আজ আছি, কাল না থাকিতে পারে
এ জীবন।
দাসত্বের ফাঁস এ কর্ম্মবন্ধন—
ছিঁড়ে ফেলি যাই চলি—
প্রভু পদ করিতে দর্শন।
কর দয়া কর দয়া করুণা আধার!
নবাব থাকিতে পারিব না যেতে
দয়া করে কর হরি বিহিত ইহার!

গীত।

ক্ষণস্থায়ী সুখ লাগি
আর করিব না আকিঞ্চন
আজ ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর মোহঘোর
অচেতন হয়েছে চেতন।
অনিত্যকে বুকে করি
ভুলিয়া ছিলাম হরি
ছি ছি মোরা লাজে মরি
বৃথা গেল এ জীবন।

ছেলে বেলা মিছে খেলা
খেলিয়াছি অনুক্ষণ
শৈশব হ'য়েছে গত
গত হয় এ যৌবন।
রক্ত মাংস বুকে করি
রক্ত মাংসে গড়াগড়ি
এস ইহা পরিহরি
যাই কামহীন বৃন্দাবন।
সেথা গেলে জুড়াইবে
তাপিত জীবন
দিবে দরশন মদনমোহন।

— ॐ —

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়েশ্বরের নিভৃত কক্ষ।

গৌড়ে। তিন দিন হ'ল আজ
আসে নাই সনাতন
বিশৃঙ্খল—সব বিশৃঙ্খল—
বিনা সেই একজন।
বাম হস্ত ছিল রূপ, গিয়াছে চলিয়া
ডান হস্ত সনাতন—সে না এলে
রাজকার্য্য করি কি লইয়া ?
(উড়িষ্যার দূতের প্রবেশ)
কি সংবাদ দূত !
উড়িষ্যার প্রজারা কি
দিতেছে খাজানা ?
শ্রীকান্ত কোথায় ?
কিহ'ল সে পরয়ানা ?

কহ দূত সত্য কথা !

দূত। কি কহিব মহারাজ দুঃখের বারতা !
উড়িষ্যার রাজা আপনার প্রজা
একযোগে করিয়াছে বিদ্রোহ ঘোষণা।
শ্রীকান্তকে রাখিয়াছে ধরে
পুরীর মন্দিরে—পাঠায়েছে রাজপুরে
বিংশতি সহস্র সেনা,
এই পত্রে—যাবে সব জানা।

গৌড়ে। (পত্র পড়িতে পড়িতে)
যাও দূত, শীঘ্র করে ডাক সনাতনে,
আসে কি না আসে,
জেনে এস, কেন নাহি আসে—
কি কারণে ?

(দূতের প্রস্থান)

উড়িষ্যার রাজা—কাফের দুর্ম্মতি
জানে না জানে না পাপী
হবে শেষে কি ঘোর দুর্গতি।
আমার কৃপায় বসেছে সে সিংহাসনে

ভুলে গেছে—সব
কাফের—কাফের এক দিনে।
বিংশতি সহস্র সেনা কাফের দুর্ম্মতি,
মারি মুখে তার বিংশতি সহস্র লাথি।
(পুনরায় পত্রপাঠ)
(দূতের প্রবেশ)

গৌড়ে। কই কি বলিল সনাতন?

দূত। শরীর অসুস্থ—
না আসার ইহাই কারণ।

গৌড়ে। শরীর অসুস্থ—সত্য কি না
পাঠাইয়া দাও চিকিৎসক এক জনা,
দেখিয়া তাহারে
আসে যেন এইখানে ফিরে।

দূত। যাই অন্নদাতা।

(দূতের প্রস্থান)

গৌড়ে। সত্যই কি সনাতন বড়ই পীড়িত?
তিন দিন তাই আসে নাই।
না না প্রতারণা।

সম্পূর্ণ অসত্য !
আর কিছু—আর কিছু—
আছে অভিপ্রায় !
চলে গেছে রূপ ফকিরী লইয়া,
তাই প্রাণ তার হয়েছে আকুল ?
আহা ! দুটি ভাই এক বৃন্তে
ছিল দুটি ফুল !
তার জন্য বিষাদিত হতে পারে হিয়া।
রূপ গেল যে শুনিল
সেইত করিল হাহাকার ;
বেগমের আঁখি নীর হইল বাহির
ছিল রূপ গুরু যেন তার।
ফকিরী লইল—বেশ হ'ল
কিন্তু কেন চলে গেল দূর দেশে—
থাকে যদি লোক—তাহার মতন
বুদ্ধিমান—বিচক্ষণ—
দরবেশ বেশে আপনার দেশে,
আপনার গ্রামে—

কত উপকার অকাতরে
করিতে সে পারে স্বার্থশূন্য প্রাণে—
(চিকিৎসকের প্রবেশ)
কি দেখিলে—কি বলিল।

চিকি। দেখিলাম নরনাথ,
সাধু বৈষ্ণবের সাথ
করিতেছে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ,
শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ—
বলিলাম—সুধাইলে গৌড়েশ্বর
কি দিব উত্তর ?
বলিলেন—"জানাইও নিবেদন
শরীর অসুস্থ নহে বড়ই অসুস্থ মন ;"
অসমর্থ রাজকার্য্যে চাহেন বিদায়,
আপনার ঠাঁই;
যা বলিলা রাজমন্ত্রী করিলাম নিবেদন।
(প্রস্থান)

গৌড়ে। এই কি করিতে হয়—
সনাতন এ সময়—

এই কি সে ধর্ম্ম আচরণ ?
যাব আমি নিজে বুঝাইব তারে ;
আমি গেলে দেখি দেখি
সে কি করে ?
কেমন করিয়া থাকে ঘরে ?
মিথ্যাবাদী নহে সনাতন,
মনোভাব করিবে না
কখনও গোপন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রিভবন।

(শরীররক্ষক সৈন্যসহ রাজার প্রবেশ)

(শাস্ত্রপাঠে নিযুক্ত সনাতনের অভ্যর্থনা ও আসন প্রদান)

গৌড়ে। গিয়াছে চলিয়া রূপ—
তুমি যদি থাক ঘরে করিয়া শয়ন,

রাজকার্য্য করি অবহেলা,
বল সনাতন ! কি করে একলা
করি এই সুবিশাল রাজ্যের শাসন ?
পুরন্দর আছে, বৃদ্ধ হয়ে গেছে,
বুদ্ধিতেও নহে বিচক্ষণ—
নিজ সহোদর, শ্রীকান্ত উপর,
করিল নির্ভর উড়িষ্যার কর,
শুনিল না তোমার বারণ—
কি ফল ফলিল—তারপর ?
আরম্ভ করিল কান্ত প্রজার পীড়ন,
রাজস্বের এক কড়ি আদায় না হ'ল,
প্রজাপুঞ্জ দল বাঁধি তাহারে ধরিল—
রাখিয়াছে কারাবদ্ধ পুরীর মন্দিরে ;
উড়িষ্যার রাজা দুর্বুদ্ধি কাফের
তাতে সহায়তা করে,
পাঠায়েছে যুদ্ধ হেতু
বিংশতি সহস্র সেনা—
দখল করেছে তারা সকল পরগণা।

যুদ্ধ অনিবার্য্য ! ভেবেছিনু মনে,
যে কদিন বেঁচে থাকি,
হিন্দু মুসলমান, করিয়া সমান,
সমান চক্ষেতে দেখি—
বিদেশীর মত এই দেশ আর
না করি শাসন,
ভাবিব স্বদেশ, যতদিন এ জীবন।
বিধি তাহে হ'ল বাম !
অনিবার্য্য উড়িষ্যা সংগ্রাম !
চাহে বসুন্ধরা, কাফের রক্তধারা—
চাহে অসি---হিন্দুরক্তে নদী বহে যাবে
উড়িষ্যা পুরিবে হাহাকার রবে !
বিধাতার ইচ্ছা—
হিন্দুর মন্দির—হিন্দুর রুধির—
মাখামাখি ধূলায় মিশাবে !
তুমি যদি চলে যাও সনাতন !
নিশ্চয় জানিও
অনিবার্য্য উড়িষ্যার রণ !

তোমারই ত মাতৃভূমি—
তোমাদেরই ত এই দেশ !
রক্ষা কর প্রজাপুঞ্জ হবে সুরক্ষিত—
না করিতে চাও
কণ্ঠ হ'তে বহিবে শোণিত।
ধরিলেই তরবার
রাজদ্রোহী যাবে ছারখার !
হিতে হবে বিপরীত !
আমি রাজা—রাজ্যরক্ষা আমার উচিত।
চলিয়া গিয়াছে রূপ ফকিরী লইয়া—
তুমি আছ ঘরে বসে নয়ন মুদিয়া !

সনা। কি করিব গৌড়েশ্বর !
শুন নিবেদন—
প্রাণ যাহা নাহি চাহে
কেমনে রহিব তাহে
চিরলিপ্ত দাসের মতন ?
উড়িষ্যার রণ হ'বে নিবারণ—
শ্রীকান্তের স্থানে, নিবেদন শ্রীচরণে,

এখনও পাঠান অন্য কোন
সুবিশ্বাসী বিজ্ঞ জন।
শ্রীকান্তের দোষে
প্রজারা উঠিছে ক্ষেপে—
নির্যাতন, নির্যাতন—শত নির্যাতন
পশু নহে, গরু ঘোড়া নহে
মানুষ ত—কতদিন রাখে চেপে ?
গৌড়ে। বলিতেছ বিজ্ঞ জন চাই—
বিজ্ঞ জন পাইব কোথায় ?
সব স্বার্থপর পুরন্দরও তাই—
সহোদর সহোদর করিছে সদাই ;
সতত ভাবিছে মনে,
কি করিয়া তার স্থানে,
সহোদরে বসাইবে মন্ত্রীর আসনে ;
তোমা ছাড়া বিজ্ঞ জন
বল বল সনাতন !
আর আমি পাইব কোথায় ?
যা করিতে হয়—তাই কর !

হাতে ধরি মন্ত্রিবর !
কর কর তাহার উপায় !
সনা। মহারাজ করিয়াছি নিবেদন—
ক্ষমা কর অপরাধ মম
রাজকার্য্যে অসমর্থ দাস সনাতন।
গৌড়ে। অসমর্থ—তিন দিন—
এ কি মিথ্যা কথা নয় ?
বুঝিলাম সনাতন ইচ্ছা তব
রাজ্য মোর যাতে ধ্বংস হয়।
ভেবে দেখ মন্ত্রি ! দিনেকের তরে
দিই নাই বাধা ধর্ম্মে কর্ম্মে তোমাদের ;
কিন্তু এই কি সে প্রতি উপকার ?
রাজকার্য্য করি অবহেলা
চলে গেল রূপ, চলে যাবে তুমি,
রাজকার্য্য নহে কি তা
ধর্ম্মের ভিতর ?
নহে কি এ মাতৃভূমি সেবা ?
হিন্দু তুমি, তব হস্তে দিয়াছি ছাড়িয়া,

সমগ্র বঙ্গের সেবা ভার,—
হিন্দু নর নারী, হিন্দু দেবতার,
এ কি ধর্ম্ম নহে সনাতন ?
নরসেবা—দেবসেবা
গো ব্রাহ্মণ মন্দির রক্ষণ !
সতী—হিন্দু নারী
তাহাদের সতীত্ব রক্ষণ
কি আছে ইহার পর
উচ্চ ধর্ম্ম সনাতন ?
বল বল এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
তব মাতৃভূমি কার মুখে চেয়ে আছে ?
আমি রাজা—কাষ্ঠ সিংহাসনে—
তুমি রাজা মানবের প্রাণে !
সেই রাজা যাকে প্রজা
করে পূজা—হৃদয়ের মাঝে ।
তুমি গেলে উদ্ধত পাঠান সেনা—
সিংহবীর্য্য ! কার কথা শুনে,
নতশিরে রবে ? মুগ্ধ হ'বে কার গুণে ?

ধার্ম্মিক সুজন তুমি
বুঝে দেখ কি তব দায়ীত্ব ?
মন্ত্রীত্ব—নহে তা দাসত্ব !
কঠোর দায়ীত্ব—মানবের উচ্চ ধর্ম্ম
যা কিছু এখানে !

সনা। রাজকার্য্য উচ্চ ধর্ম্ম—
কিন্তু গৌড়েশ্বর !
ইহা হ'তে আছে ধর্ম্ম
আরও উচ্চতর।

গৌড়ে। হ'তে পারে সন্ন্যাস গ্রহণ
উচ্চতর ধর্ম্ম সনাতন !
কিন্তু ক্ষুদ্রধর্ম্ম—রাজকর্ম্ম
অবহেলা করা
নহে কি তা পাপের ভিতর ?
পাপ যাহা—অবশ্যই
আছে শাস্তি তার !
রাজাপরাধ পাপ সুনিশ্চয়—
রাজাপরাধ কর নাকি ভয় ?

সনা। রাজ্যেশ্বর স্বাধীন আপনি!
অপরাধ যদি মনে লয়
করিতে পারেন তার দণ্ড
যাহা হয়।

এই কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর কোন উত্তর না করিয়া
সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন, বাহিরে গিয়া
আপন শরীর রক্ষক সৈন্যদিগকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন

গৌড়ে। থাক সবে এই খানে!
মন্ত্রিবর যান যদি কোন স্থানে
সঙ্গে সঙ্গে থেক তাঁর!
একজন ছুটে গিয়া
দিবে মোরে সমাচার!
আমাকেও তাঁর সাথে
হয়ত যাইতে হবে শুনিলে সর্দ্দার!

শরীর রক্ষক সৈন্যগণ।
যো হুকুম খোদাবন্দ।
প্রণাম

(গৌড়েশ্বরের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

দরবার ভবন।

(চিন্তাকুলিত গৌড়েশ্বর)

(কেশবের প্রবেশ)

গৌড়ে। এসেছ কেশব!
বেশ হ'ল! শুন কথা—
সনাতন করিবে না রাজকার্য্য
হেন ইচ্ছা করেছে প্রকাশ—
সনাতনে চাহি আমি;
পার যদি ফিরাইতে মন—
দেখ দেখি করিয়া যতন!

কেশ। যাইতেছি অন্নদাতা!

(পুরন্দরের প্রবেশ)

গৌড়ে। আসিয়াছ পুরন্দর!
শুনিয়াছ কথা?
গেছে রূপ ফকিরী লইয়া
যেতে চায় এবে সনাতন

সন্ন্যাসী হইয়া !

পুর । বৈরাগ্যই ভাবে তারা ধর্ম্মের ভিতর
রাজা বিষ্ণু অংশ—
শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস ।
রাজসেবা—বিষ্ণু সেবা !
রাজ দরশন—বিষ্ণুর চরণ পূজা !
কাজ নাই তবু—তাই
আসি আমি রাজা !
দুই বেলা রাজবাটী
দেখিবারে চরণ দুখানি ।
রাজা বিষ্ণু অংশ—
শ্রীকান্ত আমার ছোট সহোদর ভাই,—
উড়িষ্যায় রয়েছে সে রাজার হুকুমে—
করিবারে বিদ্রোহ দমন,
তুচ্ছ করে আপনার প্রাণ—
রাজভক্ত—তারও রাজা !
ঠিক ঠিক এই মত ।
মোরা দুই ভাই, রাজসেবা—

বিষ্ণু সেবা মর্ম্মে করি—
বৃদ্ধ আমি—রাজ অন্নে হ'ল পক্ককেশ
করি নাই অবহেলা;
একদিনও রাজাদেশ।
গেল রূপ ফকিরী লইয়া,
বারেক না জানাইল কারে;
চাকলা করিয়া খাস
করিয়াছে সর্ব্বগ্রাস—
শুষিয়া লয়েছে টাকা—
প্রকাণ্ড আবাস—
রামকেলি স্বর্গধাম—
পুষ্করিণী—চতুষ্পাঠি—সুন্দর মন্দির—
ঘরে ঘরে শালগ্রাম।
চুরী—রাজা সব চুরী—
ধার্ম্মিক তাহারা?
মুখে হরিনাম—অন্তরে গরল ভরা!
বিষ কুম্ভ পয়োমুখ ভাই দুই জন—
না জানিয়া লোকে বলে রূপ সনাতন।

সনাতন চায়, বঙ্গদেশ যায়
মুসলমান হস্ত হ'তে,
শুনেছি গোপনে, ষড়যন্ত্র করে রাজা !
উড়েদের সনে !
খুব সাবধান রাজা ! খুব সাবধান !
রূপ গেছে কেন এবে
কর অনুমান !
তরুণী রমণী ছেড়ে—
সন্ন্যাসীর বেশ পরে—
চলে গেল কি উদ্দেশ্যে কর অনুমান !
এসেছিল রামকেলি গ্রামে
নবীন সন্ন্যাসী এক,
ছদ্মবেশী—রাজদ্রোহী—
মহা ইন্দ্রজাল তার—নাহি কোন ভুল !
সেইত সেইত রাজা সকলের মূল !
হিন্দুদেশ—সমগ্র ভারত
ইচ্ছা তার, করে অধিকার।
হরিনাম করি মোরা বসিয়া নির্জ্জনে—

লোকের সংঘট্ট—অপরাধ—হরিনামে—
লক্ষ কোটি লোক সঙ্গে তার
বল রাজা কি কারণে ?
তাইতে ত রাজা !
নিজ সহোদর ভাই—
করিলাম কাছ ছাড়া—
বৈরাগ্যের ঝুলি হরিনামাবলি
বিশ্বাস কর না মহাশয় !
সব পারে করিতে ইহারা !
রাজা বিষ্ণু অংশ
তাই তারা নাহি মানে—
মুখের উপর করে যারা উত্তর প্রত্যুত্তর,
সত্যবাদী, সৎসাহসী আজকার দিনে !
তুমি যাও রাজা ! বল সনাতনে
করিও না এই কাজ—
মুখের উপর—করিবে উত্তর—
একটুও নাহি লাজ।
হরি দয়াময় যা করান তাই হয়

বলিবে অমনি।
হরি নিজে—দয়াময় ভাই রূপ—
চলিয়া গিয়াছে বিষকুম্ভ—
যায় যাক্ পয়োমুখ !
উড়িষ্যা সংগ্রাম
হয় যদি কি ভয় তাহাতে ?
উড়ে মেড়া লোকে বলে
দেখাব সাক্ষাতে !
পাঁচ শত বিশিষ্ট পাঠান দাও মোরে !
জগন্নাথ দিব ফেলে সমুদ্রের চড়ে !
শ্রীকান্ত গিয়েছে
ইচ্ছা করে পুরীর মন্দিরে ;
লোকে বলে নিয়ে গেছে ধরে ;
তা নয় তা নয় রাজা
রাজমন্ত্রী আমি—
এ সকল বৃদ্ধেরই কৌশল।
পুরীর মন্দির করিছি দখল একজনে—
ব্রাহ্মণ পূজারি করিয়াছে সব হাত

উৎকোচ প্রদানে !
যেই যাব মোরা খুলে দিবে দ্বার !
তখন তুমি কার কে তোমার ?
ভাঙ্গি জগন্নাথ এই ভাঙ্গি ভাঙ্গি—
কত টাকা চাও রাজা ?
কাকে চাও ?
এক জগন্নাথ করি যদি হাত
হবে কিস্তিমাৎ !
সমস্ত উড়িষ্যা—নিমেষেই ধূলিসাৎ !
শ্রীকান্তও মুখফোর সনাতনও তাই—
দুই জনে কোন ভাব নাই—
শ্রীকান্ত যা করে সনাতন পুরে মরে
তাই রাজা নির্ব্বেদ বিষাদ !
অসমর্থ রাজকার্য্যে মাগিছে—বিদায় ।
করিয়াছ বন্দী সনাতনে—
ছাড়িও না রাজা ! এ ঘোর দুর্দ্দিনে !
জগন্নাথ প্রতি বড়ই পীরিতি—
লাল পড়ে—

হিন্দু দেবতার নামে—
পারে সে করিতে হিতে বিপরীত।
চল আগে আসি
জয় করে জগন্নাথ—
তার পর দেখাইব হাত।

গৌড়ে। যা বলেছ পুরন্দর---
বৈরাগীকে নাহিক বিশ্বাস;
উড়েদের জয় করে,
আগে আসি ফিরে ঘরে,
তার পর গলে তার ঝুলাইব ফাঁস।
পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য
কালি তুমি করিবে প্রস্তুত!
এই অসি বহুদিন উপবাসী—
কাফেরের রক্তে মিটিবে পিপাসা তার!
যাও মন্ত্রি! বিলম্ব না সহে আর!

(প্রস্থান)

পুর। যাই দেখি গৃহিণী কোথায়?

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতীরে—কারাগার।

(অদূরে ক্ষুদ্র নৌকা)

কারামধ্যে সনাতন।

সনা। ঠিক যেন তাঁরই গলা
ভয় নাই সনাতন !
এ ঘোর ছুর্দ্দিনে, এ অমৃত বাণী
মা ভৈঃ এ পুণ্য ধ্বনি কর্ণ রসায়ন
তিনি ছাড়া কে পারে
ঢালিয়া দিতে কানে ?
ভয় কি ঠাকুর ? কারে ভয় ?
তুমি যার হয়েছ সহায়,
তার যদি ভয়,
তবে কে অভয়—এ জগতে দয়াময় ?
কর্ম্মবন্ধে বদ্ধ সনাতন—
তাই ভয় কবে হবে ক্ষয় সে পাপ বন্ধন
ব্রাহ্মণের ঘরে লভিয়া জনম

নিজ কর্ম্মদোষে আছি ম্লেচ্ছ বেশে,
ম্লেচ্ছ নাম — ম্লেচ্ছ সঙ্গ
হিন্দু হয়ে ম্লেচ্ছের অধম !
কার দোষে নিক্ষিপ্ত এ কারাগারে ?
কার দোষে এ শৃঙ্খল
বেঁধেছে আমারে ?
পূর্ব্ব জন্ম ফলভোগ এর নাম !
করিয়াছি অপরাধ
শাস্তি তার দেন ভগবান্ ।
হ'ক শাস্তি কেটে যাক্
কর্ম্মফল—স্বর্ণ শৃঙ্খল !
কেটে যাক্ ভব রোগ —
মৃত প্রাণ হউক সবল !
মা ভৈঃ তোমার ধ্বনি শুনেছি যখনি
দূর হ'ল কারাবন্ধ বুঝেছি তখনি !
(ঈশানের প্রবেশ)
কার পত্র এনেছ ঈশান ?
রূপের এ দেখি লেখা মুকুতার পাঁতি—

রূপ রূপ কি লিখেছ ভাই !
এমন সময় ?
"ভয় নাই সনাতন"
জয় জয় দয়াময়—শ্রীশচীনন্দন !
মা ভৈঃ মা ভৈঃ ব'লে
যা করিলা ধ্বনি
এ যে দেখি তারই—প্রতিধ্বনি—
অহো ! ধ্বনি প্রতিধ্বনি
মূহুর্ত্তেক আগ পাছু !
"ভয় নাই সনাতন ! ডাক তাঁরে,
ভুল নাক—ছেড় নাক শ্রীচরণ—
কারাগারে তোমার আবাস
বল ভাই—কার নহে
এই ভব কারাগারে বাস ?
মোহের শৃঙ্খল কার নহে বাঁধা পায় ?
বন্দী মোরা সকলে হেথায় !
আনন্দ নিবাস কর কারাবাস
ডাক তাঁরে—তিনি যদি হয়েন প্রকাশ—

কারাগার—হবে স্বর্গবাস !
ভয় নাই সনাতন !
দশ সহস্র মুদ্রা আছে মুদী স্থানে
রাজ্য পাওয়া যায় এই মুদ্রা দানে ;
কারামুক্তি সেত অতি তুচ্ছ কথা !
ডাকিয়া গৌরাঙ্গে হরিনামে ধর সাপ—
অগ্নিকুণ্ডে দিও ঝাঁপ—
বিষধর বশ হবে,
অগ্নিকুণ্ড নিবে যাবে !"
(কারাধ্যক্ষ সেখ হবুর প্রবেশ)
কি করিলে স্থির মিঞা
কারাধ্যক্ষ তুমি ! কর্ত্তব্য তোমার
বন্দী নাহি ছেড়ে দেওয়া ।
ধার্ম্মিক সজ্জন তুমি—
ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে অধিকার ;
বন্দী আমি আজ বটে,
কিন্তু একদিন করিয়াছি
কত উপকার !

উপকার করে যেই জন
তার উপকার করা ইহাও কর্ত্তব্য
কোরাণ বচন।
বন্দী বিমোচন নিজ ধন দিয়া যেই করে—
সংসার বন্ধন অচিরাৎ তার যায় দূরে।
কেন হবু রহিলে নির্ব্বাক ?
এই পড় পত্র লিখিয়াছে রূপ।

(হবুর পত্রপাঠ)

হবু। দশ সহস্র মুদ্রা ! সেত কম টাকা নয় !
ঈশা। দিব অর্দ্ধেক তাহার
পুণ্য অর্থ হইবে উভয়।
হবু। ছেড়ে দিতে পারি
কিন্তু বড় ভয়—যদি টের পায়
করিবে সে সর্ব্বনাশ !
প্রাণ রক্ষা হবে দায় !
ঈশা। যুদ্ধার্থ গিয়েছে রাজা উড়িষ্যায়,
দুরন্ত সে রণে,
ফিরিবে জীবন্ত বলি নাহি আশা ;

যদি আসে ফিরে বলিবেন তাঁরে
সুধাইলে,
প্রভু মোর দিয়েছেন ঝাঁপ
গঙ্গাজলে,—সশৃঙ্খল
দেখি নাই মস্তক তুলিতে,
সমস্ত সন্ধান হয়েছে বিফল।

হবু। পরে যদি পায় সে সন্ধান,
এক চোপে কাটিবে গরদান!

সনা। যাব আমি ফকিরী লইয়া
মক্কার মতন অতি দূরে—
আসিব না কভু ফিরে।

হবু। দশ সহস্র মুদ্রা কম টাকা নয়—
রেখে গেছে মুদীর দোকানে
আজ কাল যে সময়—
ফিরে দিবে কি না কেবা জানে?

সনা। দিয়াছে সে ফিরে—
আনিয়াছি সঙ্গে ক'রে—
এই দেখুন আপনি।

যাহা চান তাহা
দিব এখনি এখনি গণি।
হবু। কর অঙ্গীকার—
আসিবে না ফিরে আর ?
সনা। করিলাম—
হবু। (শৃঙ্খল বিমোচন করিতে করিতে)
যাও, যাও হে ঈশান !
আন আন নৌকা—
দেও টাকা গুলি মোরে,
দিব পার করে,
এই অন্ধকারে অন্ধকারে।
রাজবন্দী নাহি গিয়ে রাজপথে
যেও বন পথে—পাহাড় পর্ব্বতে।
ঈশা। আছে নৌকা আনিয়াছি—
রেখেছি প্রস্তুত !
হবু। চল তবে যাই !
এস এই পথে—ভাই !
(নৌকায় আরোহণ ও প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।
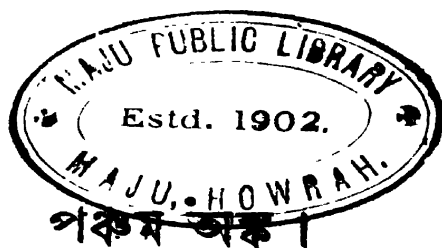
প্রথম দৃশ্য।

বনবেষ্টিত পাতড়া পর্ব্বত।

ঈশা। দুই দিন অহর্নিশ
প্রভু মোর চলিছেন ছুটে—
কোমল চরণে আহা!
সহস্র কণ্টক ফুটে!
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দৃষ্টিপাত—
সাত দিন পেটে নাহি ভাত—
পড়েন যদ্যপি, পড়েন গৌরাঙ্গ বলি;
উঠেন তখনি—গৌরাঙ্গের নামে
ঝাড়ি গাত্র ধূলি।
অপূর্ব্ব এ প্রেম—অপূর্ব্ব এ ভাব!
ফল্গু নদী প্রভু মোর—
চিরদিন লুকান স্বভাব!
ইচ্ছা করে পেতে দিই এই ক্ষুদ্র বুক

প্রতি পদক্ষেপে তাঁর !
কঠিন পাষাণ—ঢেকে দিই
হৃদয়ে আমার !

সনা। পরিশ্রান্ত পরিক্লান্ত তাই কি ঈশান
কাঁদিতেছে ? না না মোর তরে
দুঃখ অশ্রু ঝরে ?
বড়ই ব্যথিত তার প্রাণ।
ভৃত্য—যারা ঈশানের মত,
তারা সহোদর হ'তে
কোন মতে নহে হীন জন ;
ইচ্ছা করে গুণে তার
ভাই বলি করি সম্বোধন।
কেঁদ না ঈশান ! কর সেই গান !
সুধামাখা সেই হরিনাম—
সব কষ্ট যাবে দূরে গাও সুমধুর সুরে
পর্ব্বত প্রান্তর বনভূম করি নিনাদিত !
কর মোর শুষ্ক প্রাণ
হরিনামে সঞ্জীবিত।

ঈশা। প্রভু মোর সাত দিন অনাহারে—

সনা। কেঁদনা ঈশান! থামা'ও না গান
শুনিলে ও কণ্ঠ স্বরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা—সে ত সামান্য বেদনা
বিষয়ের বিষের যন্ত্রণা যাবে দূরে।

ঈশা। গাহি প্রভো! গাহি তবে—

গীত।

হরি নাম লইতে আলস্য ক'র না
যা হবার তাই হবে;
ভবে পেয়েছ দুঃখ
পেতেছ দুখ
না হয় আরও পাবে।
ঐহিকের সুখ হ'ল না বলে
ভয় পেয়ে কি লা ডুবাবে?

(দস্যুবেশে ভূঞার প্রবেশ)

ভূঞা। কে তোমরা কোথা যাবে?
কেন এই বন পথে?

সনা। চিনি নাক পথ—
জানি নাক এসেছি কোথায়—
ঈশা। বড় অন্ধকার—দয়া যদি থাকে
কর পার এ পাহাড়।
ভূঞা। অসহায়! নিরাশ্রয়!
বেশ! বেশ!
ঈশা। নহে অসহায়—
সঙ্গেতে যাহার—আছে ভৃত্য—
নহে নিরাশ্রয়—
প্রাণে যার হরি দয়াময়!
চাহি নাক আশ্রয় তোমার
নাহি দয়া লেশ—
বলিতেছ বেশ! বেশ!
দস্যু তুমি—তাই এ আচার!
ভূঞা। (স্বগত)
দেখিতেছি বেটা বড় খেলোয়ার—
কাজ নাই রাগে, লয়ে যাই আগে
কুটীরে আমার;

তার পর দেখা যাবে
থাকে যদি আশীর্ব্বাদ কালী মার।
(প্রকাশ্যে) দুঃখ দেখে মনোস্থুখে
বলি নাই বেশ বেশ—
অতিথি পেয়েছি তাই
বলিছি আনন্দে ভাই!
মনে নাই রাগ দ্বেষ।
ঐ দেখা যায়—জ্বলে আলো
কুটীর আমার॥
আস্থন দুজনে, প্রীত মনে,
করিয়া আহার করিয়া বিশ্রাম
আজ নিশি
অরুণ উদয়ে দিব লোক দিয়ে
পার করে এ পাহাড়॥

ঈশা। বেশ কথা!
চল তবে হও অগ্রসর
এই পথে ঐ ঘর!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভূঞার কুটীর।

(সনাতনের রন্ধনান্তে ভোজন ঈশানকে প্রসাদ দান)

ভূঞার প্রবেশ।

ভূঞা। রেঁধেছত বেশ !
খাওয়া দাওয়া হলে শেষ
শুনাইব গান—
নাচিবে মেয়েরা ভাল
সুখে নিশি হবে অবসান !
কর নাক তাড়াতাড়ি,
আসিতে এখনও দেরী,
সাজ গোছ পরি ;
না না ঐ যে আসিছে তারা
খাওয়াও হয়েছে শেষ—
হল বেশ !
(ভূঞা রমণীগণের প্রবেশ)
কালী দুর্গা দাঁড়া তোরা এই স্থানে

শ্যামা মা আমার—
দাঁড়াইবে এই খানে
বাজাইব মাদোল আমরা
একাসনে দুই জনে।

(মাদোল ধ্বনি রমণীগণের নৃত্য গীত)

আমরা ভালবাসি বলবান্
আমরা চাইনে সোনা চাইনে দানা
আমরা ধরি করে তীক্ষ্ণ শরে
আদর করে ধনুর্ব্বাণ।
আমরা চাইনে কাপড় চাইনে চোপড়
ন্যাংটা মায়ের আমরা দোসর
মোদের দোসর অসি খরসান।
আমরা রক্ত দেখে পাই না ডর
ছিন্নমস্তার সহচর
(আমরা) আপন হাতে কাটি মাথা
দান দিতে দিই তুচ্ছ প্রাণ।

সনা। (স্বগত) কেন এত সমাদর ?

উদ্দেশ্য কি অতিথির সেবা ?
আকৃতি প্রকৃতি কিন্তু
দেখি অন্যরূপ—
নাহি তাতে সত্ত্বের প্রকাশ—
দেবত্বের আভা !
দস্যু যদি হয় ! যদি কেন,
তাহাই নিশ্চয় !
অর্থ লোভে করিবে বিনাশ—
অর্থ কোথা ? ঈশানের ঠাঁই ?
আছে কি না তাহারে সুধাই।
(প্রকাশ্যে) আছে কি লুকান কিছু ?
তোমার নিকট ?

ঈশা। (স্বগত)
একটী লুকায়ে রাখি—পথের সম্বল
প্রভুর সেবার লাগি
কিনিতে হইবে ফল
(প্রকাশ্যে) আছে সাতটি মোহর।

সনা। কেন আনিয়াছ হলাহল—

মৃত্যুর কিঙ্কর ?
দাও মোরে—দিব প্যালা
গান শুনে, ঘুচিবে সকল জ্বালা।
(সনাতনের একে একে মোহর গুলি প্রদান)

(রমণীগণের প্রস্থান)

গণক। সাতটী সুন্দরী এল একে একে
একটি থাকিল বাঁকী ;
নাহি যদি আসে নিজে
জাল দিয়ে ধরি পাখী।
সনা। যাহা ছিল দিয়াছি সকলি
আর কিছু নাহি রয় ;
থাকিত যদ্যপি দিতাম এখনি—
প্রাণ ভয় বড় ভয়।
গণ। আর একটি আছে, ঈশানের কাছে,
গণিয়া দেখিছি আমি—
ভূঞা। থাক্ ! চাহি নাক আর
সে মোহর খানি।

যা দিয়াছ তাহা লও ফিরে—
নাহি দরকার ;
নর হত্যা মহাপাপ হ'তে
করিলে নিস্তার।
বড়ই আশ্চর্য্য অনুমান !
বুদ্ধি—অতি চমৎকার !
করিলাম অভয় প্রদান।
বড় বুদ্ধিমান তুমি—
এই হেতু করে দিব পার
বিনা মূল্যে এ পাহাড়।

সনা। তুমি যদি নাহি লও নেবে অন্য জন,
অধিকন্তু আমাদের যাইবে জীবন ;
তার চেয়ে, তুমি ইহা করহ গ্রহণ।

ভূঞা। বড়ই সন্তুষ্ট আমি তব আচরণে—
আচ্ছা, এস পার করি
দিতেছি দুজনে।

সনাতন ও ঈশানকে সঙ্গে করিয়া অদূরে চৌমাথা পথের নিকট গিয়া

যদি কেহ আসে দস্যু
নিও মোর নাম,
নিরাপদ মোর নামে হবে এই স্থান।
ইচ্ছা যদি হয়—
এই পথে—যাবে গৃহে ফিরে—
এই পথ—যায় বৃন্দাবন—
এই পথে—যাবে বারাণসী—
প্রণাম ঠাকুর! তবে আমি আসি?

সনা। যাও ভূঞা, হইবে মঙ্গল।

(ভূঞার প্রস্থান)

সত্যই কি আর একটি
রাখিয়াছ কাছে?

ঈশা। প্রভো! তাই আছে।

সনা। কেন আনিয়াছ বিষ?
তাই নিয়ে, যাও ঘর।

ঈশা। প্রভো প্রভো! ক্ষমা কর!

সনা। না ঈশান নাহি অন্যভাব
আমার অন্তর,

আসিয়াছি পুত্র পরিবার
অকুলেতে দিয়ে বিসর্জ্জন ;
তুমি না থাকিলে
কে করিবে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ?
পরিজন পরিবার অর্দ্ধেক সংসার
পাঠাইয়া দিও চন্দ্রদ্বীপে—
অপর অর্দ্ধেক পাঠাইও
ফতেবাদ গিরিদুর্গে।
যেখানেতে রাখিবে রমণী
সেথায় থাকিও আপনি—
রাখিও তাদের আপনার কাছে
রাজবন্দী আমি—বড় ভয়
কি করিতে কি করে রাজা পাছে।
তোমার মতন পাঁচ শত জন
থাকে যদি হিন্দু লাঠিয়াল
বিশ্বস্ত ও বলবান্—
তুমি তার আগে—থাকিলে ঈশান—
সামান্য তুফান করি তুচ্ছ জ্ঞান !

ঈশা। ঠিক কথা! ফিরে যাই ঘরে—
জননীর রক্ষণের ভার আমার উপরে!
দাও পদধূলি—

সনা। হিন্দু রমণীর সতীত্ব রক্ষণ—
ঈশা। সেও ভার মোর।
সনা। হিন্দু দেবতার মন্দির রক্ষণ—
ঈশা। সেও ভার মোর।
জননীর রমণীর—দেবতার
রক্ষণের ভার,
আজ হ'তে এই স্কন্ধে
এই বাহু যুগে!
আজ হ'তে প্রতি গ্রামে প্রতি ঘরে
বঙ্গের কিঙ্কর করে!
সনা। হরি তব হউন সহায়!
ঈশা। ডাকে মাতৃভূমি—যাই আমি
ঈশা। মোগলের হাত থেকে প্রভো তুমি
রক্ষ বৃন্দাবন!

পাঠানের হাত হ'তে মাকে আমি
করিব রক্ষণ !
কিঙ্কর আমরা—জানি মোরা
মায়ের সম্মান—
জানি মোরা আত্ম বলিদান।

সনা। বলিলে ঈশান যাহা
করিতেই হবে তাহা !

ঈশা। যাই প্রভো তবে—
ডাকে মাতৃভূমি—ডাকে মা আমার !
ঈশানের ভার—অতি গুরুভার !
প্রাণ বিনিময়—তাও যদি হয় —
করিনা'ক কভু ভয় !
যাই প্রভো ! যাই তবে।

বারাণসী পথে সনাতনেব ও গান গাহিতে গাহিতে
গৃহাভিমুখে ঈশানের প্রস্থান।

গীত।

দাও প্রভো ! দাও দাও !
দীন হীনে অকিঞ্চনে স্বদেশের সেবা ভার।

প্রতি গৃহে, প্রতি গ্রামে, প্রত্যেক নগরে,
লক্ষ লক্ষ বলবান্ কিঙ্করের করে—
নীচ শূদ্রে ডেকে কাছে
করে লও আপনার।
ডাঙ্গা ডহর প্রভো এক সূত্রে বাঁধ—
এক মন্ত্র সাধি পুরাই মনোসাধ,
চাই গুরু চাই মোরা
তোমার মতন কর্ণধার।
তবাস্মি এ পূত মন্ত্র ঢেলে দাও কাণে,
তড়িৎ প্রবাহ আন মৃত প্রাণে,
শিরায় শিরায় কর অমৃত সঞ্চার।
হরি নামে তুমি তুলহে তুফান
স্বদেশের প্রেমে জাগায়ে সন্তান
তুমি আমাদের হও—হই আমরা তোমার।

§৭§

তৃতীয় দৃশ্য।

হাজীপুর—রাজভবন পার্শ্বস্থ উদ্যান।

করুণ হরিধ্বনি শুনিয়া শ্রীকান্তের প্রবেশ ও
সনাতনের নিকট গমন করিয়া

শ্রীকান্ত। কে তুমি কাঁদিছ হরিবোলে
ছিন্ন কন্থা গায়—পাগলের প্রায়
বসি বৃক্ষমূলে?
সনাতন! একি সনাতন!
কেন কেন করিছ রোদন?
কি হয়েছে! কি হয়েছে ভাই?
বল বল দোহাই দোহাই!
ছিন্ন কন্থা কে করিল সমর্পণ?
কি জন্য এখানে—রাজমন্ত্রী তুমি
কেন হেথা কি কারণে?
সনা। কে শ্রীকান্ত? ভাল হ'ল দেখা হ'ল!
রাজকার্য্য ভাই দিয়াছি ছাড়িয়া;
গৌড়েশ্বর রেখেছিল মোরে

কারাগারে ধরে—রাজবন্দী ক'রে ;
তাই রাজপথ ছেড়ে
যাইতেছি বন পথ দিয়া ।
যাব বারাণসী—করিয়াছি মন,
দেখিবারে গৌরাঙ্গ চরণ ।
শ্রীকান্ত । রূপ গেছে ফকিরী লইয়া
তুমিও কি ভাই করিবে সন্ন্যাস ?
না না ভাই ! কাজ নাই
ছাড়িয়া আবাস !
ঘরে বসে কর হরি আরাধনা ;
তাতে নাহি কোন বাধা,
করিবে না কেহ মানা ।
পুত্র পরিবার দিও না ভাসায়ে ;
রবে তারা কার মুখে চেয়ে ?
এস ঘরে যাই ফিরে ।
সনা । গৌরাঙ্গ চরণে বিকায়েছি মাথা—
যেখানে বলেন, যেতে হবে সেথা ।
গুরু তিনি হৃদয় ঈশ্বর,

আমি আজ তাঁহারই কিঙ্কর।

শ্রীকা। যদি নিতান্তই না ফিরিবে ভাই—

দূর করি ছিন্ন কন্থা এ কম্বল দাও গায়।

(ভোট কম্বল প্রদান)

গৌরাঙ্গ চরণ করেছ শরণ,

মনোবাঞ্ছা হউক সফল !

কি বলিব, কি বুঝাব আমি সনাতন,

ইচ্ছাময় যিনি—

তাঁর ইচ্ছা হউক পূরণ।

(গান গাহিতে ২ সনাতনের প্রস্থান)

গীত।

দরশন লাগি হৃদয় কাতর বড়

কোথা তুমি তৃষাহারি ত্রাণকারি

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ?

তুমি দয়াঘন, তুমি পতিত পাবন,

অযাচিতে কর প্রেম বরিষণ,

এ অধম দীনে অকিঞ্চনে

প্রভো করুণা কর !
পাতকী তারিতে প্রভো তব অবতার
আমার সমান পাপে রত প্রাণ
ধরা মাঝে কেহ নাহি আর ;
তাই ডাকি হে তাই কাঁদি হে
প্রভো করুণা কর কর !

চতুর্থ দৃশ্য ।

বারাণসী—চন্দ্রশেখরের বাটী ।

শ্রীচৈতন্য । যাও চন্দ্র আন তারে
এসেছে এসেছে সনাতন,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি—অনন্ত গুণের খণি
সমর্পিব যার হাতে লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবন ।
চন্দ্র । যাই প্রভো, কি আনন্দ আজ !
হেরিব নয়নে, সাধু সনাতনে,
ধন্য হবে বৈষ্ণব সমাজ !
(ছুটিয়া প্রস্থান ও পুনরাগমন করিয়া)

কৈ প্রভো ! কোথা সনাতন ?

চৈত। দ্বারদেশে নাহি কোন জন ?

চন্দ্র। বৈষ্ণব নাহিক কোথা

খুজিয়াছি সব স্থান—

চৈত। দ্বারদেশে ক'রেছ সন্ধান ?

চন্দ্র। দ্বারদেশে আছে একজন

ম্লেচ্ছ দরবেশ,

অত্যন্ত মলিন বেশ,

ক্ষীণ দেহ—ভিক্ষুক নিশ্চয়,

দিয়ে আসি মুষ্টি ভিক্ষা

দেখি যদি লয়।

চৈত। মুষ্টি ভিক্ষা কারে দিবে ?

আন সেই মহাজন,

সেই মোর প্রিয়তম ভাই সনাতন !

চন্দ্র। যাই ছুটে ধরি শ্রীচরণ !

(প্রস্থান ও সনাতনের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

(শ্রীচৈতন্যের সনাতনকে আলিঙ্গনোদ্যেগ)

সনা। প্রভো প্রভো স্পর্শাযোগ্য নীচ আমি !

চৈত্। স্পর্শযোগ্য তুমি ?
কৌস্তুভের মত থাক হৃদয়ে আমার।
বৈষ্ণবের কণ্ঠহার !
সনা। গুরু তুমি ! গুরু তুমি ! (চরণ ধারণ)
ধন্য ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ দয়া পারাবার !
অস্পৃশ্য অযোগ্য যারা
তাহাদের বুকে করা—তোমা ছাড়া
এ জগতে না পাই দেখিতে আর ;
নীচ আমি—নীচ আমি—
ঘৃণিত লাঞ্ছিত আমি—
অতি হীন—ওগো অতি—অতি—
চৈত। ছাড় দৈন্য সনাতন বুক ফেটে যায় !
তুমি যদি ঘৃণিত লাঞ্ছিত—
কে পূজ্য জগতে ভাই ?
এস উঠে এই আঙ্গিনায়
ব'স পার্শ্বে মোর,—কোন দ্বিধা নাই।
সাত দিন অনাহারে মোর সনাতন,
যাও হে শেখর,

নিয়ে এস ক্ষৌরকর—
ভদ্রবেশ করাও ধারণ;
এনে দাও নূতন বসন ;
গঙ্গাস্নান করে এখানেই করিবে ভোজন ।

সনা। দেন যদি বস্ত্র দিন পুরাতন,
এক খণ্ড দুই ভাগ করি
কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরি ;—

চৈত। বৈরাগ্যের যোগ্য বেশ এই ।
যোগ্য পাত্র তুমি সনাতন !
গঙ্গাস্নান করি শীঘ্র এস ফিরি
হ'য়েছে রন্ধন ।

(সনাতনের প্রস্থান)

চৈত। যে ল'য়েছে মাথে
কঠোর সেবার ভার—বেশ ভূষা
উদরের প্রতি দৃষ্টি কোথা তার ?
বৈষ্ণব হইয়া যেবা করে
জিহ্বার লালস,
কোন জন্মে কৃষ্ণ তার নাহি হয় বশ ।

ভাল খাওয়া ভাল পড়া,
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম বহির্ভূত,
ছিন্ন বস্ত্র ছিন্ন কন্থা অন্ন অযাচিত
বৈষ্ণবের হয় সমুচিত।

পঞ্চম দৃশ্য।

গঙ্গাতীরে দরিদ্র বৈষ্ণব ও সনাতন।

সনা। ছিন্ন কন্থা খানি দিন মোরে দয়া ক'রি,
এই কম্বলের বিনিময়ে—
বৈষ্ণব ভিখারি।
বৈষ্ণ। দরিদ্র দেখিয়া কেন সাধু কর উপহাস?
সনা। নহে উপহাস,
সত্য সত্য বলিতেছি করুন বিশ্বাস।
বৈষ্ণ। তিন মুদ্রা মুল্য যার
সে কম্বল বিনিময়ে—
ছিন্ন কন্থা কেন লন চেয়ে?
সনা। আছে প্রয়োজন।

বৈষ্ণ। থাকে যদি করুন গ্রহণ।
সনা। (স্বগত) কৌপীন ও বহির্ব্বাস দেখি
প্রভু মোর হ'য়েছেন সুখী,
কিন্তু ভোট কম্বলের পানে
চেয়েছেন সুতীব্র নয়নে,
বেশ হ'ল গেল এ আপদ।
(শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবেশ)
চৈত। গিয়াছে আপদ গিয়াছে কম্বল,
বিষয়ের রোগ কেন রবে অবশেষ—
কৃষ্ণ দয়াময় হইয়া সদয়
দিলেন তোমারে তাই—
বৈরাগ্যের যোগ্য বেশ ;
তিন মুদ্রা মূল্যবান কম্বল লইয়া
মাধুকরী করিতে দেখিয়া
উপহাস করিত সকলে ;
বেশ হ'ল সব গেল,
এস সনাতন করিবে ভোজন।
সনা। প্রভুর প্রসাদান্ন করিব গ্রহণ,

চৈত। আচ্ছা তাই হবে এস তবে—
এস সনাতন,
দেরী দেখি এসেছি ছুটিয়া
দেখিবারে কেন দেরী কি কারণ ?

সনা। হরি হরি ! সার্থক জীবন সার্থক জনম !
(স্বগত) কল্য হ'তে স্থূল অন্ন
নাহি লব কোন ঘরে,
মাধুকরী করি কাটাব জীবন।

চৈত। মাধুকরী বৈষ্ণবের একান্ত আশ্রয়,
স্থূলঅন্ন পরিগ্রহ বৈষ্ণবের উপযুক্ত নয়।

সনা। সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি প্রভু মোর,
যাহা ভাবি যাহা করি—
তৎক্ষণাৎ হয় তাঁর নয়ন গোচর

(উভয়ের প্রস্থান)

§ণ§

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চন্দ্রশেখরের বাটি।

(বৈষ্ণব মণ্ডলী পরিবৃত শ্রীচৈতন্য দেব)

(দীন বৈষ্ণববেশে সনাতনের প্রবেশ।

সকলকে প্রণাম-করিয়া)

সনা। নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম,
কুবিষয় কূপে পড়ি গোঁয়াইনু জীবন ;
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি,
গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত এই সত্য মানি।
কৃপা করি যদি মোরে করিলে উদ্ধার,
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ;
কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয়,
ইহা নাহি জানি কেমনে যে হিত হয়;
সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুঁছিতে না জানি,
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।

শ্রীচৈ। কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়,
সব তত্ত্ব জান তুমি শ্রীহরি কৃপায় ;

তথাপিও যদি শুনিতে হয় মন,
কহিতেছি মন দিয়া শুন সনাতন।
অনন্ত এ বিশ্বে
কি দেখিতে পাও সনাতন ?
জলে জলবিম্ব প্রায়
এই আছে এই নাই—
পাশাপাশি ঘেসাঘেসি মৃত্যু ও জীবন।
আজ সন্ধ্যাকালে, দেখে গেলে,
একটী সুন্দর ফুলে, কতই সুষমা,
দুই দিন বাদে কি দেখিতে পাবে ?
নাহি ফুল নাহি সেই সৌন্দর্য্য প্রতিমা !
তার স্থানে আছে অন্য ফুল,
শোভায় অতুল—
পুরাতন গেছে, নূতন এসেছে,
যাহা ছিল ঠিক যেন—
নাহি ভেদ এক চুল।
যে দিকে ফিরাই আঁখি
সকলি অস্থির দেখি,

স্রোত আসে স্রোত যায়
যাহা ছিল তাহা নাই,
কিন্তু আছে যেন সব—
সেই এক নদী তটে ;
প্রতি পত্র যেতেছে ঝরিয়া,
কিন্তু সমুন্নত শির—
আছে যেন সেই তরু
সমভাবে দাঁড়াইয়া ।
কত শত পুত্র কত শত মাতা,
দিন দিন করিছে প্রস্থান ;
কিন্তু সেই সে অপত্য স্নেহ
ব্যাপিয়া জগৎ দেহ
সমভাবে আছে বিদ্যমান ।
স্রোত আসে স্রোত যায়,
স্রোতস্বিনী থাকে কিন্তু সমান গভীর ;
আসে পুত্র আসে মাতা,
আসে ফুল আসে পাতা,
আসে যায়—

কিন্তু স্থির এ বিশ্ব মন্দির।
শৈশবের যেই আমি যৌবনেও তাই,
আমিস্রোত অবিচ্ছেদি
সর্ব্বত্রেই দেখিবারে পাই।
একটী মহান্ স্রোত
কারণাব্ধি অন্তঃসলিল—
অনিত্যের মাঝে নিত্য বস্তু—
বুকে ক'রে রাখিয়াছে
জড় জীব, খাল বিল।
অনন্ত নক্ষত্র লোক, ক্ষুদ্র অণু কণা,
যেখানে যে আছে এই বিশ্ব মাঝে,
অন্তর নিহিত এই স্রোতে
করে আনাগোনা।
বিরজা ইহার নাম – অমৃতের নদী,
এ মর মরুর পারে
আছে ইহা আলো ক'রে,
পরপারে পরব্যোম আনন্দ উদধী।
ত্রিপাদ পরমব্যোম অমৃত আধার,

একপাদ এ ব্রহ্মাণ্ড মায়ার বিস্তার ;—
ভাঙ্গে গড়ে গড়ে ভাঙ্গে
উপাধির পরিণামে—
রূপ-রূপ – বহু রূপ দণ্ডে দণ্ডে তার ।
ত্রিপাদ স্বরূপ শক্তি
চিরন্তন – অন্তরঙ্গা নাম ;
বিরজা – কারণবারি,
মাঝখানে, প্রকম্পন ধাম ;
বহিরঙ্গা পরপারে মায়া শক্তি নাম ধরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে করে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
সত্য মায়া, সত্য ইহা,
নহে বিশ্ব, সনাতন, কাপট্য আভাস ।
মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্র, অসত্য বিবর্ত্তবাদ,
পরিণামবাদ ঠিক কথা –
এতে নাহি ভ্রম, কিম্বা পরমাদ ।
পরব্যোম পরমাত্মা
বিকার রহিত –
চক্ষুরাদি অবিষয় ইন্দ্রিয় অতীত ।

" পুরাণ খ "বলি যাহা
বেদের আখ্যান,
ধ্যান ধারণা অতীত তাহা,
সুতরাং মানবের পক্ষে ইহা
থাকিয়াও না থাকা সমান।
তাই সাংখ্য পরিত্যাগ করিয়া ইহারে,
পরিণাম বাদ স্থাপে বিরজার পারে ;
বলে প্রকম্পিত কারণাব্ধি
নিত্যবস্তু অব্যক্ত প্রকৃতি,
ইহা হ'তে ব্যক্ত বিশ্ব
আবির্ভাব তিরোভাবে করে গতাগতি।
বিরজা কারণবারি
এই অংশে সর্ব্বদা চঞ্চল,
" বায়ুর খ " বলে কেহ
প্রত্যক্ষ ও ধারণার স্থল।
অব্যক্ত প্রকৃতি বায়ু যদিও কারণ,
কিন্তু পরম কারণ শুন সনাতন,
আছে একজন ;

স্বগুণ নিগূঢ় ইহা দৈবাত্ম শক্তি নাম,
স্বরূপ এ শক্তি—
আনন্দের অজস্র তুফান ;
ধ্যান যোগ অনুগত
যোগীদের যোগ নেত্র,
এই খানে লভেছে বিশ্রাম।
আছে এই শব্দে মাত্র
ব্রহ্মবাদী ক'রেছে প্রচার,
বলে—মানবের সুখ দুঃখে
নাহি আছে সম্বন্ধ তাঁহার ;
বারি আছে এই জ্ঞানে মিটেনাক তৃষা
চাই জল সুশীতল শুষ্ক কণ্ঠে মেশা।
এক দিকে পরব্যোম জীবন্ত চেতন,
বিলাস বাসনা বুকে
অন্যদিকে শুষ্ক কণ্ঠে
চাতকিনী করিছে ক্রন্দন,
কোথা জল কোথা জল করিয়া স্মরণ।
এক দিকে সকাতরে হৃদয়ের স্বামী—

অন্য দিকে বিরহ বিধুর জীব
পত্নীরূপে,—ডাকে অন্তর্যামি।
ক্রম অভিব্যক্তি ইহা
একপাদের ইহাই বিকাশ,
ত্রিপাদ ও একপাদ মিলনেতে
চেতনের প্রেমময় (এ) ইতিহাস।
ত্রিপাদ উন্নত তরু একপাদ ফুল,
বিকাশের ইতিহাসে
যদিও এ নহে ভুল—
কিন্তু সনাতন, অদ্বৈত লক্ষণ
এই তত্ত্বে চেতন ও অচেতন—
ভেদাভেদ নাহি প্রয়োজন ;
স্ব স্ব কেন্দ্রে সকলেরি সমান বিকাশ,
ফুল পাতা জড় জীব
পরস্পরে সম্পূর্ণ উদাস ;—
কিন্তু সনাতন, জেন অন্যোন্য বন্ধন
চেতনের পুণ্য ইতিহাস।
চেতনের ইতিহাসে

ক্ষুধা চায় ফল—তৃষ্ণা চায় জল,
শিশু চাহে স্তন্য মার,—
পত্নী—সঙ্গ পতি দেবতার ;
মকরন্দ তৃষাতুর মত্তভৃঙ্গ এক দিকে—
সুবাস বাসিত মকরন্দ ভরা
সচেতন—মানব কুসুম
প্রস্ফুটিত ঊর্দ্ধমুখে।
দ্বৈতাদ্বৈত এর নাম,
চেতনেতে চেতনের ইহাই মিলন—
বৈষ্ণবের ইহাই দর্শন,
ইহারই পূর্ণ ইতিহাস—প্রভব—বিলাস
গোলক-গোকুল-রাধা-কৃষ্ণ-বৃন্দাবন।
অদ্বৈতে—ত্রিপাদ উন্নত তরু, সচেতন
অচেতন একপাদ ফুল—
দ্বৈতাদ্বৈতে ত্রিপাদ উন্মত্ত ভৃঙ্গ
পিপাসা আকুল ;
একপাদ হ'তে তার
মানব ফুটন্ত ফুল—অনন্ত সুবাসে ভরা

হয়ে থাকে অভিব্যক্ত
মধ্যকেন্দ্র আলো করা,
হয়েছিল যথা
একদিন এই খানে—
সৌন্দর্য্যে ও প্রেমে,
বঁধুয়ার মধু দিয়ে শুভ সম্মীলিত করা।
কাতর নিশ্বাসে তার
এসেছিল এক দিন
ত্রিপাদ হইতে নেমে—
শ্যামবপু হাতে বীণ।
এসেছিল এক দিন 'ত্বমসি ত্বমসি' বলে
এক দিন খুজেছিল যমুনার কুলে কুলে,
' স্মর গরল খণ্ডন ' ব'লে
একদিন এই খানে ধ'রেছিল বুকে,—
'জীবন ভূষণ' ব'লে
ডেকেছিল রাধে রাধে
একদিন এইখানে,
প্রফুল্ল কমল মুখে।

এসেছিল—এসেছে সে—
নিশ্চয়ই সে আসে—আসে সনাতন,
করিয়া গুঞ্জন। কর্ণরসায়ন
মত্তমধুব্রত যথা আসে—
প্রস্ফুটিত তামরস কোষে।
উপকথা নহে ইহা
সত্য সত্য জেন সনাতন,
প্রভুর বিলাস গৃহ—
ভারতের প্রতি তীর্থ,
প্রতি কুঞ্জ, প্রতি বন।
তাই বলি নির্লিপ্ত সে
নহে সনাতন?
ছোট দুটি ভুজ পাশে
নিশ্চয়ই সে ছুটে এসে
তামরস কোষে বদ্ধ হয় মধুপ যেমন।
নির্লিপ্ত সে—তাই যদি হবে,
বল বল তবে
ত্রিপাদ ও একপাদ

পূর্ণে কেন এই সাধ ?
এ অংশাংশি কোথা হ'তে
কেন হল—কি কারণ ?
নির্লিপ্ত সে—তাই যদি হবে,
বল বল তবে, পরমাণু হ'তে কেন
এ বৈচিত্র্য এত পরিণতি ?
এত তরু এত লতা, এত ফুল এত পাতা
অনন্ত সুবাসে ভরা কেন বসুমতী ?
তাই যদি হবে, বল বল তবে
শ্যাম দুর্ব্বাদলে মোড়া
কেন এই বসুন্ধরা ?
কে যেন আসিবে বলি
কেন এত আয়োজন ?
এক উদ্দেশ্য ল'য়ে বুকে
নর নারী ঊর্দ্ধ মুখে,
কেন ডাকে—
কোথা তুমি কোথা কোথা প্রিয়তম !
নির্লিপ্ত সে—

তাই যদি হবে বল বল তবে
রচিয়া বিলাস গৃহ, সচকিত পথ পানে
কেন চেয়ে আছে নর নারী
আকুল ব্যাকুল প্রাণে ?
ছোট দুটি ভুজ পাশে
সে যদি না নিজে আসে
অনন্ত—মহান্ সে যে
মিছে আশা তারে ধরা ;
মিছে আশা তার সাথে
নীরব নিথর রাতে,
প্রাণে প্রাণে অতি ধীরে
প্রেম বিনিময় করা।
নিশ্চয়ই সে আসে আসে সনাতন,
একপাদ মনে রেখ
ত্রিপাদের বিলাস ভবন।
" কৃষ্ণের যতেক খেলা
সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ,

গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলা হয় অনুরূপ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন,
যে রূপের এক কণ
ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ”

(বৈষ্ণবগণের হরিধ্বনি)

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইয়া॥

সনা। “ নীচজাতী নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর মন ভুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।

বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥
মুঞি যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক্ সকল
এই তোমার বল হৈতে হবে মোর বল ॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিলা এই সব স্ফুরুক্ তোমারে ॥

লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবন,
আজ হতে তব হাতে দিনু সনাতন।
(সকলের হরিধ্বনি)

(এক দল বৈষ্ণবের গান গাহিতে ২
প্রবেশ ও তৎসঙ্গে সকলের প্রস্থান)

গীত।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদি
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানং ॥

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনি
দেহি খরনয়নশরঘাতং ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতং ॥
ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং ॥

—§⁂§—

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

মথুরা—চোবের বাটী ।

চোবের ঘরণী যশোধরা রন্ধনে নিযুক্তা ।

যশো । মাধুকুরী করিতে আসিয়া
বলে গেল কত কথা; দিলা কত উপদেশ
কিন্তু কি বলিল সাধু—
মূর্খ নারী আমি,
না বুঝিনু অর্থ লেশ ।
প্রাতঃকালে উঠে করি আমি পাক,
তাড়াতাড়ি যাহা পারি
ভাতে ভোতে শাক ;
কাপড় ছাড়িতে দেরী নাহি সয়,
দুখিনীর ধন, মদনমোহন,
বিষন্ন বদনে মুখপানে চায় ।
শিশু পুত্র মোর ক্ষিদে ক্ষিদে করে,
চখে কানে নাহি দেখি, সব থাকে পরে,

না রাঁধিতে ভাত, পাতে তারা পাত,
দে ভাত দে ভাত ব'লে—
সকরুণ স্বরে কাঁদিলে সন্তান,
ফেটে যায় জননীর প্রাণ !
দেরী যদি হয় আঁখি ভেসে যায় জলে।
বলে গেল স্নান করে করিতে রন্ধন,
স্নান দূরে থাক, পাইনাক ফাঁক,
ছেড়ে ফেলি অশুচি বসন।
ছোট ছেলে কোলে যদি থাকে মার,
অসম্ভব তার, স্নান শুদ্ধাচার।
হইয়াছে ভাত, পেতে দিই পাত
এস বাবা মদন মোহন, এস গোবর্দ্ধন,
কোন্ পাতে কে বসিবে ?
(নেপথ্যে) এক সঙ্গে খাব দুই জন।
যশো। ক'রনাকো তাড়াতাড়ি
ক'রনাকো কাড়াকাড়ি,
দিও না দিও না হাত বড়ই গরম ভাত
ফুঁ দিইয়া দিই যাদু ধন।

আসিতেছে সাধু মাধুকুরী তরে—
দুঃখিনী কুটীরে,
(সনাতনের প্রবেশ)
বস বাছা হাত ধুই।
ভেবেছিনু মনে মনে.
হাত ধুয়ে হাঁড়ি ছুঁই ;
কিন্তু বাছাদের মুখ দেখে
স্নান পূজা ফেলে রেখে
রাঁধিতে গিয়াছি ভাত,
শুদ্ধাচার হ'ল কই ?

সনা। শুদ্ধাচারে কাজ কি জননি,
যদি জগন্নাথ,
তোমার ছেলের সাথ খান ভাত—
পরিতৃপ্ত মানি।
" মাতা তুমি যেমতি আচারে কর সেবা।
সেই মত সেব অন্য মত না করিবা ॥
ভাল ভাল মহাশয় তাহাই করিব।
দিন চলে যায়, আচার করিতে নারিব ॥

সনা। । দয়াকরি শুন মাতা নিবেদন করি ।
আজি যদি মোরে তুমি দেহ মাধুকরি ॥
তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ ।
যাহা থাকে তাহা দেও করি কৃপালেশ ॥
তোমার বালক সহ মদনমোহন ।
একত্রে বসিয়া যাহা করিলা ভোজন ॥"
ওই অন্ন দাও মোরে
সযতনে ধরি শিরে,
হউক কৃতার্থ মোর জীবন জনম !
" ধন্য তুমি ধন্য তুমি চোবের ঘরনি
তোমার চরণস্পর্শে পবিত্র মেদিনী ।
সাক্ষাতে দেখিনু মদনমোহনে খাইতে
এই তত্ত্ব দেখাইলা মোরে জ্ঞান দিতে ।
আচার বিচার কিছু না করে গণন,
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রজেন্দ্র নন্দন ।
দাও মাতঃ দাও মোরে ও মহাপ্রসাদ,
দাও মোরে, দাও মোরে,
দুঃখী ব'লে কৃপা ক'রে,

ধরি শিরে পরিপূর্ণ হ'ক
অভাগার মনোসাধ !
আজ মোর সফল জীবন !
মদনমোহন, করিছে ভোজন,
নিজ চক্ষে আজ আমি করিনু দর্শন ।
কে বলে দুঃখিনী তুমি,
পুণ্যময় আর্য্যভূমি ?
কে বলে ভারতে প্রতিমা পাষাণ ?
ধন্য মোর মাতৃভূমি ! ধন্য হিন্দুস্থান !
জীবন্ত প্রতিমা যেথা
ভক্ত সনে কহে কথা,
হেসে হেসে লয় তুলে
যে যা করে ভক্তিভরে দান ।
জয় জয় হিন্দুস্থান—প্রতিমাতে প্রাণ !
একমাত্র তোমাতেই ফুটে,
একমাত্র তোমাতেই
এ অমৃত উৎস উঠে !
এই সুখ প্রস্রবণ—

ভারতের প্রতি গৃহে আসুক নামিয়া।
মৃতদেহে মৃতপ্রাণে
অন্ধ আঁখি উঠুক ফুটিয়া—
জাগ্রত জীবন্ত মূর্ত্তি
প্রতিষ্ঠিত হ'ক ঘরে ঘরে!
প্রতি অভিলাষকেন্দ্রে
থাক তুমি আলো ক'রে!
দাও গো জননি মোরে
দাও গো বিদায়।
তোমার কোলের ধন মদনমোহন,
চিরদিন রেখ বুকে কাছে করে তায়।
(প্রণাম ও প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।
চোবের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।
(সনাতন)

সনা। তুমিত আসিতে চাও প্রভো
কিন্তু সে কি দিবে ছেড়ে?

তুমি তার জীবনের ধন।
তুমি এলে মদনমোহন—
নিশ্চয়ই সে যাবে মরে।
দুঃখিনীর প্রাণ তুমি, তাহারে বধিয়া,
কাঙ্গালের ভাঙ্গাঘরে কি হবে আসিয়া?
মাধুকরী করি, কখন যে গৃহে ফিরি
কিছু নাহি ঠিক!
জুটে কোনদিন, কভু অন্নহীন—
কেহই দেয় না ভিক্।
কি দিব তোমায় কাঁদিলে ক্ষুধায়?
খাই বা না খাই চিন্তা কিছু নাই,
বসে সুখে হরিগুণ গাই।
পেটে ক্ষুধা মুখে হাসি
বুকে হরিনাম—
কি আর হইতে পারে
বৈষ্ণবের ভাঙ্গা ঘরে,
এর চেয়ে বল প্রভো
আনন্দের মহোচ্চ তুফান্!

তুমি এলে পরে, তেল নুন ক'রে,
পাছে মরি ঘুরে, এই ভয় বাসি—
যাই দেখি কি বলে সে,
শুধাইয়া আসি।

(সনাতনের সভয়ে প্রবেশ)

সুরে।

যশো। এস তবে এস তবে এস সনাতন,
এলে যদি নিতে অক্রূরের মত
আমার হৃদয় ধন।
তুমি এলে নিতে
বলেছে সে ছেড়ে দিতে,
কাল রাত্রে, কালরাত্রে
দেখায়েছে—দেখিয়াছি নিষ্ঠুর স্বপন!
সে আমার আদরের ছেলে, মদনমোহন
যখন চেয়েছে যাহা,
তখনই দিয়াছি তাহা,
কিন্তু এ বিষম চাওয়া
কে শিখালে, তারে সনাতন?

কোন দিন তার ইচ্ছা
করি নাই অবহেলা ;
দেখিয়া দুর্ব্বল মোরে
যেতে চায় অন্যত্রে—
বুঝিয়াছে মনে মনে
'না' বলিতে হবে না সাহস,
পারিবে না কাঁদাইতে—
মুখ তার করিতে বিরস।
কি দোষ তোমার সনাতন ?
ইচ্ছাময়—তার ইচ্ছা হউক পূরণ !
ছাড়িয়া দুঃখিনী মায়
সে যদি গো যেতে চায়,
যাক্ সে, আমি কেন করিব বারণ ?
ছেলে যাতে সুখী হয়,
মার কি কর্ত্তব্য নয় ?
সে কর্ত্তব্য অবশ্যই করিব পালন ;
যদি না সহিতে পারি,
দারুণ বিরহ তারি,

এ জীবন দিব ডারি, যমুনার জলে;—
কি ফল হইবে বল তাহারে কাঁদালে?
তাহারে দিব না ক্লেশ;
নিজে মরি সেই বেশ—
সব দুঃখ হবে শেষ!
নিস্তব্ধ নিশীথে ঐ কালিন্দী সলিলে
হ'লে নিমগন।
না না আমি মলে কাঁদে যদি—
যদি কেন? কাঁদিবে নিশ্চয়!
মরিব না—মরিব না তবে,
কঠিন পাষাণ দিয়ে বাঁধিব হৃদয়।
নিয়ে যাও সাধু—
জীবন সর্ব্বস্ব মোর! মোর যাদুধন!
যাও শীঘ্র ক'রে, আপনার ঘরে—
দুর্ব্বল রমণী আমি—
মোহন! মোহন!—(মূর্চ্ছা)

(গান গাহিতে ২ সনাতনের প্রস্থান)

(ফুলসাজে সজ্জিত মদনমোহন বুকে করিয়া)

গীত।

তবে যাই তবে যাই ক'র না বারণ
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা হউক পূরণ !
চিরদিন এম্নি ক'রে কাঁদাইলে রমণীরে,
এ নহে নূতন।
কাঁদে যশোধারা এ নহে নূতন ধারা,
এ নহে এ নহে তব অভিনব আচরণ।
কাঁদিয়াছে যশোমতী
কাঁদিয়াছে (এম্নি ক'রে) উন্মাদিনী রাই,
কাঁদাইলে নবদ্বীপে (এম্নিকরে)
বিনাদোষে বৃদ্ধা শচীমায়,
(এম্নি ক'রে) একদিন কাঁদাইলে
পশু পাখী বৃন্দাবন।
কেঁদেছিল সীতা সতী, কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া,
(এম্নি ক'রে) কেঁদেছিল কৌশল্যার হিয়া,
লুকাচুরি ছাড়াছাড়ি চিরদিনই আছে হরি,
রমণীরে (এম্নিকরে) অঁখিনীরে চির নির্যাতন

তৃতীয় দৃশ্য।

বৃক্ষতলে সনাতনের কুটীরে মদনমোহন।

(সনাতন একাকী)

সনা। কুটীর বেঁধেছি আমি আজ,
বৃক্ষতল দিয়েছি ছাড়িয়া—
বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে বিষয়ীর সাজ,
তাহার আদেশ ব'লে লয়েছি তুলিয়া।
এক মুষ্টি তণ্ডুলেই লভেছি সন্তোষ
উপবাসে কোন দিন করিয়াছি গত;
কিন্তু আজ ভাবিতেছি সমস্ত দিবস,
কাল প্রাতঃকালে চাই ভোগ মনোমত।
মদনমোহন মোর আদরের ধন—
দরিদ্র দেখিয়া মোরে, যা পায় তা খায়,
শুধু ভাত খেতে খেতে একটু লবণ,
চেয়েছিল মুখফুটে কাল্‌কে সন্ধ্যায়।
সে দিন শুকনা রুটি গলাতে বাধিল,
কি কষ্ট বাছার!
নয়নেতে আসে অশ্রুধার—

একটু ঘৃতের তরে মুখচেয়ে র'ল !
মাধুকরী করি আমি অযাচিত ভাবে ;
ঘি লবণ কে আমাকে ইচ্ছাকরে দিবে?
বিষয়ীর কাছে আমি কেমনে মাগিব ?
চেয়েছে মোহন মোর কেমনে বলিব ?
হারে হারে হারে মোর সোনার মোহন
কাঙ্গালের ঘরে কেন এলে যাদুধন ?

(মাঝি মাল্লা সহ সওদাগরের প্রবেশ)

মহাশয় সর্ব্বনাশ হইয়াছে মোর !
আটকাইয়া গেছে তরি চড়ায় লাগিয়া,

মাঝি। টানাটানি যতকরি, যত করি জোর
প্রাণপণে যত বলি বদর বদর,
ততই পাঁকের মধ্যি যায় লা বসিয়া !
বড়ই মুস্কিল হল বোঝাই লইয়া !

সও। মানুষের যাহা সাধ্য করিয়াছি তাহা,
বড়ই সঙ্কটে সাধু পড়েছি অসিয়া ;
শরণ লইনু প্রভো রক্ষা কর মোরে—
তোমার কৃপায় দেব সব হতে পারে,

কিশোর বয়স্ক একজন,
নাম তার মদনমোহন
এই মাত্র এই কথা বলে দিল মোরে।
মাঝি। কৃপা করি এ সঙ্কটে কর যদি রক্ষে,
প্রতিজ্ঞা করিনু মুই কায়মনোবাক্যে
এবার বাণিজ্যে যত উপায় হইবে,
সমুদয় দাস তব পাদপদ্মে দিবে।
সও। মন্দির নির্ম্মাণ করি সেবার শৃঙ্খলা,
করি দিয়া গৃহে যাব প্রতিজ্ঞা করিলা,
সনা। যাও তুমি সদাগর ভয় নাই আর—
দেখে এস ভসিয়াছে জাহাজ তোমার।
যমুনর জলে বৃন্দাবন কুলে
বেধে গেলে তরি—ল'ও হরিনাম,
আজ হ'তে হরিনামে তুলিও বাদাম।
যে আজ্ঞা ঠাকুর,
আজ হ'তে দ্যাশে দ্যাশে এই বার্ত্তা
করিব প্রচার ;—
ভেসে থাকে যদি তরি প্রসাদে তোমার।

(জনৈক মাল্লার প্রবেশ)

মাল্লা। সুন্দর বদন একজন
মদনমোহন তার নাম,
গুণ ধরি টানে তরি—
অতি চমৎকার !

সনা। লবণ ঘৃতের তরে তবেকি মোহন,
গুণ ধরে টেনে দিলা ? করি নিরীক্ষণ।
শ্রীহস্তে গুণের দাগ দেখ দেখ চেয়ে !
দেখ দেখ স্বেদধারা
পড়ে গাত্র বেয়ে !

(পাখার বাতাস করিতে ২)

সনা। হারে রে বালক তব এ কি আচারণ ?
এত কষ্ট ও শরীরে কেন যাদুধন ?
সামান্য নূনের তরে কেন টানা গুণধরে?
কেন গেলে এত রৌদ্রে কেনপরিশ্রম ?
হা হা আমি কেন না গেলাম বাড়ি বাড়ি
কেন না আনিনু নুন করি মাধুকরী
আমার সোনার ছেলে মদনমোহন,

একি কষ্ট ! একি কষ্ট !
একি পরিশ্রম!— — (মূর্চ্ছা)
মাঝি। কি আশ্চর্য্য যাহা দেখি
সবই চমৎকার !
যেমন ফকির, তেমনি ঠাকুর—
দয়ার অবতার !
মাল্লা। আপনি এসে হেসে হেসে
বোঝায় নৌকা তুলে দেয়,
শক্তিমান্ এই ভগবান
ঠিক আমাদের এম্‌নি চাই।
(মাঝি মাল্লার গীত করিতে ২ প্রস্থান)
জীবন তরি ভাসয়ে জলে,
আমরা এম্নি করে গাইব গান ;
এম্নিকরে হরিবলে তুলব মোরা প্রেম বাদাম
ভাঙ্গা ডহর সমান হবে
ভাঙ্গা নৌকা উঠে যাবে
(ও) নামের গুণে ভাসবে জলে ভার পাষাণ।
গুণ ধরে কাছে এসে,

টানবে তরি হেসে হেসে,
ও সে শ্যাম নবঘন, মদনমোহন
থেমে যাবে ঘোর তুফান।
আমরা সবাই মিলে হরি বলে
(ও) তার দেখব সুখে চাঁদ বয়ান।

চতুর্থ দৃশ্য।

যমুনা তীরস্থ সনাতনের কুটীর।
(জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্ম। অন্নাভাবে ক্লিষ্ট মন,
দরিদ্র ব্রাহ্মণ—
আমি জপিলাম শিব মন্ত্র,
নিশিদিন অবিশ্রান্ত,
প্রসন্ন দেবতা দিলা উপদেশ—
যাও বৃন্দাবন, যেথা সানতন ;
মাগ তাঁর কাছে স্পর্শমণি আছে
চির দুঃখ হবে শেষ,

চাহিলেই করিবে অর্পণ ;
স্পর্শমণি পেলে পরে
অন্নাভাব যাবে দূরে,
ধন ধান্যে ভরিবে ভবন।
তাই আসিয়াছি দেব বহু আশা করি,
রাখ রাখ শিবের সম্মান,
দয়া করি ভিক্ষুকেরে স্পর্শমণি কর দান।

সনা। স্পর্শমণি মোর কাছে ঠিক কথা ?
বলেছেন যোগীশ্বর ?

ব্রাহ্ম। ঠিক কথা
নহি মিথ্যাবাদি যদিও দরিদ্র নর।

সনা। স্পর্শমণি ! স্পর্শমণি !
হাঁহাঁ ! আছে ! আছে বটে
ওই যমুনার তটে ;
এস চল মোর সাথে দিব দেখাইয়া—
বহুদিন নহে গত
বালুকাতে রেখেছি পুঁতিয়া।
ঐ ঐ ঐ খানে ! একটু দক্ষিণে !

ব্রাহ্মণ। (বালি খুঁড়িতে ২)
কেন দূরে অশ্নি করে?
আসুন না কাছে,
এই পাইয়াছি মণি
এতক্ষণে বালুকার মাঝে!
এই কিনা দেখুন আপনি।
কেন যান সরে?

সনা। অস্পৃশ্য—অস্পৃশ্য ও যে
যাও নিয়ে আপনার ঘরে,
প্রণাম—বিদায়।

(সনাতনের কুটীরে প্রস্থান)

চলে গেল—ছুঁলেনাক অস্পৃশ্য বলিয়া
দূর হ'তে ঘৃণা ক'রে
দেখাইল মণি মোরে কি যেন ভাবিয়া,
সত্যই কি ইহা এতই ঘৃণিত?
কেন ঘৃণা?
যার তরে আমি লালায়িত এত।
ইহা হ'তে আছে কি উঁহার

মূল্যবান্ কিছু আর ?
তুলনায় যার ইহা অস্পৃশ্য অসার।
অবশ্যই আছে, কিন্তু কি সে বস্তু !
স্পর্শমণি তুচ্ছ গণি যার কাছে ?
কত নিশি জাগি,
করিয়াছি জপ যার লাগি,
ঘৃণ্য ইহা তুচ্ছ ইহা—
স্পর্শমণি নাহি মাগি,
যাই ফিরে চাই সেই ধন,
যাহা পেয়ে স্পর্শমণি তুচ্ছ করে সনাতন !
সনাতন, কোথা সনাতন !
আসিয়াছি ফিরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

সনা। এখনও দরিদ্র ?
কেন কোথা স্পর্শমণি ?
বক্ষস্থলে করে ? দাঁড়াও বাহিরে !
দূর হ'তে কি বলিবে শুনি।

ব্রাহ্ম। ঘৃণিত এ ধন চাহিনাক সনাতন !
লহ ইহা ফিরে কিম্বা বল দয়া করে,

দিই ফেলে যমুনার নীরে।
সনা। দিবে ফেলে স্পর্শমণি?
যার তরে এত পথ এসেছ হাটিয়া,
করিয়াছ নিশি দিন শিবের সাধনা,
দিবে ফেলে কেন—কেন এ কল্পনা ?
ব্রাহ্ম। চাহিনা এ ধন সনাতন,
দাও মোরে তাই,
যাহা পাইয়াই
স্পর্শমণি তুমি স্পর্শ কর নাই।
নাহি দাও উপবাসে ত্যজিব জীবন!
আশুতোষ দিলা উপদেশ,
স্পর্শমণি অমূল্য রতন;
তুমি কর মোরে সেই ধনে ধনী
যাতে স্পর্শগুণি তুচ্ছ গণি
তোমার মতন।
ফেলে দেও ছুড়ে, যমুনার নীরে,
তবে বিষয়ের দুরন্ত ও বিষ!
এস সঙ্গে মোর হরিনাম কর অহর্নিশ।

ব্রাহ্ম। দূর হও ভব রোগ।

(স্পর্শমণি যমুনায় নিক্ষেপ)

বেশ: কথা এস তবে।

গীত

লও হরিনাম, কর কর হরি গুণ গান
হরিপ্রেমে হও মাতোয়ারা ;
হরিবলে কাঁদ, প্রেমে বুক বাঁধ,
নয়নেতে অশ্রুধারা
বিষয়ের মরীচিকা দেখিয়া সম্মুখে,
যদি যাও কভু ভুলে সেই দিকে
ও ভাই বদন ভরি ব'ল হরি হরি,
মরু মাঝে পাবে সাড়া ॥
দারুণ পিপাসা শীঘ্র হবে ক্ষয়,
সুখের সরসী হইবে উদয়,
হবে প্রাণ মধুময়,
হৃদয় অমৃতে ভরা ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

সনাতনের কুটীর—সম্মুখে পথ।

(পথে আকবর, ভৃত্য ও শরীররক্ষীগণ)

(আকবর স্বগত)

আক। স্পর্শমণি এই জলে দিয়াছে ফেলিয়া?
কৈ এত চেষ্টায় মণি নাহি পাই—
নামাইয়া জলে, দিলাম হস্তীর দলে,
জিঞ্জির বাঁধিয়া পায়;
শিকল সুবর্ণ হল ঠেকিয়া মণিতে—
কিন্তু মণি না মিলিল এত যতনেতে।
মিলিল না বেশ হল,
মণিতে কি কাজ?
বিয়য়ের বিষ কেন অহর্নিশ,
ঢালিতেছি আজীবন হৃদয়ের মাঝ?
যাহা পেলে স্পর্শমণি তুচ্ছ করে নর;
দেখি যাই যদি পাই সে সুধা আকর।
শুনিয়াছি নাম তাঁর,

যাই দেখি কুটীরের দ্বার ;
করি দরশন, সাধুর চরণ,
নিভৃতে প্রাণের কথা, হৃদয়ের মর্ম্মব্যথা
বড় ইচ্ছা করি নিবেদন।
হীরক খচিত রত্নসিংহাসন হ'তে
উঠিতেছে অহর্নিশ যে শ্বাস প্রশ্বাস—
একদিকে তার, শত ধনাগার—
অন্যদিকে "নরৌজের" সহস্র বিলাস ;
অভ্যন্তরে
মর্ম্মস্পর্শী দুরন্ত অনল,
স্তর হ'তে স্তরান্তরে করিছে প্রবেশ—
শুধু জ্বালা! শুধু জ্বালা! শুধু হলাহল!
অনন্ত নরকে যেন সব অবশেষ !
বুঝিতেছি সুখ নাই কামিনী কাঞ্চনে,
বুঝিতেছি শুধু ইহা মোহ মরীচিকা ;
কিন্তু কি নেশার ঘোরে—
অবসন্ন করে মোরে,
নয়ন আবৃত করে শত কুজ্ঝটিকা ;

দিল্লীশ্বর শক্তি শূন্য সে নেশা দমনে!
একদিকে মোগলের উচ্চ সিংহাসন,
হা অদৃষ্ট!
অন্য দিকে বৃশ্চিকের সহস্র দংশন!
প্রবৃত্তির এই পথে
আজ হ'তে না করি প্রস্থান,
অন্য পথ—নিবৃত্তির করিব গ্রহণ :
দেখি যাই, যদি পাই, তাঁহার সন্ধান,
চাই গুরু খুলে দিতে এ অন্ধ নয়ন।
(সনাতনের কুটীর দ্বারে গমন)

সনা। কেন এত জন কোলাহল?
কে তুমি দাঁড়ইয়া কুটীরের দ্বারে?
এমন করিয়া হা রে! —
নয়নেতে অশ্রুজল?

আক। দিল্লীশ্বর আমি চাহিমাত্র দরশন,
শুনিয়াছি লোক মুখে তুমি মহাজন

সনা। দিল্লীশ্বর!
দরিদ্র বৈষ্ণব আমি করি নিবেদন,

নিষেধ আমার রাজ দরশন।

আক। নামে রাজা,——

কিন্তু আমি বড়ই কাঙ্গাল !

ধনের কাঙ্গাল আমি রূপের কাঙ্গাল—

কাঙ্গালের শিরোমণি !

সহস্র লালসা বুকে,

দিবানিশি অতি দুঃখে

করিতেছি হাহাকার ধ্বনি !

ভারতের সহস্র ভাণ্ডার

করিয়াছি বিলুণ্ঠন,

সহস্র সৌন্দর্য্য দিয়া

ঘিরিয়াছি বিলাস ভবন ;

কিন্তু অহর্নিশ করি হাহাকার !

যত পাই তত চাই—

শেষ নাহি হয় কামনার !

ঘৃতাহুতি ঢালিতেছি জ্বলন্ত অনলে,

শত অগ্নিশিখা মোর হৃদয়েতে জ্বলে—

নাহি কোন জুড়াবার স্থান ;

কর দেব দয়াকরি এ অগ্নি নির্ব্বাণ !
শান্তিবারি কর বরিষণ।
দিল্লীর ভাণ্ডারে মোর সব আছে,
আছে কত অমূল্য রতন,
কিন্তু নাহি দরিদ্রে ভূষণ—প্রেম ধন ;
প্রেমের কাঙ্গাল আমি——

সনা। ফল্গুনদী তুমি রাজা
আছে বারি অন্তরে লুকান,
বুঝিয়াছি কথার প্রসঙ্গে
প্রাণ তব প্রেমেতে মাখান।
কিন্তু নাহি এমন দরদী—বালি খুঁড়ে
দেখাইয়া দেয় কেহ অমৃতের নদী।
কর রাজা আজ হ'তে
সদ্ গুরুর অন্বেষণ—
তমসের মাঝে পাবে তপস্—জীবন।
হরি দয়াময়, দিলে পদাশ্রয়,
এই বসুন্ধরা হবে মধু ভরা,
প্রেম ভক্তি সোমরস হবে পরিশ্রুত,

ইহকাল পরকাল একত্রে মিলিত।
ক্ষুদ্র নহে মানবের ইতিহাস রাজা !
এই রক্ত মাংস নহে শেষ !
মরণের নদী মাঝখানে—
পরপারে আছে এক পুণ্যময় মহাদেশ।
স্থূল পুড়ে হয় ছাই, সূক্ষ্ম চলে যায়,
কর্ম্ম অনুরূপ পরিয়া নূতন বেশ।
কেহ পশু, কেহ পাখী, ধরে কেহ
নরের আকার, অবিদ্যার বশে,
থাকি সেই দেশে, পুন ফিরে আসে,
গতাগতি এ সংসারে করে বারম্বার।
বিষয়ের মরীচিকা ভুলায় তাহারে,
ফেলে দীর্ঘশ্বাস—
অতৃপ্ত পিয়াস অবিদ্যার দাস,
তমসের ঘন অন্ধকারে !
কিন্তু প্রেমভোরা রূপ—শ্রীহরি স্বরূপ,
আসেনাক আর ফিরে,
সেবা প্রার্থি হ'য়ে, হরিমুখ চেয়ে,

থাকে পরিষদে ঘিরে।
বিমল আনন্দ এই—
এর চেয়ে কিছু নেই রাজা !
মানবের হয় ইহা সর্ব্বোচ্চ বিকাশ,
সেবা প্রেমে মাখামাখি:—
তাঁরে ঘেরা হৃদয়ের প্রতি অভিলাষ।
অন্যেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা দিয়া বিসর্জ্জন,
জীবনের মধ্যকেন্দ্রে
কর তাঁরে সংস্থাপন।
'তবাস্মি' এ পূত মন্ত্র
আজ হতে কর ধ্যান ;
নূতন করিয়া গড় হৃদয়ের উপাদান !
জীব সেবা লয়ে বুকে নিম্নে দিল্লীশ্বর,
ঊর্দ্ধে তিনি —(প্রেম) আলিঙ্গনে
বাঁধা জীব জড় !

আক। কর আশীর্ব্বাদ সাধু, কৃপা ক'রে—
ভাসি যেন প্রেম নীরে। (শিরস্পর্শ)
ভাঙ্গিয়া যেতেছে ধার

এত কৃপা মোর প্রতি—
দেও দেও অনুমতি,
বেঁধে দিই যমুনার পার,
পরে যাবে কুটীর তোমার।

সনাতন (স্বগত)
ঐশ্বর্য্যের নাহি সীমা—এখনও গরিমা!
(প্রকাশ্যে) আচ্ছা কর অভিরুচি যা তোমার;
বেঁধে দিও ঠিক বাঁধা যেমন দু ধার।

আকবর। (স্বগত)
ওকি দেখি! অহো একি চমৎকার!
মণি মুক্তা প্রবালের একি ছড়াছড়ি!
অনন্ত—অগণ্য—অসীম—উজ্জ্বল—
করে ঝলমল! হীরকের রাশি!
ও কি সারি সারি!
জগতের পতি—প্রভু যার,
দিল্লীশ্বর কোথা লাগে তার?
বুঝিলাম গুরু তুমি সনাতন,
দেখাইয়া দিলে, অন্ধ আঁখি খুলে,

স্পর্শমণি ছলে—অমৃতের প্রস্রবণ!
(প্রকাশ্যে) ক্ষমা কর অপরাধ,
গুরু তুমি কি বলিব আর,
শিখাইলে দিল্লীশ্বর—বৃথা দর্প—
বৃথা তার রত্নের ভাণ্ডার!
যমুনার তীর বেড়েছে প্রাচীর,
নহে তাহা ইষ্টক প্রস্তর!
রতন মুকুতা দিয়ে রাখিয়াছ সাজাইয়া
স্তর হ'তে প্রতি স্তর!
আজ মোর দূরে গেল
ধনী আমি এই অভিমান;
বুঝিলাম, কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমিক যে জন
এ জগতে কে তার সমান?
ধন্য তুমি! ধন্য কৃষ্ণভক্ত মহাজন!
করহ আদেশ কোন, সাধ্যমত প্রাণপণ
বড় ইচ্ছা করি তা পালন,
সনা। আজ হ'তে নিরাপদ কর বৃন্দাবন,—
প্রতি পশু পাখী, প্রত্যেক মন্দির,

প্রতি বন, প্রতি লতা,
প্রতি ফুল ,প্রতি পাতা,
পুণ্যময় যমুনার তীর,
রক্ষণের ভার, শুন আকবর
তোমার উপরে আজ হ'তে
করিলাম সমর্পণ ;
দেখ যেন নাহি আসে হেথা
দুরন্ত যবন।

আক। তাই হবে, কর আশীর্ব্বাদ,
পূরে যেন মনোসাধ।

-※—

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উড়িষ্যার পথে সত্যভামাগ্রাম।

(বটবৃক্ষ তলে শ্রীরূপ)

রূপ। প্রাণপণে এত পথ এসেছি ছুটিয়া—
পাই যদি দরশন, গৌরভক্ত গণ,
কিন্তু শুনিতেছি যান নাই তাঁরা,
এই পথ দিয়া।
প্রিয়তম সহোদর অনুপ আমার,
ছেড়ে গেল—দেরী হ'ল
তাই আসিবার।
বড় শ্রান্ত দেহ, আসিছে না কৈ কেহ?
না আসিল, নাহি প্রয়োজন;
হরি হরি হরি ব'লে—
শুই এই বৃক্ষ তলে,
কাল প্রাতঃকালে উঠে করিব গমন।

অবসন্ন দেহ, তাই ভয় কখন কি হয়!
কৃষ্ণলীলা লেখা গুলি রাখিত শিয়রে,
মরি যদি—মরি যেন এই রূপ করে।
হরি বোল! হরি বোল! (শয়ন)

(সঙ্গীত করিয়া হরিনামের মালা হস্তে এক রমণীর ভূতল ভেদ করিয়া আবির্ভাব)

হরিনাম লইতে আলস্য ক'র না
যা হবার তাই হবে,
ভবে পেয়েছ দুঃখ, পেতেছ দুঃখ,
না হয় আরও পাবে।
ঐহিকের সুখ না হয় না হ'ল
সম্মুখে বিস্তৃত বৃহৎ পরকাল,
ভূমানন্দে ভরা অমৃত রসাল
সেই দেশে এস তবে।
পথের সম্বল সঙ্গে লহ হরিনাম
(ও যে অমৃত সমান)
যদি হবে ভবে পরিপূর্ণ কাম,
মৃত প্রাণে প্রাণ পাবে।

দেবী। সুপবিত্র আজ মোর হইল আবাস
সুপবিত্র আজ এই সত্যভামা গ্রাম ;
সার্থক হইল আজ সত্যভামা নাম—
এতদিনে পূর্ণ হ'ল হৃদয়ের আশ।
প্রাণাধিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ আমার,
ত্যাগের উজ্জ্বল ছবি পড়িয়া ধুলায়,
স্নেহভরে ক্রোড়ে করি মস্তক তাহার—
মুখ পানে চেয়ে থাকি যাবৎ ঘুমায় !
(মস্তক ক্রোড়ে ধারণ)
ধন্য ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ পদাশ্রিত গণ !
নিদ্রিত শরীর, কিন্তু এ কি দেখি
হৃদয় চেতন !
নিশ্বাস প্রশ্বাস ভ'রে উঠে হরিনাম,
কি অমৃত ! কি মধুর ! সাধকের প্রাণ !
নয়ন মুদিয়া আসে
কি জানি কি মদালসে—
জীবনের প্রতি স্তর হয় স্বরসিত,
মৃত প্রাণ শুনি নাম হয় সঞ্জীবিত।

কতদিন বসে আছি
মুখ চেয়ে এই খানে,
শত তরু বুকে করে সকম্পিত প্রাণে,
একটী ফুটন্ত ফুল অনন্ত সুবাসে ভরা,
হয় যদি. অভিব্যক্ত
মধ্যকেন্দ্র আলো করা—
কিন্তু হায় বিফল প্রয়াস !
এত যত্নে এত দিনে,
একটীরও হ'ল না বিকাশ !
শুধু আমি নহি একা,
এই রূপে এই স্থানে,
শত শত জন্মভূমি সকম্পিত প্রাণে
এই রূপে বসে আছে
অনন্ত নিরাশা মাঝে,
সাশ্রুনেত্রে চাহি মুখ পানে।
একটী সন্তান জেগে উঠে,
করে যদি হরি গুণ গান ;
বাঁধে যদি জীবনের বীণ, কোন দিন,

সেই তারে,
যে তারে বাঁধিলে, জাগে মহাপ্রাণ—
বাঁচে মরা, শুষ্ক তরু শোভে ফুল ভরে।
শত আশা, শত তৃষা,
শত গাঁথা পুরাতন,
প্রাণ ভরে রাখিয়াছি
বুকে করে আজীবন—
শত পুণ্য ইতিহাস বীরত্বের শত কথা,
শত ত্যাগে শোভান্বিতা,
পুরাতন আর্য্য গাঁথা।
কিন্তু হায় দুরন্ত আঁধার
ঘেরে চারিধার,
নীরব নিস্পন্দ হৃদয়ের তার,
সহস্র আহ্বানে দেয়নাক কেহ সাড়া;
বিলাস লালসা বুকে ক্ষণিকের সুখে,
কাম প্রপীড়িত—বসে অধোমুখে—
জড়পিণ্ড মৃত তারা।
শত মরণের গীতি, শত হাহাকার

উঠে চারিদিক হতে তার।
বিলাস লালসা বুকে স্বার্থ পর নর,
ক্ষণিকের সুখ লাগি উন্মত্ত অধীর,
ছুটাছুটি করে ;
একবার ভুলেও ভাবে না,
অভাগিনী জননী তাদের—
কত দুঃখ তাঁহার অন্তরে।
মশকের মত কেহ
বেড়িয়া কুসুম এক,
নৃত্য করে, বুকে বহে অনন্ত স্বপন—
সাদরে ধরিয়া বুকে,
মূহুর্ত্তের সুখে ছুটাছুটি করে কেহ,
মনে করে এই নিত্য ধন !
মরীচিকা ! মরীচিকা !
চতুর্দ্দিক মরীচিকা ভরা !
চারিদিকে জ্বলন্ত শ্মশান !
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, বীর্য্য,
সমস্তই হতমান !

জন্মভূমি নহে আর আনন্দ নিবাস,
শৃগাল কুক্কুর সেথা করে হাহাকার,
দেবালয় কপোতের বিলাস আগার ;
শ্বেত সৌধে বৃদ্ধা এক ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
জননীর যে দুর্দ্দশা আমাদেরও তাই
ঘনীভূত অন্ধকার উভয়ের বুকে,
পরিত্যক্ত ঘৃণ্য তুচ্ছ কাঁদি অধোমুখে।
আছে যারা মূর্খ তারা
মাতৃভূমি করিয়া আশ্রয়,
প্রেম ভক্তিহীন,
কপর্দ্দক লয়ে—
কাড়াকাড়ি করে রাতিদিন।
সামান্য স্বার্থের তরে,
এ উহার বুকে করে ছুরিকা আঘাত।
স্বদেশ স্বজাতি বলি
নাহি দৃষ্টি পাত।
গো ব্রাহ্মণ, দেব দ্বেষী যাহারা যবন—
পাঁচশ বৎসর ধ'রে

এই দেশে বাস ক'রে,
এখনও বুঝে না তারা স্বদেশ কেমন?
জন্মভূমি নামে তারা দূরান্তরে চায়,
সুফলা ভারতক্ষেত্রে মাতৃভাব নাই।
দরিদ্র কৃষক কুল
ওই যে দাঁড়ায়ে দূরে অতি ম্রিয়মাণ,
নীচ শূদ্র বলি যারা ঘৃণিত লাঞ্ছিত,
যদিও তাহারা হয় স্বদেশের প্রাণ,—
যাহাদের পরিশ্রমে দুঃখিনী ভারত,
সুফলা শ্যামলা বলে করে অভিমান—
শিক্ষার অভাবে তারা না থাকা সমান।
সব দিক যদিও আঁধার,
কিন্তু আজ বড়ই উল্লাস!
বহু সাধনার পরে
দুঃখিনী পেয়েছে ক্রোড়ে

হরিপ্রেমে অদ্ভুত বিকাশ!
আসিয়াছি আজ তাই

ধরিয়া স্বরূপ কায়,
তাই আজ নাহি মুখ শোকে ম্রিয়মাণ
থেক বাছা থেক ক্রোড়ে
এমনি করিয়া ওরে !
অভাগিনী ভারতের সুকৃতি সন্তান।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে—
এমনি করিয়া ক্রোড়ে
পাই যেন, প্রস্ফুটিত শত শতদল,
পণ্ডিতের শিরোমণি—
ভক্তি বৃক্ষে সুধাভরা ফল।
একি লেখা লিখিয়াছ রূপ ?
একি তাঁরই কোন ইতিহাস ?
অহো ! যা ভেবেছি ঠিক তাই !
এত দেখি মাধবের
বিদগ্ধ বিলাস !
আহা কি মধুর শ্লোক !
ঢালে প্রাণে পুণ্যালোক !
কি অপূর্ব্ব নামের মহিমা !

এ জগতে কোন্ কাব্যে ইহার তুলনা ?
" তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং
বিতনুতে তুণ্ডাবলি লব্ধয়ে,
কর্ণ ক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং ;
চেত প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ।"
ধন্য রূপ ধন্য তব লেখনী ধারণ!
তুমিই বুঝেছ ঠিক নামের মাহাত্ম্য
কেন এত—কি কারণ ?
যার নাম লয়ে অমৃত ঢালিয়ে,
করিছ এ অদ্ভুত রচনা,
রেখ রূপ দুঃখিনীরে,
যেমন ছিলাম পুরে,
চির পদাশ্রিতা দাসী—
এ মোর প্রার্থনা ।

ব্রজলীলা পুরলীলা একত্রে ঘটনা,
করিয়া নাটক যাহা করিছ রচনা।
" আমার নাটক পৃথক করহ রচন,
আমার কৃপাতে ইহা হবে বিলক্ষণ।"
বহিতেছে প্রাতঃ সমীরণ ;
এখনি উঠিবে রূপ—
অচেতন হতেছে চেতন।
যাই এ সময়, গাই নাম মধুময়।
বহুস্থানে শুনিয়াছি নামের মহিমা,
কিন্তু নামের মাহাত্ম্য হেন
নাহি ছিল জানা।
আহা কি মধুর শ্লোক !
ঢালে প্রাণে পুণ্যালোক।

(' তুণ্ডে তাণ্ডবিনী ' গাহিতে ২ প্রস্থান)

(সনাতন নিদ্রাভঙ্গে)

হরিবোল ! হরিবোল !
অদ্ভুত স্বপন !

সোনার প্রতিমা, যেন সত্যভামা,
ক্রোড়ে করে নিলা মোরে ,
কতই কাঁদিলা, কতকি বলিলা —
দুঃখিনী জননী শেষ, দিলা উপদেশ,
' আমার নাটক পৃথক করহ রচন
আমার কৃপায় নাটক হবে বিলক্ষণ ।'
তাই হবে জননীর অভিলাষ হউক পুরণ !
সার্থক হউক মোর লেখনী ধারণ !
সাহিত্যের গঙ্গাজলে,
প্রেম ভক্তি শতদলে
পূজে যেই জননীর পবিত্র চরণ,
তারই কার্ত্তি তারই যশ
তাহারই কাব্যের রস
মৃত প্রাণে ঢেলে দেয়
অমৃতের প্রস্রবণ ।
হইতেছে অরুণ উদয়,
যাই, এ সময় ।
(ভজ গৌরাঙ্গ গাহিতে২ প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হরিদাসের কুটীর

ভক্ত বৃন্দ সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

(চাল হইতে তালপত্রে লেখা শ্লোক হস্তে লইয়া)

শ্রীগৌ। আমার মনের ভাব এই সুনিশ্চয়!
কেমনে জানিল রূপ, বলহে স্বরূপ,
ঠিক যেন একই শ্লোক কিছু ভিন্ন নয়!
একই ছন্দ, একই ভাষা,
একই ভাব, একই তৃষা,
এক উদ্দেশ্য বুকে করে রয়েছে উভয়।
তুমি কি বলেছ তারে ?
এই নাও দেখ পড়ে—
কি সুন্দর শ্লোক দ্বয়!

স্বরূপ। (শ্লোক পাঠ)
(১ম) " যঃ কৌমারহরঃ স এব হি
বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা।
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ

প্রৌঢ়া কাদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র
সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ।
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ”
(২য়) “ প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ
সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত।
স্তত:সা রাধা
তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে।
মনো মে কালিন্দীপুলিন
বিপনায় স্পৃহয়তি ॥
(স্মিতমুখে)
শুষ্ক কাষ্ঠে শীর্ণতন্ত্রী হলে সংযোজিত,
ঘাত প্রতিঘাতে তার
মধুর সঙ্গীত ধার
উঠে যবে তাহা হতে কর্ণরসায়ন—
চাহি মোরা যথা সুখে,

ভক্তিভরে তারই মুখে—
বীণাধারী পশ্চাতেতে ব'সে যেই জন।
তেমনি এ ছন্দ, ভাষা, পবিত্র কল্পনা!
যাহা কিছু প্রভো!
মনে জানি তোমারই করুণা!
অন্ধ আঁখি এই ভাবে ফুটাইয়া দিতে
বল প্রভো, তোমা ছাড়া!
কে পারে জগতে?
তুমি করিয়াছ রূপে,
কোন দিন কোন ভাবে
শক্তির সঞ্চার—
তব শক্তি পেলে কি আশ্চর্য্য আর?
কাষ্ঠ পুত্তলিকা সেও পারে
লইতে এ গুরু ভার।

শ্রীগৌ। যোগ্য পাত্র মনে ক'রে
এক দিন তায়,
করেছিনু উপদেশ কাশীধামে;
আহা কি মধুর উৎস

উচ্চারিত হরিনামে !
কি মাধুর্য্য কবিতায় !
(পুঁথি হস্তে রূপের প্রবেশ ও প্রণাম)
শ্রীগৌ। আহা এই কি সে শ্রীহরির
পুণ্যময় গীতি ?
আহা কি সুন্দর রূপের অক্ষর,
ঠিক যেন মুকুতার পাঁতি !
দুই খণ্ড ? এই বেশ—উত্তম কল্পনা !
দিয়াছেন ঠিক আদেশ দেবী সত্যভামা—
'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করহ ব্রজ হতে,
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে।
পড় রূপ পড় পড় সেই পুণ্য শ্লোক,
যাহা শুনিলে দূরে যায়
মোহ দুঃখ শোক।
জনৈক সুন্দর বালক (কানুপ্রিয়)
প্রভুর আদেশ যবে, পড়িতেই হবে !
রূপ। পড়িতেই হবে ? পড়ি তবে।
তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং

রূপ সনাতন

বিতনুতে তুণ্ডাবলি লব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণাংর্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং ;
চেত প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ।

(সকলের হরিধ্বনি)

রামানন্দ রায় ।

" নাম মাহাত্ম্য শুনিয়াছি অসংখ্য অপার,
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাই আর ।
তোমা শক্তি বিনা জীবে নহে এই বাণী
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি

শ্রীগৌ ।"আমা সনে ইঁহার প্রয়াগে মিলন ।
ইঁহার গুণে ইঁহায় আমার
তুষ্ট হইল মন ।
মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার ।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥

সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর,
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর।
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন,
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম।
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ
তৈছে তাহার রীতি—
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাঁহাতেই স্থিতি।
এই দুই ভাই আমি
পাঠাইল বৃন্দাবনে,
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে।
রামা। "স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস
করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে॥
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সে করিবে,
জগৎ তোমার বশ।

শ্রীগৌ। তোমার পার্শে যে সব সিদ্ধান্ত
করিনু শ্রবণ।
সেই পঞ্চরস তত্ত্বের মধুময় প্রস্রবণ॥
রূপের হৃদয়ক্ষেত্রে করিয়া স্থাপন।
বলেছিনু তাহার বিস্তার মনে
করিতে ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে,
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে॥
মনে হয় তাহারই এ ফল,—
এই নাম সমুজ্জ্বল।

হরি। " পরম সৌভাগ্য তব
ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে তুমি বর্ণিলে তার
কে জানে মহিমা॥

রূপ। 'কখন কি লিখি আমি কিছুই না জানি
যেই মহাপ্রভু কহেন সেই কহি বাণী॥
হৃদি যস্য প্রেরণয়া
প্রবর্তিতোঽহয়ং বরাকরূপোঽপি।

তস্য হরেঃ পদকমলং
বন্দে চৈতন্য দেবস্য ॥

রামা ।'বল ভাই কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি,
যাহার ভিতর এই অমৃতের খনি ।

স্বরূ । মধুময় কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে,
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্রে বর্ণিতে,
আরম্ভিয়াছিলা, এবে স্বপ্নে আজ্ঞা পাঞা
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া,
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব—
দুই নাটকের প্রেমরস অদ্ভুত সব ।

রামা ।পড় রূপ পড় শ্লোক ইষ্টদেবের বর্ণন
কেন ভাই সঙ্কুচিত হইতেছে মন ?

শ্রীচৈ । "গ্রন্থ ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে,
কেন রূপ কি কারণে সঙ্কুচিত লাজে ?

রামা । দুই গ্রন্থে আছে যাহা
একে একে পড় তাহা ।

রূপ । (স্মিতমুখে)
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,

সমর্পয়িতুমুন্নতজ্জ্বোলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্‌,
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্‌ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥

শ্রীগৌ। অতিস্তুতি!
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু!
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি ক্ষারবিন্দু?
রামা। রূপের কবিতা প্রভু অমৃতের পুর—
তার মাঝে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।
শ্রীচৈ। অতি স্তুতি হয় ইহা,
ইহাতেও কেন রায় তোমার উল্লাস?
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস!
রামা। কি বল স্বরূপ তোমারও কি এই মত?
স্বরূপ। কি বলিব রায়—তুলনা কোথায়?

শুনেছি জ্যোৎস্নালোকে
কোকিল কূজন,
মধ্যাহ্ন মেঘের পাশে চাতকের তান ;
শুনেছি নিরাশ হৃদে আশার গুঞ্জন,
বন্ধুহীন দূরদেশে স্বদেশীর গান ;
শুনেছি বীণার ধ্বনি গভীর নিশায়,
জাহ্নবীর মধু মাখা পবিত্র নিস্বন,
শুনিয়াছি সামবেদ ললিত ভাষায়,
পতিপ্রাণা রমণীর প্রেমসাম্ভাষণ, —
কিন্তু কভু শুনি নাই ভাই
মধু দিয়া গড়া ! প্রাণ মন হরা ।
এমন অমৃত ভরা কবিতা কোথায় ?

শ্রীগৌ। (হাসিতে ২বালকের চিবুক ধরিয়া)
তোমারও কি ঐ মত ? সুন্দর বালক

কানু। তুমি ভালবাস মোরে
থাক প্রাণ আলো করে
তাই বুঝিয়াছি আজ এই পুণ্যশ্লোক,
অতি স্তুতি নহে প্রভো,

মহাসত্যে উদ্ভাসিত
তোমারই আলোক।
তব মুখ পানে চেয়ে
বুঝেছিনু এক দিন,
মরমের প্রাণভরা গভীর উচ্ছ্বাসে,
যুগ যুগান্তর ধরি,
অনন্ত—অসীম বারি—জলনিধি,—
কেন ছুটে আসে ?
প্রতি জলকণা তার,
বুকে ব'হে গুরু ভার,
সহস্র যোজন—কেন করে অতিক্রম ?
কাহার উদ্দেশে
ছুটে আসে ?
কেন প্রভো কি কারণ ?
বল প্রভো বল বল,
নহে কি এ অভিলাষ তার ?
রাতুল চরণে, ক্ষণে ক্ষণে—
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি

গম্ভীর হুঙ্কার ছাঁড়ি—
(জয় জগন্নাথ বলি) দিবে উপহার,
সমগ্র হৃদয় ভার ;
তাই উঠিছে না ওকি ?
উচ্চ হ'তে উচ্চতর তিনটি তুফান !
উর্ম্মিমালা—সীমা হ'তে সীমান্তরে
সফেন মহান্ !
বল প্রভো ! বল বল !
অনন্ত জলধি জল
হইতকি পরিস্ফুট এমন সুন্দর ক'রে ;
বুঝিতে কি পারিতাম মোরা—
যদি তার তটস্থিত তিনটি তুফান্,
ভাবাবেশে, ছুটে এসে, ব্যাকুল পরাণ,
অবিরত না পরিত ঢলি,
শ্যামলের পদধূলি—বালুকা উপরে ?
ভক্তগণ যথা হন নিপতিত,
প্রভুর চরণে—প্রেমোন্মত্ত,
নেত্রে অশ্রুধারা !

প্রতি ক্ষুদ্র জলকণা ব্যাকুল অন্তর,
তাহারই যেমন ওই উজ্জ্বল প্রমাণ,—
সিন্ধু কুলে উঠিতেছে তিনটি তুফান,
—অবিরাম,
যার প্রতি সমগ্র ভুবন
মুগ্ধ নেত্রে আছে চেয়ে—
শ্রীরূপ লিখিত এই পুণ্য শ্লোক ত্রয়,
কি বলিব প্রভো, ঠিক যেন মনে হয়,
সুবিশাল কাব্য সিন্ধু মাঝে—
সেই ভাবে আছে, সমুন্নত দাঁড়াইয়ে।
বৈষ্ণবের হৃদয়ের পবিত্র উচ্ছ্বাস,
জলকণা সম যেন একীভূত হ'য়ে,
সৃজিয়াছে সুমহান্ তিনটি তুফান,
নামে প্রেমে মধু ঢেলে দিয়ে।
সত্য কিনা বল, বল দয়াময় ?
(হরিদাস বালককে বুকে করিয়া)
সত্য সত্য মহাসত্য এই শ্লোক ত্রয় !
ভক্তের হৃদয় তটে এই পুণ্য শ্লোক,

আজ হতে তুলিবেক প্রেমের তুফান ;
মুগ্ধনেত্রে দেখিবেক জগতের লোক,
জয় যুক্ত হবে ভবে শ্রীচৈতন্য নাম।
ওই দেখ, ওই চেয়ে,
ওই তার আয়োজন !
ওই শুন ডঙ্কা বাদ্যে
কি বলেন সার্ব্বভৌম।

সার্ব্বভৌম প্রমুখ জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের
নিম্নলিখিত শ্লোক গাহিতেগাহিতে আগমন
এবং অপর সকলের সেই সঙ্গে যোগ দিয়া প্রস্থান।

১। বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

২। " অনর্পিতং চরীং চিরাৎ " প্রভৃতি

তৃতীয় দৃশ্য।

(সমুদ্রের বালুভূমে সনাতন
অদূরে হরিদাসের কুটীর)

সনা। অমার প্রাণের ধন—মদনমোহন
বলে দিলা কাণে কাণে,
নীলাচলে প্রভু তব
ডাকিছেন কি কারণে !
সুদূর মথুরা হ'তে
তাই আসিতেছি ছুটে
প্রভুর নিকটে।
যে আশা ধরিয়া বুকে,
এত দিন লক্ষমুখে,
গহন কানন, গিরি সুদুর্গম,
করিলাম অতিক্রম—
নদ, নদী, মরুভূম, প্রান্তর অপার !
নিজ কর্ম্মদোষে, অবশেষে,
হায়, একি হ'ল পরিণাম তার !

উপবাসে, দীর্ঘক্লেশে, পানীয়ের দোষে,
উপজিল চর্ম্মরোগ—পাপরোগ
সর্ব্বাঙ্গে আমার !
বড়ই দূর্ব্বল দেহ, অবসন্ন মন,
কণ্ডু হ'তে অবিরত পরিতেছে ক্লেদ,
এ জীবনে একবার, অহো বড় খেদ !
মিলিল না। পরিশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ !
অনন্ত যাতনা নিয়ে মৃত্যু সেই ভাল,
পড়ি পড়ি বুঝি হরি, মস্তক ঘুরিয়া এল !
জয় শ্রীশচীনন্দন !
জয় মদনমোহন ! (মূর্চ্ছিত প্রায়)

(পরক্ষণে)

গুরুনামে, হরিনামে
অন্ধকার নাহি আর চোখে,
এ কি বল দয়াময় দিলে ভগ্ন বুকে !
না আসিতে নয়নেতে পুনঃ অন্ধকার,
ছুটে যাই যদি পাই দরশন তাঁর।
থেম না চরণ, হও অগ্রসর,

ওই দূরে দেখা যায় ওই সমুদ্রের চড়।
আবার! আবার! আসিছে আঁধার,
কাঁপিতেছে পদ দ্বয়!
কাঁপুক না—আয়
মৃত্যু তোরে করিনাক ভয়।
আসিতেছে ধীরে ধীরে মৃদু সমীরণ,
শ্রীচৈতন্য স্মধাকর করিয়া স্পর্শন—
প্রাণ ভরে বুকে ক'রে এ পুণ্য বাতাস
মুছে যায় যাক্ মুছে—
পাপ জীবনের পাপ ইতিহাস।
না, না, এত কাছে এসে,
মরিব না এই ভাবে;
যেমন করিয়া পারি,
কাছে তাঁর যেতে হবে।
কাছে যাব, কিন্তু ভয়,
এই দেহ ক্লেদময়
কণ্ডুরস লাগিবে সে দেহে—
কাজ নাই কাছে গিয়ে,

দূর হতে একবার নিরখিয়া তাঁয়,
এই প্রাণ দিব ডারি রথের চাকায়।
পাছে তিনি জোর করে দেন আলিঙ্গন,
কণ্ডুরস সে শরীরে
লাগা চেয়ে মঙ্গল মরণ !
মহাপ্রভু দেখি আর রথে জগন্নাথ,
দেহ ছাড়ি যাই যদি এই পুরুষার্থ !
এই হবে ভক্তশ্রেষ্ঠ
হরিদাসের পবিত্র আবাস,
প্রথমেই যাই তাঁর পাশ—
সাধু দরশনে হলে পাপক্ষয়
মিলিবে নিশ্চয় গুরু দয়াময়।
হরিবোল ! হরিবোল !

(হরি দাসের কুটীরের নিকট আগমন ওমূর্চ্ছা। হরিদাসের বহিরাগমন, সনাতনকে দেখিয়া)

কে তুমি পথিক ?
করিতেছ কার অন্বেষণ ?
আহা, বড় শীর্ণ দেহ !

পীড়িত কি হবে কোন জন ?
কাজ নাই দাঁড়াইয়ে বাহিরেতে আর
এস ভাই নিয়ে যাই কুটীরে আমার ।
মূর্চ্ছিত কি ? তাই মনে লয় !
বুকে করি, হরি ! হরি !
বৈষ্ণব নিশ্চয় ;
চর্ম্মব্যাধি প্রপীড়িত এই মহাজন !
এত দেখি কুষ্ঠের লক্ষণ !
কিন্তু সে বিচারে কিবা প্রয়োজন ?
শ্রীগৌরাঙ্গ কিঙ্কর যাহারা,
অপরাধ তাহাদের ভাল মন্দ মনেকরা ।
(সনাতনকে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ)

—ঞ্চ—

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশীমিশ্রের বহির্ব্বাটী

পিণ্ডার উপরে শ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্ত বৃন্দ
নিম্নে প্রণতঃ হরিদাস, দূরে ভূমিষ্ট সনাতন।

শ্রীগৌ। দূর হ'তে ভক্তি ভরে
কে আমারে হরিদাস করিছে প্রণাম ?
অতি শীর্ণ দেহ, পীড়িত কি কেহ ?
মুখ খানি আহা বড় ম্রিয়মাণ !
চেন কি উহারে হরিদাস ?
মুখ দেখে মনে হয় দেখেছি কোথায়,
কিন্তু পরিচিত হয় না বিশ্বাস ;
সনাতন—আছে বৃন্দাবন,
ঠিক যেন তাহারি মতন !

হরি। প্রভো ঠিক তাই বটে !
এসেছেন কাল সিন্ধু তটে—
আমার কুটীরে।
উপবাসে, দীর্ঘক্লেশে, পথ পর্য্যটনে,

দেখিলাম মূর্চ্ছিত শরীরে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে—
অশ্রুধারা দু নয়নে !
কণ্ডুরস গায়, চেনা নাহি যায়,—
অতি শীর্ণ কায় ।
বৈষ্ণবের বেশ দেখে,
ধরিলাম যেই বুকে দৃঢ় আলিঙ্গনে,
চিনিতে হ'ল না দেরী সনাতন বলি—
বুঝিলাম একটী লক্ষণে ;
সিদ্ধ দেহ যদিও মূর্চ্ছিত,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য !
হৃৎপিণ্ড পূর্ণ জাগরিত !
কর্ণ দিতে বুকে, শুনিলাম সুখে,
"জয় গুরু শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় !"
উঠিতেছে পুণ্য ধ্বনি ভরিয়া হৃদয় !
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণ ধন কে আছে এমন,
জীবনে মরণে, বৈষ্ণবের গণে—
বিনা রূপ সনাতন ?

শ্রীগো। দীন হতে অতি দীন, তারা দুটি ভাই,
পণ্ডিতের শিরোমণি—
কিন্তু কি সহিষ্ণু ! কি বিনয় !
তৃণাদপি সুনীচ যা,
মূর্ত্তিমান্ যেন তাহা,
কি কঠোর বৈরাগ্যের ব্রত !
অচল অটল — সাধনাতে
ঠিক যেন পাষাণের মত।

হরি। কণ্ডুময় কায়, লাগে কারও গায়,
সেই ভয়ে সিংহদ্বারে না করি গমন—
তপ্ত বালুকায়, চলা নাহি যায়,
সেই পথে, কোন মতে—
এসেছেন বিদগ্ধ চরণ !
শত ব্রণ পায়, কোন বোধ নাই,
প্রাণ মনে একই চিন্তা চৈতন্য শরণ।

শ্রীগো। 'যদ্যপিও সনাতন জগৎ পাবন।
তাঁর স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।

মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন ।
সে না ঐছে করিলে করে কোন জন ।'
এস যাই হরিদাস, ধরি তারে বুকে,
কণ্ডুময় কায়, বুঝিয়াছি তাই—
আসে নাই আমারও সম্মুখে ;
পাছে তারে জোর ক'রে করি আলিঙ্গন,
তাই দূরে ভয় ক'রে আছে সনাতন ।
(বাহু প্রসারিত করিয়া)
সনাতন সনাতন ! মোর প্রাণ ধন !
সনা । 'মোরে না ছুঁইও প্রভু ধরি তব পায়,
(পশ্চাতে হটিতে ২)
একে নীচ জাতি তাতে কণ্ডুরস গায় !
শ্রীগৌ । 'তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস জ্ঞান,
(স্নেহালিঙ্গন করিয়া)
তোমার দেহ আমার লাগে

অমৃত সমান ।

মাতার যৈছে বালকের

অমেধ্য লাগে গায়,

ঘৃণা নাহি জন্মে তায়

মহা সুখ পায় ;

সেই রূপ তব দেহ করি আলিঙ্গন,

মনে হয় তপ্ত বুকে দিতেছি চন্দন ।'

হরি । "স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি তুমি দয়াময়,

তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ।

বাসুদেব গলৎ কুষ্ঠী তাতে কীড়াময়

তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় !

আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্প সম অঙ্গ,

বুঝিতে না পারি তব কৃপার তরঙ্গ ।

ঝারি খণ্ডের দুষ্ট পানি

তুমি খাওয়াইলে,

সেই পানি লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজিলে,

কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে,

এই লীলাভঙ্গী তোমার

কেহ নাহি জানে।

শ্রীগৌ। "আমি ত সন্ন্যাসী আমার
সমদৃষ্টি ধর্ম্ম,
চন্দন পঙ্কজে আমার জ্ঞান হয় সম ;
দ্বৈত-ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম,
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম।"

হরি। "ভাল মন্দ ভ্রম বলি যা কহিলে তুমি,
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি।
আমা সম অধমে যে করেছ অঙ্গীকার ;
দীন দয়ালু গুণ তোমার
তাহাতে প্রচার।'

শ্রীগৌ। শুন শুন হরিদাস, শুন সনাতন,
"সত্য কহি তোমার বিষয়
আমার যৈছে মন ;
তোমাকে লাল্য মানি
আমাকে লালক অভিমান,
লালকের লাল্য নহে দোষ পরিজ্ঞান।
আপনাকে মনে করি মাতার সমান,

তোমাদিগে করি আমি
বালক অভিমান !
লাল্য মেধ্যে লালকে চন্দন সম ভায়,
সনাতনের ক্লেদে আমার
ঘৃণা না উপজয় ।
বিশেষ বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়,
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ।
দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ,
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ।
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়,
অপ্রাকৃত দেহে বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণে ভজয় ।
ঘৃণা করি তব দেহ,
আলিঙ্গন না করিতাম যবে,
কৃষ্ণ কাছে অপরাধী হইতাম তবে ।
পারিষদ দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ,
আলিঙ্গিতে পাইলাম চতুঃসম গন্ধ ।”
(পুনরালিঙ্গন করিয়া)
এই দেখ নাহি কুষ্ঠ নির্ম্মল শরীর,

স্ববর্ণ সদৃশ অঙ্গ, বহে প্রেম নীর।

সনা। "সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র,
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি
যেন কাষ্ঠযন্ত্র।
নীচ পামর মুই পামর স্বভাব,
মোরে জীয়াইলে প্রভো
কিবা হবে লাভ ?'

শ্রীগৌ। "সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কোন, নাহি ভক্তি বিনে ॥
দেহত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।
তমোরজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম হ'তে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হইতে নয় ॥
দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেই না পায় মরিতে ॥
গাঢ়ানুরাগে বিয়োগ না যায় সহন।

তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলিন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥
তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য, আর বৈষ্ণব আচার ॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥
নিজ প্রিয়স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহা এত কর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহা ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব॥

সনাতন। প্রভো তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতেপারে॥
কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলি কিবা নাচে গায়॥
যৈছে যারে নাচাইতেছ সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় কেহ নাহি জানে॥

শ্রীগৌ। শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহোঁ করিতে চাহেন বিনাশ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইঁহারে যেন না করে অন্যায়॥

হরিদাস। প্রভো, আমি মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে॥
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
যে সৌভাগ্য ইঁহার আর না হয় কাহার॥"
ইহার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।

ইহার দেহ কহে প্রভু মোর নিজধন ॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত ভূমেতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হইল ॥

সনা। "তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহা ভাগ্যবান্ ॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচারে।
সে নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নামসংকীর্ত্তন।
সভার আগে কহ নামের মহিমা-কথন ॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার ॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব-গুরু তুমি জগতের আর্য্য ॥
পতিত অধম আমি বড় নীচাশয়,—
আমি—আমি——

শ্রীগৌ। নীচ জাতি হ'ক মোর অঙ্গের ভূষণ,
পতিত অধম যারা তাহাদের বুকে করা
এই ধর্ম্ম, এই নীতি,
এই মোর কৃষ্ণ প্রীতি,—
এই উদ্দেশ্যে গৃহ ছাড়ি

করিয়াছি সন্ন্যাস গ্রহণ,
ভিক্ষুকের বেশে, তাই দেশে দেশে,
ছুটাছুটি করি অনুদিন ;
কাঁদিতেছে কে কোথায়,
কর্ণ পাতি শুনি তাই,
তাই আঁখি অহর্নিশ পলকবিহীন।
অধম পতিত যারা, তাহাদের ঘৃণা করা
এই আর্য্যদেশে—চির দিনই আছে,
হরিনামে তাই আমি তুলেছি নিশান।
ত্যাগের পতাকা ইহা,
এর নীচে হিন্দু ম্লেচ্ছ সকলে সমান।
দুঃখী তাপী যত আছে,
আসে যদি মোর কাছে,
স্নেহভরে এই বুকে পাবে তারা স্থান।
সহস্র জগাই যেথা ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
সহস্র মাধাই যেথা
করিতেছে হা হুতাশ !
শত শত নীচ সঙ্গী

নীচ জাতি পতিত দুর্ব্বল,
মা মা ব'লে ডাকে যেথা
নিরাশ্রয় অবিরল ;—
সেই দেশে—পরিশেষে—
মা আমি যে—
মা আমি যে—
"পিতাহমস্য জগতো,
মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥"
(জননী আবেশ* ও মাতৃমূর্ত্তি ধারণ,
নিত্যানন্দের স্তন্যপান)

হরিদাস। (যোড় হস্তে)

প্রভো প্রভো, মুছে দিই
নয়নের জলধার!
যে নাম এনেছ ভবে,
তাহাতেই ঠিক হবে—
পতিত অধম কেহ
থাকিবে না হেথা আর।

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবত—মধ্যখণ্ড, ১৮ অঃ

সনা। হিন্দু, ম্লেচ্ছ, দ্বিজ, শূদ্র,
একত্রিত হবে হরিনামে,
নিত্যানন্দ। ডাঙ্গা ডহর এক হবে
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে,
ওই প্রসারিত বাহুযুগ,
ওই মাতৃস্নেহে ভরা বুক,
জীবপ্রেমে ওই ওই কাতর হৃদয়!

(নেপথ্যে) জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয় !

জন্মভূমি চান যাহা,
অবিকল তাই ইহা,
ঘরে ঘরে এই চিত্র হউক উদয় ;

(নেপথ্যে) জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয় !

এ মর মরুর পারে,
চির দিন আলো ক'রে,
থাক্ মা তোমার ওই
প্রসারিত বাহুদ্বয়।

সহসা সসৈন্যে সেনাপতি অনন্ত সিং, রাজা প্রতাপরুদ্র,
তৎপার্শ্বে মৈত্রীকৃত হোসেন সাহ,
পাঠান সৈন্যগণ ও পুরন্দর শ্রীকান্ত দরবেশ প্রভৃতির
প্রবেশ এবং সকলের সেই মাতৃমূর্ত্তির
সন্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া

সংগীত।

[মালশী রাগ]

" জয় জয় জগত জননী মহামায়া
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া।
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটীশ্বরী.
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতারি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমার মহিমা,
বলিতে না পারে, অন্য কে দিবেক সীমা।
জগত স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব শক্তি,
তুমি ব্রহ্মা, দয়া লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি।
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তি ভেদ,
সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা,
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা।

তুমি ত্রিজগত হৈতু গুণত্রয়ময়ী,
ব্রহ্মাদি তোমার নাহি জানে, জানে কই।
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্বজীবের বসতি
তুমি আদ্যা, অবিকারা পরমা প্রকৃতি।
বিশ্বের জননী তুমি, তুমি গো অভয়া,
দীন হীন অকিঞ্চনে দেহ পদ ছায়া।

যবনিকা পতন।